Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

Islamic parenting

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মাছুমা বিনতে হাসান

রোলঃ 228021511

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

Islamic parenting

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মাছুমা বিনতে হাসান

রোলঃ 228021511

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ Islamic parenting ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মাছুমা বিনতে হাসান, আইডিঃ 228021511 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আরমান হোসাইন
কুরআন ট্রান্সলেশন ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " Islamic parenting " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: মুজিবুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

মাছুমা বিনতে হাসান

আইডিঃ 228021511

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

সূচনা: 5
ইসলামিক প্যারেন্টিং পর্যায়: 7
ইসলামে অভিভাবকত্বের গুরুত্ব ও সন্তানের সাথে আচরণের মৌলিক বিষয়সমূহ: 11
সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার কর্তব্য..12
সন্তানদের শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া: 19
সন্তান আল্লাহর নিআমত : চাই যথাযথ তালীম-তারবিয়াত.......................................22
সন্তানদের নিয়ে কেমন ছিলেন নবী ? 33
লুকমান (আ) এর উপদেশ..37
সন্তানকে নিয়ে হযরত ইবরাহীম আ.-এর স্বপ্ন 38
কিছু বেসিক করণীয়: 43
আমরা আমাদের সন্তানদের কাছ থেকে যা চাই..44
সন্তানের অধিকার...44
আখিরাতে সন্তানদের লাঞ্ছনার মাধ্যম হতে দেবেন না 44
মসজিদ ও উলামায়ে কেরামকে ভালোবাসা..45
সালাহ...46
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা..47
শিষ্টাচার ও চরিত্র 47
আরো কিছু সুন্নাহ...49
সন্তানের মাঝে তুলনা না করা 50
সন্তানের জন্য কীভাবে উত্তম দুয়া করতে পারি? 54
ইসলামে পিতামাতা কী?...56
ইসলামে পিতামাতার প্রধান নীতিমালা...57
পিতামাতা সম্পর্কে কুরআন কী বলে? 61

পিতামাতার প্রতি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ঐতিহ্য..64

পরিবারে ভালোবাসা:..66

খাদিমাহ দের সাথে ভালো ব্যবহার সম্পর্কে সন্তান কে আদেশ করা 67

প্রেম এবং বোধগম্যতার সাথে শাসন করুন:..68

কৃতজ্ঞতার শক্তি: 68

তাদের ঘুমানোর সময় নবীদের এবং ইসলামের প্রাথমিক যুগের গল্প বলুন:....................70

তাদের সাথে সময় কাটান:..71

একটি উৎসাহব্যঞ্জক এবং সহায়ক পরিবেশ গড়ে তুলুন:..72

সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করুন: 73

বয়ঃসন্ধিকালে এবং কিশোর বয়সে সন্তানকে সহায়তা করুন: 75

আমাদের সন্তানকে বারবার ফিলি স্তিনের ইতিহাস শুনাবো, তাকে বারবার বলব কেন আমরা ফিলি স্তিনকে ভালোবাসি— 78

পেরেন্টিং এর ক্ষেত্রে ইসলামিক ভাবে সন্তান লালন পালন না করার ক্ষতির দিকগুলো ...81

সূচনা:

পৃথিবীতে যত ভালোবাসা রয়েছে সকল ভালোবাসার পেছনে স্বার্থ জড়িত রয়েছে। একমাত্র নিঃস্বার্থ ভালোবাসা হলো সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার ভালোবাসা। এ ভালোবাসার তাগিদেই প্রতিটি মানুষ তাঁর সন্তানের শান্তি, স্বস্তি ও সুখ্যাতির জন্য জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত প্রানন্তকর প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়। এটাই হলো মানুষের ফিতরাত বা স্বভাব।

আর ইসলাম ফিতরাতের ধর্ম, স্বভাব ধর্ম। তাই ইসলাম চায় মানুষের এই স্বভাব ধর্মকে স্থায়ী রুপ দিতে। তার চিন্তা-চেতনাকে এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের সীমিত পরিসরে না রেখে আরও সম্প্রসারিত করে দুনিয়ার জগত ছেড়ে আলামে বারযাখ হয়ে আখিরাতে নিয়ে যেতে। তাই ইসলামের আবেদন হলো – তুমি তোমার ও তোমার পরিবারবর্গ বিশেষত সন্তানাদিকে শুধু দুনিয়ার কষ্ট থেকে বাচাবার চিন্তা করো না। কেবল দুনিয়ার সুখ-শান্তি সমৃদ্ধির কামনা করো না। বরং কবরের আযাব থেকে কীভাবে বাঁচবে, জাহান্নামের শাস্তি থেকে কীভাবে নাজাত পাবে তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থা গ্রহন করো।

আল্লাহ তা’য়ালা ইরশাদ করেন-
“হে মুমিন গন! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার পরিজনকে সেই অগ্নি থেকে রক্ষা করো যার ইন্ধন হবে মানুষ ও প্রস্তর। যাতে নিয়োজিত আছে পাষান হৃদয় ও কঠোর স্বভাবের ফেরেস্তাগন। তারা আল্লাহ তা’য়ালা যা আদেশ করেন তা অমান্য করে না এবং যা আদেশ করা হয় তাই করে।”
সূরা তাহরীমঃ০৬

এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায় মানুষ দুনিয়ার ব্যাপারে যেমন কেবল নিজে বাঁচার চিন্তা করে শেষ করে না। বরং সন্তানাদিকেও বাঁচাবার চেষ্টা করে। দুনিয়ার কোন দুঃখ যেন নিজেকে, নিজের সন্তানাদিকে কোন অবস্থাতে স্পর্শ না করে সে জন্য যেমন প্রানান্তর চেষ্টা করে, ঠিক তেমনিভাবে আখিরাতের ব্যাপারে ঐ একই চেষ্টা করতে হবে। যেন কোন অবস্থাতেই তাদেরকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করতে না পারে। অনেক লোক দেখা যায় মাশাআল্লাহ ভাল দীনদার, নামাজি, মসজিদে প্রথম কাতারে নামাজ পড়ে। তাকবীরে উলা ধরার চেষ্টা করে , তাহাজ্জুদ, নফল, আওয়াবীন, চাশত, ইশরাক সবই পড়ে। কিন্তু দেখা গেল ছেলে নামাজ পড়ে না মেয়ে পর্দা করে না স্ত্রী শরিয়ত মোতাবেক চলে না। এতে তার কোন চিন্তা-অস্থিরতা নেই। কোন মাথা ব্যাথা নেই; বরং তারা জবাব দেয়, পরিবেশ খারাপ, যামানা খারাপ, ছেলে মেয়ে কথা শুনে না। এ ধরনের বিভিন্ন রকমের কথাই আমরা বলি। এক

দু’বার আদেশ করেই মনে করি আমার দায়িত্ব শেষ। অথচ নবীদের দিকে তাকালে দেখা যায় হযরত নূহ (আ.) তার ছেলে কেলানকে নয়শ বছর একাধারে দাওয়াত দিয়েছিলেন। তাতেও তিনি ক্ষান্ত হননি; বরং যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘোষণা আসলো- ”হে নূহ! নিশ্চয়ই সে তোমার পরিবারভুক্ত নয়। নিশ্চয়ই সে দূরাচার। সুতরাং আমার কাছে এমন দরখাস্ত করবে না , যা তুমি জানো না। আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি যে , তুমি অজ্ঞদের দলভুক্ত হবে না।” তখন হযরত নূহ (আ.) দাওয়াত বন্ধ করে দিলেন এবং এর পরেই সে ধংস্ব হয়ে গেল। আর আমরা এক দু’বার আদেশ করেই মনে করি আমার দায়িত্ব শেষ হয়ে গিয়েছে। আসলে বিষয়টা এতো সহজ নয়। এতো সহজে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাওয়া যাবে না।

আমরা কথায় বলি-জামানা খারাপ, পরিবেশ খারাপ, সমাজ খারাপ আসলে কোনটাই খারাপ নয়; বরং আমাদের স্বভাবই খারাপ। তাই একটি সুস্থ সমাজ জাতি কে উপহার দিতে হলে একটা সুস্থ পরিবার গড়ে তোলার কোন বিকল্প নেই। আর সুস্থ ও সভ্য পরিবার গড়ে তুলতে হলে সন্তান লালন-পালনে ইসলাম আমাদের যে হিদায়াত, যে দিকনির্দেশনা দিয়েছে সে অনুযায়ী ধারাবাহিক তা’লীম-তারবিয়্যাত ও প্রশিক্ষনের মাধ্যমে আমাদের সন্তানদের কে আদর্শ সন্তান রুপে গড়ে তুলতে হবে। তাহলে এ সন্তান দ্বারা আমাদের মুখ উজ্জ্বল হবে। আল্লাহ’র দরবারেও আমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে না।

আমাদের সন্তানরা আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি আমানাহ। আমাদের মুসলিম সন্তানদের আমরা যে শ্রেষ্ঠ উপহার দিতে পারি তা হল সঠিক লালন-পালন। কিন্তু পিতামাতা হিসাবে আমরা সকলেই একমত হতে পারি যে অভিভাবকত্ব বিভ্রান্তিকর এবং ভয়ঙ্কর হতে পারে কারণ শিশুরা জন্ম থেকে কিছু শিখে আসে না। সর্বোপরি, প্রতিটি শিশু ভিন্ন ভিন্ন পিতামাতা হিসাবে আমাদের কাজকে আরও কঠিন করে তোলে। অভিভাবকত্ব সত্যিই সবচেয়ে কঠিন কাজ। তাই পিতামাতারা এই পৃথিবীতে এবং পরকালে সফল হতে পারে এমন শিশুদের লালন-পালনের জন্য ইসলামিক অভিভাবকত্ব পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

ইসলাম আমাদের সন্তানদের লালন-পালনের জন্য পিতামাতার জন্য কিছু চমৎকার দিকনির্দেশনা দিয়েছে। ইসলামিক ভাবে একটা শিশু বেড়ে উঠলে দুনিয়াতে ও আখেরাতে সফল হবে এবং বাবা মা হিসেবে তারা উভয় দিক এই দায়িত্ব পালনে সফল হবে ।

“তাদের সাথে প্রথম সাত বছর (তাদের জীবনের) খেলা; তারপর পরবর্তী সাত বছর তাদের শেখান; অতঃপর পরবর্তী সাত বছর (এবং তার পরে) জন্য তাদের উপদেশ দাও।"

- হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)

ইসলামিক প্যারেন্টিং পর্যায়:

প্রথম সাত বছর (0-7)

এই সময় শিশুকে খেলতে দেওয়া কিন্তু আমাদের সন্তানের সাথে একটি দৃঢ় সংযোগ গড়ে তোলার জন্য অভিভাবকত্বের হাতা গুটিয়ে নেওয়ার। এই হল গঠনের বছর যখন একটি শিশু প্রতিনিয়ত পারিপার্শ্বিক পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং পর্যবেক্ষণ করে শেখে। শিশুরা বড়দেরকে অনুসরণ করে বেশি চলে ।

শিশুরা তাদের পিতামাতাকে যে কারও চেয়ে বেশি অনুকরণ করে। আপনি যদি আপনার সন্তানের মধ্যে কোনো অবাঞ্ছিত আচরণ খুঁজে পান, তাহলে পরীক্ষা করে দেখুন যে আপনি, আপনার স্ত্রী বা একজন পরিচর্যাকারী আপনার সন্তানের সামনে একই আচরণ করেছেন কিনা। সভাবগতই শিশুরা বড়দের প্রতিটা স্টেপ খেয়াল করে শিখে তাই অভিবাবক হিসেবে তাদের সামনে সবসময় ভালো আচরণ টা দেখানো প্রত্যেক বাবা মার দায়িত্ব ।

এটা হল ভিত্তি বছর, যে ভিত্তি থেকে তাদের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি পায়। যদি এটি শিলা কঠিন হয়, বাকি বছরগুলি অনেক সহজ হবে। যদি এই ভিত্তিটি খারাপভাবে গঠন করে তবে পরবর্তী বছরগুলি আরও চ্যালেঞ্জিং হবে।

পরবর্তী সাত বছর (7-14)

একবার শিশুরা সাত বছর পূর্ণ হলে, তারা যৌক্তিক যুক্তি এবং ইসলামী নীতিশাস্ত্রের জন্য প্রস্তুত হয়। এটি এমন সময় যখন শিশুরা তাদের বড়দের কথা পালন করে , আপনি যা কিছু দেখান, শেখান এবং বলুন সব কিছু মেনে নিতে প্রস্তুত হয়।

লালন-পালনের দ্বিতীয় পর্যায় হল তাদের ধর্মনিরপেক্ষ ও ধর্মীয় জ্ঞান, হালাল বনাম হারাম, এবং তাদের যা জানা দরকার তা শেখানোর সময়।

তাদেরকেও খেলাধুলা শেখান;

রাসুল (সাঃ) বলেছেন: "তোমাদের সন্তানদের সাঁতার, তীরন্দাজ এবং ঘোড়ায় চড়া শেখাও।" তাই তাদেরও খেলাধুলা শেখান। দলগত কাজ, নেতৃত্ব, খেলাধুলা এবং শারীরিক সুস্থতা সহ খেলাধুলার অনেক সুবিধা রয়েছে।

এই পর্যায়ে, শিশুরা অল্পবয়সী এবং তারা এখনও শেখার প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে কোনটি সঠিক এবং কোনটি ভুল। সন্তানকে কীভাবে আচরণ করতে হবে, কীভাবে তার পরিবেশ বাছাই করতে হবে এবং সেই পরিবেশে কোন ধরনের লোকেদের দ্বারা পূরণ করতে হবে তা নির্ধারণ করা পিতামাতার দায়িত্ব, যাতে তারা তাদের জন্য সবচেয়ে ভালো কাজটি পালন করে যেতে পারে।

সীমানা না থাকলে সমাজ বিশৃঙ্খল হয়ে পড়বে। একইভাবে, শিশুদের তাদের আচরণের নির্দেশনা দেওয়ার জন্য একটি সীমার সেট প্রয়োজন, যা শিশুদের কাজ এবং আচরণ করার স্বাধীনতা দেয়। যদি তারা না জানে যে সীমানা কি তাহলে তারা জানে না কোনটি গ্রহণযোগ্য এবং কোনটি নয়।

শিশুদের যদি আগে থেকে সঠিক ও ভালো আচরণ শেখানো হয়, তাহলে তাদের সীমানার মধ্যে কাজ করার নির্দেশিকা থাকবে এবং তারা বিস্মিত ও বিভ্রান্ত হবে না।

পিতামাতা হিসাবে, পরিবারের প্রত্যেকের জন্য নিয়ম এবং সীমানা নির্ধারণ করুন (নিজের সহ!) এবং আপনার সন্তানদের কেন তাদের মানতে হবে তা ব্যাখ্যা করার যত্ন নিন। শিশুরা যৌক্তিক যুক্তি পছন্দ করে, তাই আপনি শান্তভাবে ব্যাখ্যা করার সময় তাদের প্রশ্ন করতে দিন। শিশুরা অনেক প্রশ্ন করে এইটা স্বভাবগত । তাই তারা যখন প্রশ্ন করে তাদের প্রশ্নের সুন্দর করে ব্যাক্ষা দিলে তারা সেটা তাদের মস্তিষ্কে ধারণ করে ।

চূড়ান্ত সাত বছর (14-21)

একবার আপনার সন্তানের বয়স 14 (বা বয়ঃসন্ধি) হলে, শিশুরা স্বাধীনতা অর্জন করে এবং তারা তাদের নিজস্ব ব্যক্তিত্ব বিকাশ করে।

এই সংকটময় বছরগুলিতে, তাদের সাথে বন্ধুত্ব করুন, তাদের পরামর্শ দিন এবং আপনি যা করতে পারেন তা করুন; বুঝতে হবে যে তারা এখন ইসলাম অনুসারে পূর্ণ প্রাপ্তবয়স্ক, এবং সঠিক বা ভুল বাছাই তাদেরই। পিতামাতা হিসাবে, আমাদের দায়িত্ব তাদের পরামর্শ দেওয়া। এই সময়টায় একটা সন্তান এর শারীরিক মানসিক অনেক চেঞ্জ আসে যা তারা অনেক সময় লজ্জায় তাদের অভিবাবক কে বলতে দ্বিধাবোধ করে । পিতা মাতা হিসেবে তাদের সাথে এই সময় আন্তরিকতার সাথে তাদের সমস্যা গুলো সমাধান করে দিতে হবে।

আমি আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করি যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাদের প্রত্যেককে আমাদের সন্তানদের সাথে একটি বিশ্বস্ত সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য নির্দেশনা দেন এবং আমরা তাদের বিশ্বস্ত আস্থাভাজন, সেই উপদেষ্টা, সেই ব্যক্তি হতে পারি যখন তাদের সাহায্য বা পরামর্শের প্রয়োজন হয়; হতে পারে যে "ঠান্ডা" মা বা বাবা যাকে তারা ভালোবাসে সম্মান করে ।

আমি আমাদের জীবনের সমস্ত দিনের জন্য আমাদের সন্তানদের সাথে একটি ঘনিষ্ঠ, প্রেমময়, সুখী এবং পরিপূর্ণ সম্পর্ক এবং জান্নাতুল ফিরদাউসে তাদের সাথে পুনরায় মিলিত হওয়ার জন্য প্রার্থনা করি। আমীন।

মুসলিম বাবা-মায়েদের এটা উপলব্ধি করা উচিত যে সন্তান আল্লাহর দেওয়া নেয়ামত। যদি আপনি আপনার সন্তানদের ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী ভালোভাবে লালন-পালন করেন, তাহলে আপনি আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ। বিপরীতে, যদি আপনি আপনার সন্তানকে এবং তাদের সঠিক লালন-পালনের প্রতি অবহেলা করেন, তাহলে আপনি আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞ।

জন্মের সাথে সাথেই করণীয়_

নতুন বাবা-মাকে অভিনন্দন জানানো

- ডান কানে আজান, বাম কানে ইকামত দেওয়া
- তাহনীক করা
- সপ্তম দিনে মাথা মুণ্ডন করা, চুলের ওজনের সমান সদকা আদায় করা
- সপ্তম দিনে আক্বীকাহ দেওয়া
- একটি ভাল নাম রাখা

১.তোমার সন্তান জন্মগ্রহণ করলে আযান দাও :

তার ডান কানে ফিসফিসিয়ে আজান দাও। তোমার সন্তানের একটি সুন্দর এবং অর্থপূর্ণ নাম রাখো। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুটি নাম প্রস্তাব করেছিলেন, আবদুল্লাহ এবং আবদুর রহমান। [1]

২.আকিকা করুন:

৭ম দিনে আকিকা করা হয়। মাথার চুল কামিয়ে ফেলুন এবং কুরবানী করুন, যা একটি ছাগল বা ভেড়া হতে পারে। ছেলেদের জন্য ২টি আর মেয়েদের জন্য ১টি ছাগল দিয়ে আকীকা করা ।

৩.কালেমা তাইয়্যিবা শেখান:

শিশু যখন কথা বলতে শুরু করে, তখন তাকে সর্বপ্রথম কালেমা তাইয়্যিবা শেখান। এটি হল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ যার অর্থ, "আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর নবী।" তাদের এটি মুখস্থ করতে এবং প্রায়শই আবৃত্তি করতে উৎসাহিত করুন। তাদের এর অর্থ এবং এই সংক্ষিপ্ত বাক্যটির অর্থ কী তা শেখান।
বড় হওয়ার সাথে সাথে তাদের বুঝতে হবে যে, একমাত্র সৃষ্টিকর্তা আছেন, যিনি আল্লাহ নামে পরিচিত এবং তাদের জীবনের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হল আল্লাহর ইবাদত করা, আল্লাহর বিধিবিধান হুকুম আহকাম পালন করা ।

তাদের অবশ্যই এই সত্যটি দিনের পর দিন স্মরণ করিয়ে দিতে হবে এবং তাদের জিহ্বা, হৃদয়, চিন্তাভাবনা, কর্ম এবং সমগ্র সত্তা দিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ইবাদত করতে হবে।
আপনার সন্তানদের , মৃত্যুর পর বিচারের দিনে ঘটবে এমন ঘটনা সম্পর্কে শিক্ষা দিন এবং তাদের জান্নাত অর্জনের দিকে মনোনিবেশ করতে উৎসাহিত করুন।
সন্তানকে বুঝতে হবে যে বিশ্বাসী হিসেবে আমাদের জান্নাতের নেয়ামত উপভোগ করার সুযোগ আছে, কিন্তু তারা বড় হওয়ার সাথে সাথে আমাদের তাদের সতর্ক করতে হবে যে আমরা যদি বিশ্বাস না করি বা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার চাওয়া ত্যাগ স্বীকার না করি

তাহলে কী হবে। সন্তানদের আল্লাহর ৯৯টি নাম শিক্ষা দেওয়া , যাতে তারা তাঁর গুণাবলী আরও ভালোভাবে বুঝতে পারে এবং যখনই তারা আল্লাহকে স্মরণ করে তখন "সুবহানাহু ওয়া তা'আলা" (তিনি মহিমান্বিত ও মহিমান্বিত) বলতে বাধ্য হয়।

ইসলামে অভিভাবকত্বের গুরুত্ব ও সন্তানের সাথে আচরণের মৌলিক বিষয়সমূহ:

মুসলিম প্যারেন্টিং এর সর্বপ্রথম কাজ হলো সন্তান কে ইসলাম সম্পর্কে তার দ্বীন সম্পর্কে জানানো বুঝানো এবং শেখানো। বেশির ভাগ ফ্যামিলি বাচ্চাকে প্রথমে দ্বীন এর বদলি দুনিয়া শেখায় ফলে সেই বাচ্চাটা তার ধর্ম তার দায়িত্ব তার আল্লাহ্ এর প্রতি হুকুম গুলো জানতে পারেনা যার ফলে জীবনের অনেক টা সময় সে তার রব কে ভালো ভাবে জানতে পারেনা । মুসলমান হিসেবে আমাদের সর্বপ্রথম কাজ আল্লাহ্ কে চিনা তার হুকুম মেনে সে অনুযায়ী আমল করা আর সন্তানদের ও সেভাবে পরিচালনা করা অভিভাবক হিসেবে এই দায়িত্ব পালন করা ফরজ । ঠিকমতো সেই দায়িত্ব পালন না করলে সন্তান একসময় বাবা মা কে এসব এর জন্য দোষী বানায়।

يَاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا قُوۡۤا اَنۡفُسَكُمۡ وَاَهۡلِيۡكُمۡ نَارًا وَّقُوۡدُهَا النَّاسُ وَالۡحِجَارَةُ عَلَيۡهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعۡصُوۡنَ اللّٰهَ مَاۤ اَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُوۡنَ مَا يُؤۡمَرُوۡنَ ۝

হে মু’মিনগণ ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা কর দোযখ হতে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও প্রস্তর, যাতে নিয়োজিত আছে নির্মমহৃদয়, কঠোরস্বভাব ফেরেশতাগণ, যারা অমান্য করে না তা, যা আল্লাহ্ তাদেরকে আদেশ করেন। আর তারা যা করতে আদিষ্ট হয় তাই করে।

—আত তাহরীম - ৬

فَبِمَا رَحۡمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنۡتَ لَهُمۡ ۚ وَلَوۡ كُنۡتَ فَظًّا غَلِيۡظَ الۡقَلۡبِ لَانۡفَضُّوۡا مِنۡ حَوۡلِكَ ۪ فَاعۡفُ عَنۡهُمۡ وَاسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ وَشَاوِرۡهُمۡ فِى الۡاَمۡرِ ۚ فَاِذَا عَزَمۡتَ فَتَوَكَّلۡ عَلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الۡمُتَوَكِّلِيۡنَ ۝

অর্থঃ

(হে নবী! এসব ঘটনার পর) আল্লাহর রহমতই ছিল, যদ্দরুন তাদের প্রতি তুমি কোমল আচরণ করেছ। তুমি যদি রূঢ় প্রকৃতির ও কঠোর হৃদয় হতে, তবে তারা তোমার আশপাশ থেকে সরে বিক্ষিপ্ত হয়ে যেত। সুতরাং তাদেরকে ক্ষমা কর, তাদের জন্য মাগফিরাতের দু'আ কর এবং (গুরুত্বপূর্ণ) বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ করতে থাক। অতঃপর তুমি যখন (কোন বিষয়ে) মনস্থির করবে, তখন আল্লাহর উপর নির্ভর করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওয়াক্কুলকারীদেরকে ভালোবাসেন।

সুতরাং এই আয়াতে পিতামাতার তাদের সন্তানদের প্রতি বেশ কিছু আদেশ রয়েছে:

ভদ্র হোন।
অভদ্র হবেন না কারণ অভদ্র হওয়া মানুষকে দূরে সরিয়ে দেবে।
শিশুকে ক্ষমা করে দিন।
ছেলেমেয়েদের নিয়ে ভাবনাচিন্তা করেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের প্রত্যেকেই রাখাল এবং তাকে তার মেষপাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত করা হবে। একজন মানুষ তার পরিবারের অভিভাবক এবং তাদের জন্য দায়িত্বশীল; একজন নারী তার স্বামীর ঘরের (এবং সন্তানদের) অভিভাবক এবং তাদের প্রতি দায়িত্বশীল। (সহীহ বুখারী, ৫১৮৮)

সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার কর্তব্য

আল-কুরআন

সন্তানকে তাওহীদ শিক্ষা দেওয়া:

وَ اِذۡ قَالَ لُقۡمٰنُ لِابۡنِهٖ وَ هُوَ یَعِظُهٗ یٰبُنَیَّ لَا تُشۡرِکۡ بِاللّٰهِ ؕؔ اِنَّ الشِّرۡکَ لَظُلۡمٌ عَظِیۡمٌ

আর স্মরণ কর, যখন লুকমান তার পুত্রকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছিল, 'প্রিয় বৎস, আল্লাহর সাথে শিরক করো না; নিশ্চয় শিরক হল বড় যুলম। (৩১. লুকমান ১৩)

সন্তানকে দ্বীন শিক্ষা দেওয়া:

يٰبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَ اْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ اصْبِرْ عَلٰى مَاۤ اَصَابَكَ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ

হে আমার প্রিয় বৎস, সালাত কায়েম কর, সৎকাজের আদেশ দাও, অসৎকাজে নিষেধ কর এবং তোমার উপর যে বিপদ আসে তাতে ধৈর্য ধর। নিশ্চয় এগুলো অন্যতম দৃঢ় সংকল্পের কাজ। (৩১. লুকমান ১৭)

সন্তানকে আদব বা শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া:

وَ لَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَ لَا تَمْشِ فِی الْاَرْضِ مَرَحًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا یُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ. وَ اقْصِدْ فِیْ مَشْیِكَ وَ اغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ؕ اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِیْرِ

আর তুমি মানুষের দিক থেকে তোমার মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না। আর যমীনে দম্ভভরে চলাফেরা করো না; নিশ্চয় আল্লাহ কোন দাম্ভিক, অহঙ্কারীকে পছন্দ করেন না। আর তোমার চলার ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন কর, তোমার আওয়াজ নীচু কর; নিশ্চয় সবচাইতে নিকৃষ্ট আওয়াজ হল গাধার আওয়াজ। (৩১. লুকমান ১৮-১৯)

সন্তানদেরকে আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে বিরত রাখা:

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا قُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِیْكُمْ نَارًا وَّ قُوْدُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ عَلَیْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا یَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَاۤ اَمَرَهُمْ وَ یَفْعَلُوْنَ مَا یُؤْمَرُوْنَ

হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে আগুন হতে বাঁচাও যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর; যেখানে রয়েছে নির্মম ও কঠোর ফেরেশতাকূল, আল্লাহ তাদেরকে যে নির্দেশ দিয়েছেন তারা সে ব্যাপারে তার অবাধ্য হয় না। আর তারা তা-ই করে যা তাদেরকে আদেশ করা হয়। (৬৬. তাহরীম ০৬)

সন্তানের জন্য দুআ করা:

وَ الَّذِیْنَ یَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّیّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْیُنٍ وَّ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِیْنَ اِمَامًا

আর যারা বলে, হে আমাদের রব, আপনি আমাদেরকে এমন স্ত্রী ও সন্তানাদি দান করুন যারা আমাদের চক্ষু শীতল করবে। আর আপনি আমাদেরকে মুত্তাকীদের নেতা বানিয়ে দিন। (২৫. ফুরকান ৭৪)

সন্তান এর পিতার পরিচয়ে বংশপরিচয় নির্ধারিত হবে:

﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

পালক পুত্রদেরকে তাদের পিতার সাথে সম্পর্কিত করে ডাকো। এটি আল্লাহর কাছে বেশী ন্যায়সংগত কথা। আর যদি তোমরা তাদের পিতৃ পরিচয় না জানো, তাহলে তারা তোমাদের দীনী ভাই এবং বন্ধু। না জেনে যে কথা তোমরা বলো সেজন্য তোমাদের পাকড়াও করা হবে না, কিন্তু তোমরা অন্তরে যে সংকল্প করো সেজন্য অবশ্যই পাকড়াও হবে। আল্লাহ ক্ষমাকারী ও দয়াময়। (সুরা আহযাব ৫)

আল-হাদিস

সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তার কানে আযান দেয়া:

عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلَاةِ

উবাইদুল্লাহ ইবনু আবূ রাফি (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, ফাতিমাহ (রা.) যখন আলী (রা.)-এর পুত্র হাসান (রা.)-কে প্রসব করলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কানে সালাতের আযানের ন্যায় আযান দিয়েছিলেন। (আবু দাউদ ৫১০৫)

সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তাহনিয়া করানো:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ فَيَدْعُو لَهُمْ بِالْبَرَكَةِ زَادَ يُوسُفُ وَيُحَنِّكُهُمْ وَلَمْ يَذْكُرْ بِالْبَرَكَةِ

আয়িশাহ (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট বাচ্চাদেরকে আনা হলে তিনি তাদের জন্য বরকতের দুআ করতেন। ইউসুফের বর্ণনায় রয়েছেঃ তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খেজুর চিবিয়ে তাদের মুখে দিতেন। এতে বরকতের জন্য কথাটি উল্লেখ নেই। (আবু দাউদ ৫১০৬)

সন্তানের সুন্দর নাম রাখা:

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ، وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ، فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ

আবূ দারদা (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে, তোমাদের ও তোমাদের পিতাদের নাম ধরে ডাকা হবে। তাই তোমরা তোমাদের সুন্দর নামকরণ করো। (আবু দাউদ ৪৯৪৮)

যে সমস্ত নাম রাখা উত্তম:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى عَبْدُ اللَّهِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ

ইবনু উমার (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মহামহিম আল্লাহর নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় নাম হলো আব্দুল্লাহ এবং আব্দুর রাহমান। (আবু দাউদ ৪৯৪৯)

عَنْ أَبِي وَهْبٍ الْجُشَمِيِّ، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَسَمَّوْا بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ، وَأَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللهِ عَبْدُ اللَّهِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَأَصْدَقُهَا حَارِثٌ، وَهَمَّامٌ، وَأَقْبَحُهَا حَرْبٌ وَمُرَّةُ

আবূ ওয়াহব আল-জিশামী (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা নবী-রাসূলগণের নামে নামকরণ করো। আল্লাহর নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় নাম হলো আব্দুল্লাহ ও আব্দুর রাহমান। নামের মাঝে হারিস ও হাম্মাম হলো বিশ্বস্ত নাম এবং হারব ও মুররাহ হলো সবচেয়ে নিকৃষ্ট নাম।

(আবু দাউদ ৪৯৫০)

যে সকল নাম রাখার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আছে:

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نُسَمِّيَ رَقِيقَنَا بِأَرْبَعَةِ أَسْمَاءٍ أَفْلَحَ وَرَبَاحٍ وَيَسَارٍ وَنَافِعٍ.

সামুরাহ ইবনু জুনদাব (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে চারটি নাম রাখতে নিষেধ করেছেন: আফলাহ, রাবাহ, ইয়াসার ও নাফি। (মুসলিম ২১৩৬)

সন্তান জন্মের সপ্তম দিনে আকিকা করা:

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ غُلَامٍ رَهِينٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى

সামুরা ইবন জুনদুব (রা.) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, প্রত্যেক সন্তান স্বীয় আকীকার সাথে আবদ্ধ। তার পক্ষ হতে তা তার জন্মের সপ্তম দিনে যবেহ করতে হবে। সেদিন তার মাথা মুণ্ডন করতে হবে এবং তার নাম রাখতে হবে।
(নাসাঈ ৪২২১)

সন্তানের পক্ষ থেকে সদাকাহ করা:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْحَسَنِ بِشَاةٍ وَقَالَ " يَا فَاطِمَةُ احْلِقِي رَأْسَهُ وَتَصَدَّقِي بِزِنَةِ شَعْرِهِ فِضَّةً. قَالَ فَوَزَنَتْهُ فَكَانَ وَزْنُهُ دِرْهَمًا أَوْ بَعْضَ دِرْهَمٍ .

আলী ইবনু আবী তালিব (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, একটি বকরী দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসানের আকীকা করেন এবং বলেনঃ হে ফাতিমা! তার মাথা নেড়া করে দাও এবং তার চুলের ওজনের অনুরূপ রূপা দান কর। তদানুযায়ী আমি তার চুল ওজন করলাম এবং তার ওজন এক দিরহাম বা তার কাছাকাছি হয়। (তিরমিজি ১৫১৯)

সন্তানকে তাওহীদ শিক্ষা দেওয়া:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا فَقَالَ " يَا غُلاَمُ إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ احْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الأَقْلاَمُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ . "

ইবনু আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন এক সময় আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর পিছনে ছিলাম। তিনি বললেনঃ হে তরুণ! আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিখিয়ে দিচ্ছি- তুমি আল্লাহ্ তাআলার (বিধি-নিষেধের) রক্ষা করবে, আল্লাহ তাআলা তোমাকে রক্ষা করবেন। তুমি আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখবে, আল্লাহ্ তাআলাকে তুমি কাছে পাবে। তোমার কোন কিছু চাওয়ার প্রয়োজন হলে আল্লাহ তাআলার নিকট চাও, আর সাহায্য প্রার্থনা করতে হলে আল্লাহ্ তাআলার নিকটেই কর। আর জেনে রাখো, যদি সকল উম্মাতও তোমার কোন উপকারের উদ্দেশে ঐক্যবদ্ধ হয় তাহলে ততটুকু উপকারই করতে পারবে, যতটুকু আল্লাহ তাআলা তোমার জন্যে লিখে রেখেছেন। অপরদিকে যদি সকল ক্ষতিই করতে সক্ষম হবে, যতটুকু আল্লাহ্ তাআলা তোমার তাকদিরে লিখে রেখেছেন। কলম তুলে নেয়া হয়েছে এবং লিখিত কাগজসমূহও শুকিয়ে গেছে। (তিরমিজি ২৫১৬)

সন্তানকে নামাজের ব্যাপারে নির্দেশ দেওয়া:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ.

আমর ইবনু শুআয়েব (রহ.) থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা এবং দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (দাদা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যখন তোমাদের সন্তানরা সাত বছরে উপনীত হবে, তখন তাদেরকে নামায পড়ার নির্দেশ দেবে এবং তাদের বয়স যখন দশ বছর হবে তখন নামায না পড়লে এজন্য তাদেরকে মারপিট কর এবং তাদের (ছেলে-মেয়েদের) বিছানা পৃথক করে দিবে।
(আবু দাউদ ৪৯৫)

সন্তানকে আদর-স্নেহ করা, চুমু দেয়া ও আলিঙ্গণ করা:

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَعِنْدَهُ الأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ جَالِسًا. فَقَالَ الأَقْرَعُ إِنَّ لِي عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا. فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ " مَنْ لاَ يَرْحَمُ لاَ يُرْحَم". ُ

আবূ হুরাইরাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা হাসান ইবনু ’আলীকে চুম্বন করেন। সে সময় তাঁর নিকট আকরা ইবনু হাবিস তামীমী উপবিষ্ট ছিলেন। আকরা ইবনু হাবিস বললেনঃ আমার দশটি পুত্র আছে, আমি তাদের কাউকেই কোন দিন চুম্বন দেইনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পানে তাকালেন, অতঃপর বললেনঃ যে দয়া করে না, সে দয়া পায় না। (বুখারী ৫৯৯৭)

সন্তানের লালন পালনের জন্য খরচ করা:

،عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ فِي بَنِي أَبِي سَلَمَةَ أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْهِمْ، وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا، إِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ. قَالَ " نَعَمْ لَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِم". ْ

উম্মু সালামাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলামঃ হে আল্লাহর রাসূল! আবূ সালামাহর সন্তানদের জন্য ব্যয় করলে তাতে আমার কোন সাওয়াব হবে কি? আমি তাদের এ (অভাবী) অবস্থায় ত্যাগ করতে পারি না। তারা তো আমারই সন্তান। তিনি বললেনঃ হাঁ, তুমি তাদের জন্য যা খরচ করবে তাতে তোমার সাওয়াব আছে।
(বুখারী ৫৩৬৯)

সন্তানদেরকে স্বাবলম্বী করে রেখে যাওয়া:

سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي فَقُلْتُ إِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنْ الْوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلاَ يَرِثُنِي إِلاَّ ابْنَةٌ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي قَالَ لاَ فَقُلْتُ بِالشَّطْرِ فَقَالَ لاَ ثُمَّ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلاَّ أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي قَالَ إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلاً صَالِحًا إِلاَّ ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً ثُمَّ لَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ اللَّهُمَّ أَمْضِ لأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلاَ تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ لَكِنْ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ

সাদ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, বিদায় হাজ্জে একটি কঠিন রোগে আমি আক্রান্ত হলে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার খোঁজ খবর নেয়ার

জন্য আসতেন। একদা আমি তাঁর কাছে নিবেদন করলাম, আমার রোগ চরমে পৌঁছেছে আর আমি সম্পদশালী। একমাত্র কন্যা ছাড়া কেউ আমার উত্তরাধিকারী নেই। তবে আমি কি আমার সম্পদের দু তৃতীয়াংশ সাদাকা করতে পারি? তিনি বললেন, না। আমি আবার নিবেদন করলাম, তাহলে অর্ধেক। তিনি বললেন, না। অতঃপর তিনি বললেন, এক তৃতীয়াংশ আর এক তৃতীয়াংশও বিরাট পরিমাণ অথবা অধিক। তোমার ওয়ারিসদের অভাবমুক্ত রেখে যাওয়া, তাদেরকে খালি হাতে পরমুখাপেক্ষী অবস্থায় রেখে যাওয়ার চেয়ে উত্তম। আর আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য তুমি যে কোন ব্যয় করো না কেন, তোমাকে তার বিনিময় প্রদান করা হবে। এমনকি যা তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে দিবে (তারও প্রতিদান পাবে)। আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! (আফসোস) আমি আমার সাথীদের হতে পিছনে থেকে যাব? তিনি বললেন, তুমি যদি পিছনে থেকে নেক ‘আমল করতে থাক, তাহলে তাতে তোমার মর্যাদা ও উন্নতি বৃদ্ধিই পেতে থাকবে। তাছাড়া, সম্ভবত, তুমি পিছনে (থেকে যাবে)। যার ফলে তোমার দ্বারা অনেক কাওম উপকার লাভ করবে। আর অন্যরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। হে আল্লাহ্! আমার সাহাবীগণের হিজরত বলবৎ রাখুন। পশ্চাতে ফিরিয়ে দিবেন না। কিন্তু আফসোস! সাদ ইবনু খাওলার জন্য (এ বলে) আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্য শোক প্রকাশ করছিলেন, যেহেতু মক্কায় তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। (বুখারী ১২৯৫)

সন্তানদের শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া:

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لأَنْ يُؤَدِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ" .

জাবির ইবনু সামুরা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ নিজের সন্তানকে শিষ্টাচার ও আদব-কায়দা শিক্ষা দেয়া এক সা পরিমাণ বস্তু দান-খাইরাত করার চেয়েও উত্তম। (তিরমিজি ১৯৫১)

সন্তানদের ব্যাপারে ইনসাফ কায়েম করা:

عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ أَعْطَانِيْ أَبِيْ عَطِيَّةً فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَتَى رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنِّيْ أَعْطَيْتُ ابْنِيْ مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً فَأَمَرَتْنِيْ أَنْ أُشْهِدَكَ يَا

رَسُوْلَ اللهِ قَالَ أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا قَالَ لَا قَالَ فَاتَّقُوْا اللهَ وَاعْدِلُوْا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ قَالَ فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَه.ُ

আমির (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নুমান ইবনু বাশীর (রা.) কে মিম্বরের উপর বলতে শুনেছি যে, আমার পিতা আমাকে কিছু দান করেছিলেন। তখন (আমার মাতা) আমরা বিনতে রাওয়াহা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে সাক্ষী রাখা ব্যতীত সম্মত নই। তখন তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট আসলেন এবং বললেন, আমরা বিনতে রাওয়াহার গর্ভজাত আমার পুত্রকে কিছু দান করেছি। হে আল্লাহর রাসূল! আপনাকে সাক্ষী রাখার জন্য সে আমাকে বলেছে। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার সব ছেলেকেই কি এ রকম করেছ? তিনি বললেন, না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তবে আল্লাহকে ভয় কর এবং আপন সন্তানদের মাঝে সমতা রক্ষা কর।
(বুখারী ২৫৮৭)

দারিদ্রতার ভয়ে সন্তান হত্যা করা নিষেধ:

عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيْلَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ قُلْتُ إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيْمٌ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ وَأَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ تَخَافُ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ أَنْ تُزَانِيَ حَلِيْلَةَ جَارِك

’আবদুল্লাহ (ইবনু মাস’ঊদ) (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু ’আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করলাম যে, কোন্ গুনাহ আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বড়? তিনি বললেন, আল্লাহর জন্য অংশীদার দাঁড় করান। অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি বললাম, এতো সত্যিই বড় গুনাহ। আমি বললাম, তারপর কোন্ গুনাহ? তিনি উত্তর দিলেন, তুমি তোমার সন্তানকে এই ভয়ে হত্যা করবে যে, সে তোমার সঙ্গে আহার করবে। আমি আরয করলাম, এরপর কোনটি? তিনি উত্তর দিলেন, তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সঙ্গে তোমার ব্যভিচার করা। [বুখারি ৪৪৭৭, ৪৭৬১, ৬০০১, ৬৮১১, ৬৮৬১, ৭৫২০, ৭৫৩২; মুসলিম ১/৩৭, হাঃ ৮৬০] (আধুনিক প্রকাশনীঃ ৪১১৯, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ৪১২২)

নবজাতকের মাথার চুল ওজন করে সমপরিমান দান:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْحَسَنِ بِشَاةٍ وَقَالَ " يَا فَاطِمَةُ احْلِقِي رَأْسَهُ وَتَصَدَّقِي بِزِنَةِ شَعْرِهِ فِضَّةً" ً

আলী ইবনু আবী তালিব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, একটি বকরী দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসানের আকীকা করেন এবং বলেনঃ হে ফাতিমা! তার মাথা নেড়া করে দাও এবং তার চুলের ওজনের অনুরূপ রূপা দান কর। তদানুযায়ী আমি তার চুল ওজন করলাম এবং তার ওজন এক দিরহাম বা তার কাছাকাছি হয়। (তিরমিজি ১৫১৯)

عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الْغُلاَمُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُسَمَّى وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ "

সামুরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ সকল শিশুই তার আকীকার সাথে বন্ধক (দায়বদ্ধ) অবস্থায় থাকে। জনুগ্রহণ করার সপ্তম দিনে তার পক্ষে যবেহ করতে হবে, তার নাম রাখতে হবে এবং তার মাথা নেড়া করতে হবে।
(তিরমিজি ১৫২২, ইবনু মা-জাহ ৩১৬৫)

সন্তানের খাতনা করা:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ" الْفِطْرَةُ خَمْسٌ الْخِتَانُ، وَالاِسْتِحْدَادُ، وَنَتْفُ الإِبْطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ ".

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মানুষের স্বভাবগত বিষয় হলো পাঁচটিঃ খাতনা করা, নাভির নীচের পশম কামানো, বগলের পশম উপড়ে ফেলা, গোঁফ ছাঁটা এবং (অতিরিক্ত) নখ কাটা। (সহিহ বুখারি ৫৮৮৯, আধুনিক প্রকাশনী- ৫৮৫৩, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৫৭৪৭)

শিশুদের প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করা:

عَنْ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـ قَالَتْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ تُقَبِّلُونَ الصِّبْيَانَ فَمَا نُقَبِّلُهُمْ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " أَوَ أَمْلِكُ لَكَ أَنْ نَزَعَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ ."

'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বেদুঈন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বললো। আপনারা শিশুদের চুম্বন করেন, কিন্তু আমরা ওদের চুম্বন করি না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ আল্লাহ যদি তোমার হৃদয় হতে দয়া উঠিয়ে নেন, তবে তোমার উপর আমার কি কোন অধিকার আছে?
[বুখারি, ৫৯৯৮, মুসলিম ৪৩/১৫, হাঃ ২৩১৭, আহমাদ ২৪৪৬২]

কপি ফ্রম " দা ম্যাসেজ "

সন্তান আল্লাহর নিআমত : চাই যথাযথ তালীম-তারবিয়াত

আল্লাহ তাআলার নিআমত অপরিসীম। গুনে শেষ করা যাবে না। আল্লাহ তাআলা নিজেই ঘোষণা দিচ্ছেন—

وَ اِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللهِ لَا تُحْصُوْهَا اِنَّ اللهَ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْم.

তোমরা যদি আল্লাহর নিআমতসমূহ গুনতে শুরু কর, তবে তা গুনে শেষ করতে পারবে না। বস্তুত আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। —সূরা নাহল (১৬) : ১৮

বান্দার কর্তব্য হল, নিআমতের শোকর আদায় করা। মুখে এবং কাজের মাধ্যমে।
এই কর্তব্য পালন করলে দয়াময় আল্লাহ নিআমত আরও বাড়িয়ে দেবেন। আর কর্তব্যে অবহেলা করলে রয়েছে কঠিন শাস্তি। আল্লাহ তাআলা বলেন—

لَىِٕنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ وَ لَىِٕنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيْد.

যদি তোমরা শোকর কর তবে আমি অবশ্যই তোমাদের আরও বেশি দেব। আর যদি অকৃতজ্ঞ হও, তবে আমার শাস্তি অবশ্যই কঠোর। —সূরা ইবরাহীম (১৪) : ০৭

আমাদের সন্তান-সন্ততিও এমন এক মহা নিআমত, যা শুধু সে-ই পায়, আল্লাহ যাকে দান করেন। এখানে কারও কোনোরূপ ক্ষমতা চলে না।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا وَّ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ،اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّ اِنَاثًا وَ يَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَقِيْمًا اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ.

আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহরই। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। যাকে ইচ্ছা কন্যাসন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্রসন্তান দান করেন। অথবা তাদের দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই। আর যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন। তিনি নিশ্চয়ই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। —সূরা শূরা (৪২) : ৪৯-৫০

অতএব সন্তান-সন্ততিকে মহান আল্লাহর বিশেষ নিআমত জ্ঞান করে শোকর আদায় করতে হবে। স্মরণ রাখতে হবে তাদের ব্যাপারে আমাদের কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে। এ সম্পর্কে কাল কিয়ামতে আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে।
এক দীর্ঘ হাদীসে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—
পুরুষ তার পরিবারের যিম্মাদার; পরিবার সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। নারী তার স্বামীর ঘর ও তার সন্তানদের যিম্মাদার; তাদের সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। —সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ২৯২৮

আমাদের কর্তব্য_

আমাদের কর্তব্য হল, সন্তানের দুনিয়াবি প্রয়োজনগুলো যথাসাধ্য পূরণ করা এবং সে যেন আখেরাতে জাহান্নাম থেকে বেঁচে জান্নাত লাভের মাধ্যমে সর্বোচ্চ সফলতা অর্জন করতে পারে— এজন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা। আল্লাহ তাআলা বলেন—

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّ قُوْدُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ...

হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই আগুন থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর...। —সূরা তাহরীম (৬৬) : ০৬

আমরা অনেকেই সন্তানের অস্থায়ী ভবিষ্যতের সফলতার জন্য তো নানান চেষ্টা ও তাদবীর করি; কিন্তু তার চিরস্থায়ী সফলতার ব্যাপারে উদাসীন থাকি।

জাহান্নাম থেকে রক্ষার উপায়_

কুরআনে কারীমে আল্লাহ তাআলা জাহান্নাম থেকে রক্ষা এবং জান্নাত লাভের মৌলিক দুটি উপায় উল্লেখ করেছেন—

وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اُولٰٓىِٕكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ.

আর যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে, তারা জান্নাতের অধিবাসী; তারা তাতে চিরকাল থাকবে। —সূরা বাকারা (২) : ৮২

এমন আরও অনেক আয়াত রয়েছে যেগুলোর বার্তা হল— 'জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ ও জান্নাত লাভের উপায় ঈমান ও নেক আমল।'
অতএব সন্তানকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করতে হলে, তাকে ঈমান ও নেক আমলের ধারক এবং কুফুর, শিরক ও মন্দ কাজ বর্জনকারী বানাতে হবে। এজন্য ছোট থেকেই তার পেছনে পরিকল্পিত মেহনত করতে হবে।

আমাদের করণীয়;

এক. সন্তানের জন্য দুআ করা_

সন্তানকে নেককার হিসেবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টার সাথে সাথে দুআও করতে হবে— আল্লাহ তাআলা যেন তাকে নেককার বানান। এমন দুআ কুরআনে কারীমে অনেক রয়েছে। যেমন—

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا.

হে আমাদের রব! আমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির পক্ষ থেকে আমাদের দান করুন চোখের শীতলতা এবং আমাদের পরহেযগারদের জন্য আদর্শ বানান। —সূরা ফুরকান (২৫) : ৭৪

মারইয়াম আ.-এর মায়ের দুআ—

وَ اِنِّيْٓ اُعِيْذُهَا بِكَ وَ ذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ.

আমি তাকে (মারয়ামকে) ও তার সন্তান-সন্ততিকে অভিশপ্ত শয়তান থেকে আপনার আশ্রয়ে দিচ্ছি। —সূরা আলে ইমরান (৩) : ৩৬

যাকারিয়া আ.-এর দুআ—

قَالَ رَبِّ اِنِّيْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّيْ وَ اشْتَعَلَ الرَّاْسُ شَيْبًا وَّ لَمْ اَكُنْۢ بِدُعَآىِٕكَ رَبِّ شَقِيًّا، وَ اِنِّيْ خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَّرَآءِيْ وَ كَانَتِ امْرَاَتِيْ عَاقِرًا فَهَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا، يَّرِثُنِيْ وَ يَرِثُ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ وَ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا.

হে আমার রব! আমার অস্থিসমূহ দুর্বল হয়ে গেছে এবং মাথায় বার্ধক্যের শুভ্রতা ফুটে উঠেছে। আর হে রব! আপনার নিকট প্রার্থনা করে আমি কখনো বিফল হইনি।
আমি আমার পরে আত্মীয়স্বজনের ব্যাপারে ভয় করি, আর আমার স্ত্রীও বন্ধ্যা, অতএব আপনি আমাকে আপনার নিকট থেকে দান করুন একজন কার্যনির্বাহক। যে (দ্বীন বিষয়ে) আমার স্থলাভিষিক্ত হবে এবং ইয়াকুবের সন্তান-সন্ততির। আর হে রব! তাকে করুন পছন্দসই। —সূরা মরইয়াম (১৯) : ৪-৬

ইবরাহীম আ.-এর দুআ—

رَبِّ هَبْ لِيْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ.

অর্থাৎ হে আমার রব! আমাকে একজন সৎপুত্র দান করুন। —সূরা সাফফাত (৩৭) : ১০০

رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ رَبَّنَا وَ تَقَبَّلْ دُعَآءِ.

অর্থাৎ হে আমার রব! আমাকে নামায কায়েমকারী বানান এবং আমার সন্তান-সন্ততির মধ্য থেকেও (একদলকে)। হে আমাদের রব! আর আমাদের দুআ কবুল করুন। —সূরা ইবরাহীম (১৪) : ৪০

আম্বিয়ায়ে কেরাম জানতেন, আল্লাহর কাছে কী চাইতে হয়। কীভাবে চাইতে হয়। আল্লাহ তাআলা তাঁদের দুআগুলো পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন আমাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য।

দুই. নিজেদের পরিবেশ ও চালচলন ঠিক করা_

শিশুরা পরিবারের সদস্যদের দেখে শেখে। এই শেখা শুরু হয় মুখ ফোটারও আগে। অনেক শিশু অন্যদের দেখাদেখি নামায পড়ে, হাত বাঁধে, রুকু-সিজদা করে। তাই শিশুর দ্বীনী তারবিয়াতের জন্য দ্বীনী পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।

তিন. শিক্ষার ব্যাপারে যত্নবান হওয়া_

নিকট অতীতের বিখ্যাত আলেম মাওলানা মুহাম্মাদ মনযূর নোমানী রাহ. বলেন—

'আম্বিয়ায়ে কেরামের দুনিয়ার এই ক্ষণস্থায়ী জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি হল : এটি মূলত আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবনের প্রস্তুতির জন্য। এই দৃষ্টিভঙ্গির স্বাভাবিক ও অপরিহার্য দাবি এই যে, দুনিয়ার সবচেয়ে বড় মাসআলা হল, আখেরাতে সফলতা অর্জন করা। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক ব্যক্তির উপর তার সন্তানের এই হক সাব্যস্ত করেছেন যে, একেবারে প্রথম থেকেই তার দ্বীনী তালীম ও তারবিয়াতের ফিকির করবে। এতে অবহেলা করলে গুনাহগার হবে।' —মাআরিফুল হাদীস ৩/২৭৪

অতএব সন্তানকে প্রথমে আল্লাহর নাম ও কালিমা শেখাতে হবে। তারপর ধীরে ধীরে বিভিন্ন যিকির, মাসূর দুআ এবং ইসলামী শিষ্টাচার শেখাতে হবে।

নবীজীর আমল দেখুন— ওমর ইবনে আবি সালামা রা. বলেন, আমি ছোট অবস্থায় নবীজীর কাছেই লালিত পালিত হয়েছি। একবার খাওয়ার সময় পাত্রের চতুর্পাশ থেকে খাচ্ছিলাম। তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন—

يَا غُلَامُ، سَمِّ اللهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ.

'হে বৎস! বিসমিল্লাহ বল, ডান হাতে খাও এবং তোমার পাশ থেকে খাও।' —সহীহ মুসলিম, হাদীস ২০২২

এভাবে শিশুকে ছোট থেকেই হাতে-কলমে সুন্নত, আদব ইত্যাদি শেখানো।

চার. সন্তান যেন আমার থেকে কোনো মন্দ কাজ না শেখে_

সতর্কতার অভাবে অনেক সময় শিশুরা আমাদের থেকেও বিভিন্ন মন্দ কাজ শেখে। যা অত্যন্ত দুঃখজনক। এ ব্যাপারে পূর্ণ সতর্কতা কাম্য। কয়েকটি বিষয় আলোচনা করা যায়।

ক. অনেক সময় জ্বালাতন থেকে বাঁচার জন্য আমরা শিশুর হাতে ডিভাইস-স্মার্টফোন দিয়ে দেই। অথচ আমরা কি একটু চিন্তা করেছি! সামান্য সময়ের জ্বালাতন থেকে বাঁচার জন্য আদরের সন্তানের হাতে এমন একটি অগ্নিখণ্ড তুলে দিলাম, যার কারণে তার ঈমান, আমল, আখলাক এককথায় দুনিয়া ও আখেরাত কোনো কিছুই রেহাই পাবে না। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন!

বিষয়টি ব্যাপক হওয়ায় হয়তো আমাদের কাছে তেমন কিছু মনে হয় না। মনে করি, কী আর এমন হবে! কিন্তু একটু ভাবলে দেখা যাবে, সন্তানের বহু আচরণ আমাদের এই কর্মের ফল। এর সুন্দর সমাধান হল, সন্তানকে সময় দেওয়া। তার আনন্দ-বিনোদনের উত্তম পথ খুঁজে বের করা।

খ. শিশুকে কখনো মিথ্যা আশ্বাস না দেই। একে তো তা কবীরা গুনাহ তারপর আবার এ থেকে বাচ্চাও শিখবে যে, প্রয়োজনে মিথ্যা কথা বলা যায়। অতএব এক্ষেত্রেও সতর্কতা কাম্য। এ বিষয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী বলেছেন শুনুন—

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমের রা. বলেন—

(ছোট বেলায়) একদিন (আমি খেলার জন্য ঘর থেকে বের হতে চাইলে) আম্মা ডাক দিয়ে বললেন, এদিকে আস, তোমাকে একটি জিনিস দেব। তখন নবীজী আমাদের ঘরে ছিলেন। তিনি বললেন, তুমি তাকে কী দিতে চেয়েছ?

মা বললেন, আমি তাকে খেজুর দিতে চেয়েছি।
তখন নবীজী বললেন, তুমি যদি তাকে কিছু না দাও তবে তোমার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেওয়ার গুনাহ হবে। —সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪৯৯১; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১৫৭০২

ঘ. রাগের সময় কোনো অসমীচীন শব্দ না বলি। কেউ কেউ এই সময় সন্তানকে গালিগালাজ করে। অশ্রাব্য ভাষা ব্যবহার করে; যা কোনো সভ্য মানুষ থেকেও কাম্য নয়। এতে অনেকগুলো ক্ষতি :

১. এটি কবীরা গুনাহ
২. এর কারণে পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের শ্রদ্ধাবোধ বাকি থাকে না।
৩. সন্তানও পিতা-মাতার উপর এগুলো প্রয়োগ করে।
এক নারীকে দেখেছি, সে তার ছেলেকে খুব গালিগালাজ করত। কিছুদিন পর দেখি, ছেলেও তার মাকে গালিগালাজ করছে এবং ঐ শব্দগুলোই বলছে, যেগুলো তার মা একসময় বলত।

এমন অনেক বিষয় রয়েছে, যা আমাদের আচরণ থেকে সন্তান শেখে। সুতরাং আমরা সন্তানের সাথে এমন আচরণ করব না, যা তার থেকে কামনা করি না।

পাঁচ. সন্তানের তারবিয়াতের ব্যাপারে পূর্ণ সচেতন থাকা_

সন্তানকে কোনো অন্যায় কাজ করতে দেখলে ছোট বলে এড়িয়ে না যাই; তার মতো করে তাকে শেখাই বা শাসন করি। মনে রাখতে হবে, আজকের শিক্ষাদান, একটু চোখ রাঙানো বা সামান্য ধমক দেওয়াতে যে কাজ হবে, হয়তো একসময় সর্বশক্তি ব্যয় করেও সেই কাজ হবে না। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আমল দেখি। হযরত আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন—

একবার নবীজীর নাতি হাসান ইবনে আলী রা. একটি সদকার খেজুর মুখে দিল। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখে সাথে সাথে বললেন— কাখ্ কাখ্, ফেল ফেল, তুমি জানো না, আমরা (নবীবংশ) সদকার বস্তু খাই না! —সহীহ বুখারী, হাদীস ১৪৯১

হাসান রা.-এর জন্ম তৃতীয় হিজরীর রমযানে। সেই হিসেবে তখন তার বয়স আর কতইবা হবে। কিন্তু নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছোট্ট শিশু বলে এড়িয়ে যাননি। একথা বলেননি— সে তো ছোট, সামান্য একটি খেজুরে কী-ই বা হবে; বরং বাধা দিয়েছেন, খেতে দেননি; উপরন্তু তারবিয়াতের জন্য একটু ধমকের স্বরে বলেছেন— তুমি জানো না, আমরা সদকা খাই না।
এই হল আমাদের নবীজীর শিক্ষা ও আদর্শ। কিন্তু আমরা অনেকসময় নিজেরাই অজুহাত পেশ করি—সে তো ছোট।

ছয়. সন্তানকে কমপক্ষে ফরযে আইন পরিমাণ দ্বীনী ইলম শেখানো_

সন্তান একটু বড় হলে তাকে ধীরে ধীরে ওযু, গোসল, নামায, কুরআন কারীমের তিলাওয়াত ও আকায়েদ থেকে শুরু করে দ্বীনের মৌলিক বিধানগুলো শেখাতে হবে।

সাত. সন্তানকে নেক আমলে অভ্যস্ত করা_

সন্তানকে নেক আমলে অভ্যস্ত করার জন্য আমাদের কয়েকটি কাজ করতে হবে :

ক. নিজেরা নেক আমলে পাবন্দ হতে হবে। কেননা শিশুরা বড়দের অনুকরণ করে।
খ. নামায, রোযা ও অন্যান্য আমলে সন্তানকেও নিজেদের সাথে শরীক করতে হবে। আসুন এ ব্যাপারে সাহাবা যুগের একটি আমল দেখি—

রুবাইয়ে রা. বলেন, একবার আশুরার দিন সকালে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোতে সংবাদ পাঠালেন, 'যারা রোযা রেখেছে তারা যেন পূর্ণ করে আর যারা রাখেনি তারা যেন অবশিষ্ট দিবস রোযাদারের মতো থাকে।'
এরপর থেকে আমরা নিজেরা (আশুরার) রোযা রাখতাম। আমাদের শিশুদেরকেও এতে অভ্যস্ত করতাম। ইফতার পর্যন্ত তাদেরকে নিয়ে মসজিদে থাকতাম। তাদের জন্য তুলার

খেলনা বানিয়ে রাখতাম। খাবারের জন্য কেউ কান্না করলে সেই খেলনা দিতাম। —সহীহ বুখারী, হাদীস ১৯৬০; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১১৩৬

সাহাবীগণ তাদের শিশুদেরকে রোযার মতো একটি সুকঠিন আমলে কীভাবে অভ্যস্ত করতেন!

গ. বাচ্চাকে নেক আমলের আদেশ দিতে হবে। এই ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আদেশ করে বলেন—

وَ اْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَ اصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْئَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَ الْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰي.

আর আপনি স্বীয় পরিবার-পরিজনকে নামাযের আদেশ করুন এবং নিজেও তাতে অবিচল থাকুন। আমি আপনার নিকট রিযিক চাই না, আমিই আপনাকে রিযিক দান করি। আর শুভ পরিণাম তাকওয়া (অবলম্বনকারীদের) জন্য। —সূরা ত্ব-হা (২০) : ১৩২

সন্তান যদি কথা না শোনে তাহলে প্রয়োজনে কিছু শাসনও করতে হবে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—
তোমাদের বাচ্চাদের সাত বছর পূর্ণ হলে (তাদেরকে) নামাযের তাকীদ কর। আর দশ বছর পূর্ণ হলে নামাযে অলসতার কারণে প্রহার কর এবং এ বয়সে উপনীত হলে বিছানা পৃথক করে দাও। —সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪৯৫

দশ বছর বয়সে নামায ফরয হয় না তবুও প্রহারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে সে বালেগ হওয়ার আগেই নামাযে অভ্যস্ত হয়ে যায়। এই হাদীসে অন্যান্য আমলের উল্লেখ না থাকলেও সেগুলোর বিধান নামাযেরই মতো।

আট. শিশুর অন্তরে ধর্মীয় মূল্যবোধ ও আখেরাতমুখী চিন্তা-চেতনার বীজ বপন করা_

এ উদ্দেশ্যে আমাদের কয়েকটি কাজ করতে হবে :

ক. বাচ্চাকে এই বিষয়ে তার মতো করে নসীহত করতে হবে। এই বিষয়ে অনুসরণীয় হল, লুকমান আ.-কতৃর্ক স্বীয় পুত্রকে নসীহত। যা কুরআন কারীমের সূরা লুকমানের ১৩, ১৬, ১৭, ১৮ ও ১৯ মোট পাঁচটি আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

তেমনি ইবরাহীম আ. ও ইয়াকুব আ.-কতৃর্ক নিজ সন্তানদেরকে উপদেশ। যা সূরা বাকারার ১৩২ ও ১৩৩ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

খ. নবীদের কাহিনী, আমাদের নবীজীর সীরাত ও সাহাবা-তাবেয়ীন এবং আকাবির-আসলাফের জীবনী ও ঘটনাবলি শোনানো।

গ. উলামায়ে কেরামের মজলিসে নিয়ে যাওয়া। কারণ ওলামায়ে কেরাম হলেন এই গুণের ধারক বাহক।
এপর্যায়ে দুজন কর্তব্যপরায়ণ অভিভাবকের গল্প শুনি, তাদেরই সন্তানদের মুখে।
এক. হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবী রাহ.-এর পিতা আবদুল হক রাহ.।

থানবী রাহ. বলতেন, 'আমার পিতা যে সুব্যবস্থাপনায় আমাদের (দুই ভাইয়ের) তারবিয়াত করেছেন তা তাঁর গভীর প্রজ্ঞা ও বুদ্ধির পরিচায়ক ছিল।

লালন-পালন ও শিক্ষা-দীক্ষা সম্পর্কে বলতেন, চার-পাঁচ বছর বয়সে মায়ের ইন্তেকালের পর পিতা অত্যন্ত স্নেহ-মমতার সাথে আমাদের দুই ভাইকে প্রতিপালন করেছেন। মাতৃ-বিয়োগের শোকও তিনি আমাদের ভুলিয়ে দিয়েছিলেন। তারাবীর নামায শেষে খতমের যে মিষ্টি মসজিদসমূহে বিতরণ করা হত তা আমাদের কখনো গ্রহণ করতে দিতেন না। বরং সেদিন দোকান থেকে মিষ্টি খরিদ করে এনে আরও বেশি করে খাওয়াতেন এবং বলতেন, 'মসজিদে মিষ্টি আনতে যাওয়া আমাদের জন্য লজ্জাকর।' এভাবে তিনি আমাদের লোভ-লালসা থেকে বাঁচাতেন এবং লজ্জা শেখাতেন।

একদা ছাত্রজীবনে দেওবন্দ মাদরাসার প্রাক্তন মুহতামিম হযরত মাওলানা রফী উদ্দীন সাহেব রাহ. সম্পর্কে কথা প্রসঙ্গে আমার মুখ দিয়ে বের হয়ে গেল, 'মাওলানা সাহেব রাহ. লেখাপড়া বেশি করেননি। কিন্তু মাদরাসা পরিচালনার কাজে খুবই দক্ষ ও কামিল বুযুর্গ ছিলেন।

একথা শুনে আব্বা রাগান্বিত হলেন এবং ধমক দিয়ে বললেন, 'বুযুর্গদের শানে এ রকম উক্তি করতে নেই।' তিনি রাগে আমাকে মারতে উঠলেন, তবে মারেননি।

মোটকথা, আমাদের আখলাকের প্রতি তিনি খুবই লক্ষ্য রাখতেন, কিন্তু সেইসঙ্গে যারপরনাই স্নেহ-মমতা ও আদর-ভালবাসা দিতেন।' —আশরাফ চরিত ৪৫, ৪৮-৪৯

দুই. বিখ্যাত দাঈ, মুফাক্কিরে ইসলাম, আরব-আজমের শায়েখ, বহু কালজয়ী গ্রন্থের রচয়িতা সায়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী রাহ.-এর আম্মা। আলী মিয়া রাহ. যেহেতু বাল্যকালেই পিতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়ে যান, তাই মায়ের হাতেই তাঁর লালন-পালন ও তালীম-তরবিয়ত। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন :

আমাকে এমনিতে অনেক স্নেহ করতেন। আব্বাজানের মৃত্যুর পর তাঁর স্নেহ আরও বেড়ে যায়। এতদসত্ত্বেও তিনি দুটি বিষয়ে খুবই কঠোর ছিলেন।

এক. নামাযের ব্যাপারে কোনোরূপ ছাড় দিতেন না।
দুই. আমার দ্বারা কোনো কাজের বুয়ার ছেলে বা গরীব ছেলের সাথে বাড়াবাড়ি, অন্যায় বা তাচ্ছিল্যপূর্ণ আরচণ হলে শুধু ক্ষমা চাওয়া নয়; বরং হাতজোড় পর্যন্ত করাতেন। এতে আমার যতই অপমান হত, তিনি কোনোভাবেই মানতেন না। এর দ্বারা জীবনে আমি অনেক উপকৃত হয়েছি। জুলুম ও অহঙ্কারকে ভয় পেতে শিখেছি। কারও মনে কষ্ট দেওয়া বা কাউকে অপদস্থ করা কবীরা গুনাহ মনে করতে শিখেছি। এরই কারণে সারা জীবন নিজের ভুল স্বীকার করা আমার কাছে সহজ মনে হয়েছে। —
যিকরে খায়ের, পৃ. ৪৭-৪৮

এটি শুধু তাদের দুজনের নয়, বরং যুগ যুগ ধরে সকল আদর্শ মা-বাবার সন্তান প্রতিপালনের পদ্ধতি। একদিকে যারপরনাই আদর-সোহাগ, অপরদিকে যথাযথ তালীম-তারবিয়াত।

এভাবেই তারা সন্তানদেরকে যুগের শ্রেষ্ঠ সম্পদে পরিণত করেছেন। মুসলিম উম্মাহকে উপহার দিয়েছেন হাকীমুল উম্মত ও আলী মিয়ার মতো নক্ষত্র, যেগুলো কিয়ামত পর্যন্ত ঝলমল করতে থাকবে এবং দিশা পেতে থাকবে অসংখ্য অগণিত পথিক। আর নিজেরা ইনশাআল্লাহ অধিকারী হবেন সেই জ্যোতির্ময় মুকুটের, যার সুসংবাদ দিয়েছেন মহানবী সা. তাঁর এই বাণীতে :

যে ব্যক্তি কুরআন কারীম পড়বে এবং তার নির্দেশ মতো আমল করবে কিয়ামতের দিন তার মা-বাবাকে এমন মুকুট পরানো হবে যার আলো সূর্যের আলোর চেয়েও বেশি হবে (যদি সূর্য তোমাদের ঘরে হত) তাহলে যে স্বয়ং আমল করবে তার ব্যাপারে তোমাদের কী ধারণা। —
সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১৪৫৩

আমরাও তাদের কাফেলায় শামিল হওয়ার চেষ্টা করি। নিজ নিজ সন্তানের পেছনে মেহনত করি। তাদের গড়ে তোলার চেষ্টা করি শ্রেষ্ঠ সম্পদরূপে। আল্লাহর রহমত তো আগে যেমন ছিল এখনো তেমনই আছে। চিরকাল তেমনই থাকবে। প্রয়োজন শুধু একটু বোধ ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টা।

কপি: মাসিক আল কাউসার (মাওলানা আবদুল্লাহ আলহাসান)

সন্তানদের নিয়ে কেমন ছিলেন নবী ?

- তিনি শিশুদের গভীরভাবে ভালবাসতেন
- তিনি শিশুদের কোলে তুলে নিতেন এবং তাদের প্রতি প্রচুর ভালবাসা দেখাতেন
- তিনি তাদের প্রতি স্নেহের কারণে তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন
- তিনি ছোট বাচ্চাদের হাসাতেন
- তিনি পাশ দিয়ে যাওয়া শিশুদের সালাম দিতেন
- সফর থেকে ফেরার সময় তিনি বাচ্চাদের তার পিছনে বসতেন
- তিনি কোনও শিশুর কান্না শুনলে তাঁর নামায সংক্ষিপ্ত করতেন (খাসাইল নববী)

শিশুরা মানবসমাজের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আজকের শিশুই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। সম্ভাবনার উৎস। জ্ঞানে গুণে সমৃদ্ধ হয়ে তারাও পৃথিবীকে আলোকিত ও সমৃদ্ধ করবে। ঘুণেধরা সমাজের সব অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে। সুন্দর সুশৃঙ্খল আর আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে তারাও ভূমিকা পালন করবে। শৈশবের নিবিড় পরিচর্যা ও সুন্দর প্রতিপালনই একটা শিশুকে ভবিষ্যতের জন্য যোগ্য করে তোলে। এজন্য আমাদের প্রিয় নবীজি বলেছেন, শিশুদের প্রতি যত্নশীল হতে। শিশুদের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ও আচরণ ছিল অনুকরণীয়। আমরা শিশুদের সঙ্গে কেমন আচরণ করব? তাদের সঙ্গে পরিবারের বা কাছের মানুষের আচরণ কেমন হওয়া উচিত? শিশুর মেধা বিকাশে, চরিত্র গঠনে পরিবারের কী প্রভাব- এসব বিষয় সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর কাজে, কথায় ও আচরণে। শিশুদের সঙ্গে নবীজির যাপিত জীবনের খণ্ড খণ্ড কিছু উপদেশ তুলে ধরা হলো।

শিশুদের প্রতি স্নেহশীল হওয়া

প্রিয়নবী (সা.) শিশুদের খুব আদর-স্নেহ করতেন। অন্যদের তাদের প্রতি কোমল আচরণের নির্দেশ দিতেন। তাদের সঙ্গে দয়া ও সহানুভূতির আচরণের উপদেশ দিতেন। পুষ্পতুল্য শিশুদের সর্বদাই তিনি আদর আর স্নেহের চাদরে জড়িয়ে রাখতেন। যারা শিশুদের প্রতি স্নেহশীল না, তাদের তিনি ভর্ৎসনা করেছেন। ইরশাদ হয়েছে, 'যে ব্যক্তি শিশুদের স্নেহ করে না এবং বড়দের সম্মান করে না, সে আমাদের দলভুক্ত না।' (মুসনাদে আহমদ : ২২৬৫৪)।

এ হাদিস থেকে জানা যায়, শিশুর প্রতি স্নেহশীল হওয়া, স্নেহ মমতায় আগলে রাখা শিশুর প্রতি পরিবারের বড়দের নৈতিক দায়িত্ব। নবী (সা.)-এর ভালোবাসা যে হৃদয়ে আছে, সে হৃদয় শিশুর প্রতি স্নেহমমতায় সিক্ত হবে এটি ইসলামের এক অনন্য সৌন্দর্য।

কোমল ভাষায় শুধরে দেওয়া

শিশু বয়সে যেমন শিশু, তেমনি বুঝ-বুদ্ধি সবকিছুতেই শিশু। তাই তাদের থেকে ভুল প্রকাশ পাওয়া খুব স্বাভাবিক। শিশুরা ভুল করলে নবীজি তাদের কোমল ভাষায় বুঝিয়ে দিতেন। রাসুল (সা.) বলেন, আল্লাহতায়ালা হঠকারী ও কঠোরতাকারীরূপে আমাকে প্রেরণ করেননি, বরং সহজ-কোমল আচরণকারী শিক্ষকরূপে প্রেরণ করেছেন।(মুসলিম : ১৪৭৮)।

শিশুদের থেকে ভুল কিছু প্রকাশ পেলে নবী (সা.) কখনো বলতেন না, এটা কেন করেছ? ওটা কেন করনি! নবীজির স্মৃতিধন্য সাহাবী আনাস (রা.) দীর্ঘ ১০ বছর তাঁর সেবায় কাটিয়েছেন। নিজের শৈশবের বর্ণনা দিয়ে তিনি বলেছেন, রাসুল (সা.) আমার কোনো কাজে আপত্তি করে কখনো বলেননি যে, এমনটি কেন করেছ বা এমনটি কেন করনি।' (মুসলিম : ২৩০৯)।

শিশুরা ওবুঝ। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে কিছুই বুঝে না। তারা শিশু বয়সে পরিবার ও পরিবেশ থেকে জীবনের পাঠ গ্রহণ করে। পরিবার থেকেই গড়ে ওঠে শিশুদের জীবনবোধ স্বভাব-চরিত্র। বাবা-মা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের আচরণ শিশুর জীবনে প্রভাব ফেলে। তাই শিশুদের ভুল ধরা, এ ভুলকে কেন্দ্র করে তাদের প্রতি বয়সের বিবেচনা না করে অতিরিক্ত কঠোর হওয়া অনুচিত। এতে শিশুর মনোবল ভেঙে যায় প্রাণচঞ্চলতা হারায়। থমকে যায় মেধা বিকাশের সম্ভাবনা। এক্ষেত্রে অতিরিক্ত কঠোর না হয়ে কোমল ভাষায় বুঝিয়ে বলা , বলার ভঙ্গিতে শাসনের চেয়ে মমতার অংশই থাকা চাই বেশি। কোমল ভাষায় না বুঝিয়ে ধমকে ধমকে শাসন করে ভুল শুধরে দেওয়ার চেষ্টা করলে শিশুরা ভুল সংশোধনের চেয়ে

ভয়টাই পায় বেশি । যা আশানুরূপ ফল বয়ে আনে না। তাই রাসুলের (সা.) আদর্শ অনুসরণে কোমল হৃদয় ও আন্তরিক বচনে শিশুকে গড়ে তুলতে হবে। আদর ও শাসনের মধ্যে সমন্বয় করতে হবে।

মমতার পরশ বুলিয়ে দেওয়া

ছোটো শিশুদের প্রতি নবীজির ভালোবাসা কখনো প্রকাশ পেত আচরণে-উচ্চারণে, কখনো বা মাথায় স্নেহের পরশ বুলিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে। জাফর (রা.) মুতার যুদ্ধে শহিদ হলে তার শোকাহত পরিবারের খোঁজ-খবর ও শান্তনাদানের জন্য নবী কারীম (সা.) জাফর (রা.)-এর বাড়িতে যান। তার পরিবারের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেন এবং তার সন্তানদের আদর করেন, স্নেহের পরশ বুলিয়ে দেন। জাফর (রা.)-এর ছেলে আব্দুল্লাহ (রা.) বড় হয়ে সে মধুর স্মৃতি বর্ণনা করেছেন এভাবে- রাসুল (সা.) এসে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করলেন এবং আমাদের জন্য দোয়া করলেন- হে আল্লাহ্! আপনি নিজেই জাফরের সন্তানদের অভিভাবক হয়ে যান। (মুস্তাদরাকে হাকেম : ১৩৭৯)।

শিশুদের অনুরাগের মূল্যায়ন করা

নবী কারীম (সা.) শিশুদের চাহিদা ও অনুরাগ অনুভূতির মূল্যায়ন করতেন। তারা নবীজিকে সম্বর্ধনা জানানোর জন্য এগিয়ে এলে তিনি তাদের সহাস্যে বরণ করে নিতেন। আদর-সোহাগ করে কখনো তাদের বাহনে উঠাতেন আবার কখনো বা কাঁধে। এক সফরে নবী কারীম (সা.) মক্কায় আগমন করলে আব্দুল মুত্তালিব গোত্রের শিশুরা এগিয়ে এলো নবীজিকে স্বাগত জানানোর জন্যে। তখন তিনি আব্বাসের দুই ছেলে- কুসাম ও ফযলকে তাঁর সঙ্গে বাহনে উঠিয়ে নিলেন। একজনকে বসালেন তঁরা সামনে, অন্যজনকে পেছনে। (বোখারি : ১৭৯৮)।

শিশুদের আবেগ ও অনুভূতিকে মূল্যায়ন করা হলে শিশুরা ধীরে ধীরে চিন্তা-চেতনায় সমৃদ্ধ হতে থাকে, অজানাকে জানার আগ্রহ বাড়তে থাকে। তখন নানা প্রশ্ন জাগে শিশুমনে আর এর সমাধান পেতেচায় বড়দের কাছে।

খেলাধুলার সুযোগ দেওয়া

শিশুদের মন চঞ্চল। তারা খেলাধুলা করতে, চারপাশকে মাতিয়ে রাখতে ভালোবাসে। আয়েশা (রা.)-এর যখন বিবাহ হয় তিনি ছোট ছিলেন। ফলে তিনি বান্ধবীদের সঙ্গে খেলতেন। তিনি বলেন- আমি নবী কারীম (সা.) ঘরে পুতুল দিয়ে খেলা করতাম। আমার (মতো ছোট ছোট) কয়েকজন বান্ধবী আমার সঙ্গে খেলত। নবীজি ঘরে এলে তারা লজ্জায় লুকিয়ে যেত। তখন তিনি একজন একজন করে তাদের আমার কাছে পাঠাতেন। তারা আবার আমার সঙ্গে খেলতে শুরু করত।
(বোখারি : ৬১৩০)।

বিরক্ত না হওয়া

কখনো কোনো শিশুর থেকে অপ্রীতিকর কিছু প্রকাশ হলে নবী (সা.) তা বরদাশত করতেন। সয়ে যেতেন। তিরস্কার কিংবা বিরক্তভাব কখনো তার চেহারায় ফুটে উঠত না। একদিন এক শিশুকে তাহনীক করার জন্য তাঁর কাছে আনা হলো। তিনি শিশুটিকে কোলে বসালেন। শিশুটি তাঁর কোলে প্রস্রাব করে দিল। তখন নবীজি পানি আনিয়ে কাপড়ে পানি ঢেলে দিলেন। (কিন্তু কোনো বিরক্তিভাব প্রকাশ করলেন না।) (বোখারি : ২২২)।

আতঙ্কিত না করা

শিশুদের মন খুবই নরম, অল্পতেই তারা ভয় পেয়ে যায়। তাদের আতঙ্কিত করা ইসলামের শিক্ষা নয়। আবু লায়লা (রা.) বলেন, আমি রাসুল (সা.)-এর কাছে বসা ছিলাম। হাসান বা হুসাইন নবীজির বুকে বসা। হঠাৎ দেখি সে ফিনকি দিয়ে প্রস্রাব করছে। (তাকে সরানোর জন্য) আমরা উঠলাম। তিনি বললেন, আমার ছেলেকে (নাতিকে) প্রস্রাব শেষ করতে দাও। তাকে আতঙ্কিত কর না; পেশাব শেষ করতে দাও। (মুসনাদে আহমাদ : ১৯০৫৯)।

সালাম বিনিময় করা

সালাম ইসলামের চিরন্তন অভিবাদন। ছোটরা বড়দের সালাম দেবে এবং বড়রাও দীক্ষার জন্য ছোটদের সালাম দেবে, এটাই ইসলামের শিক্ষা। আনাস (রা.) শৈশবের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন, একদা রাসুল (সা.) আমাদের কাছে আসেন। আমরা কয়েকজন শিশু একসঙ্গে ছিলাম। তখন তিনি আমাদের সালাম দেন।
(ইবনে মাজাহ : ৩৭০০)।

শিশুদের উপদেশ দেওয়া

একদিন নবী কারীম (সা.) ইবনে আব্বাস (রা.)-কে ডেকে সওয়ারীতে নিজের পেছনে বসালেন। এরপর তার পিঠে হাত রাখলেন এবং বললেন, প্রিয় বৎস!
আমি কি তোমাকে এমন কিছু কথা শিখিয়ে দেব, যেগুলো দ্বারা আল্লাহ তোমাকে উপকৃত করবেন; সুখের সময় আল্লাহকে চেন, (তাঁর কথা স্মরণে রেখো) দুঃখের সময় তিনি তোমাকে চিনবেন। (মুসনাদে আহমাদ : ২৮০৩)।

লেখক : শিক্ষার্থী, শায়েখ জাকারিয়া ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার ঢাকা

ভদ্রতা

হজরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি শৈশবে দশ বছর মদীনায় নবীর খেদমত করেছি। আমার সবকিছু তিনি যেভাবে চেয়েছিলেন সেভাবে হয়নি কিন্তু তিনি কখনও কোনও বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেননি বা তিনি কখনও জিজ্ঞাসা করেননি, 'কেন আপনি এটি করলেন?' বা 'কেন আপনি এটি করলেন না?' (আবু দাউদ, ৪৭৭৪)

লুকমান (আ) এর উপদেশ

وَاِذۡ قَالَ لُقۡمٰنُ لِابۡنِہٖ وَہُوَ یَعِظُہٗ یٰبُنَیَّ لَا تُشۡرِکۡ بِاللّٰہِ ؕؔ اِنَّ الشِّرۡکَ لَظُلۡمٌ عَظِیۡمٌ

অর্থঃ
এবং (সেই সময়কে) স্মরণ কর, যখন লুকমান তার পুত্রকে উপদেশচ্ছলে বলেছিল, হে বাছা! আল্লাহর সাথে শিরক করো না। নিশ্চয়ই শিরক চরম জুলুম।

یٰبُنَیَّ اِنَّہَاۤ اِنۡ تَکُ مِثۡقَالَ حَبَّۃٍ مِّنۡ خَرۡدَلٍ فَتَکُنۡ فِیۡ صَخۡرَۃٍ اَوۡ فِی السَّمٰوٰتِ اَوۡ فِی الۡاَرۡضِ یَاۡتِ بِہَا اللّٰہُ ؕ اِنَّ اللّٰہَ لَطِیۡفٌ خَبِیۡرٌ

অর্থঃ
(লুকমান আরও বলেন) হে বাছা! কোন কিছু যদি সরিষার দানা বরাবরও হয় এবং তা থাকে কোন পাথরের ভেতর কিংবা আকাশমণ্ডলীতে বা ভূমিতে, তবুও আল্লাহ তা উপস্থিত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি সূক্ষ্মদর্শী, সবকিছুর খবর রাখেন।

يٰبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَآ اَصَابَكَ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ۚ

অর্থঃ
বাছা! নামায কায়েম কর, মানুষকে সৎকাজের আদেশ কর, মন্দ কাজে বাধা দাও এবং তোমার যে কষ্ট দেখা দেয়, তাতে সবর কর। নিশ্চয়ই এটা অত্যন্ত হিম্মতের কাজ।

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ۚ

অর্থঃ
এবং মানুষের সামনে (অহংকারে) নিজ গাল ফুলিও না এবং ভূমিতে দর্পভরে চলো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন দর্পিত অহংকারীকে পছন্দ করেন না।

وَاقْصِدْ فِىْ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ؕ اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ ٪

অর্থঃ
নিজ পদচারণায় মধ্যপন্থা অবলম্বন কর, এবং নিজ কণ্ঠস্বর সংযত রাখ। নিশ্চয়ই সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট স্বর গাধাদেরই স্বর।

সন্তানকে নিয়ে হযরত ইবরাহীম আ.-এর স্বপ্ন

সন্তান অমূল্য সম্পদ। সন্তানকে নিয়ে পিতা-মাতা নানা স্বপ্ন দেখেন। কিন্তু আফসোস, সন্তানকে ঘিরে অনেক মা-বাবার স্বপ্ন হয় স্থূল। অনেকেই জানেন না, সন্তানের জন্য কী স্বপ্ন দেখা উচিত। এজন্য শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের সীরাত ও জীবনচরিত অধ্যয়ন করা কর্তব্য। আজ আমরা আলোকপাত করব হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম সন্তানকে নিয়ে কী স্বপ্ন দেখতেন এবং স্বপ্নের পথে তাকে কীভাবে অগ্রসর করতেন।
হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ছিলেন উচ্চমর্যাদাবান একজন নবী। বহুদিন হয়ে গেছে তাঁর কোনো সন্তান হচ্ছে না। ধীরে ধীরে এই দম্পতির সন্তান জন্মের স্বাভাবিক বয়স পার হয়ে যায়। ইবরাহীম আ.-এর বয়স নব্বই ছুঁইছুঁই আর তাঁর স্ত্রী হাজেরা রা.-এর বয়স আশি ছুঁইছুঁই।

এই জীবনসন্ধ্যায় দাঁড়িয়েও হযরত ইবরাহীম আ. সন্তানশূন্যতার হাহাকার উপেক্ষা করতে পারেননি। দয়াময় আল্লাহর দয়ার দুয়ারে কাতর হয়ে সন্তান প্রার্থনা করেন-

رَبِّ هَبْ لِيْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ.

হে আমার রব! আমাকে নেক সন্তান দান করুন। -সূরা সাফফাত (৫৫) : ১০০

এ দুআটি অনেক শিক্ষণীয়। এ দুআ শিক্ষা দেয়, সন্তানদাতা একমাত্র আল্লাহ তাআলা। সুতরাং শুধু তাঁর কাছেই সন্তান প্রার্থনা করা চাই, অন্য কারো কাছে নয়। অন্য কারো পক্ষে সন্তান দান করা অসম্ভব। তিনি নবী হোক, ওলী হোক কিংবা পীর-বুযুর্গ। তাঁরা নিজেরাই তো আল্লাহর সৃষ্টি ও মুখাপেক্ষী।

এ দুআ আরো শিক্ষা দেয়, আল্লাহর কাছে সর্বদা নেক ও সৎ সন্তান প্রার্থনা করা চাই। তিনি যখনই সন্তান দান করেন, যেন নেক সন্তান দান করেন, যে নিজে উভয় জগতে আলোকিত মানুষ হবে এবং অন্যের মাঝে আলো ছড়াবে, কল্যাণ বয়ে আনবে।

যত দিন যাচ্ছিল ইবরাহীম আ.-এর অন্তরে নেক সন্তানের আকাক্সক্ষা ততই তীব্র হচ্ছিল এবং আল্লাহর দয়ার দুয়ারে ততই দুআ-কাতর হচ্ছিলেন। অবশেষে আল্লাহ তাঁর আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেন এবং তাঁকে একজন সহনশীল পুত্র সন্তান দান করেন। এই সন্তানের নাম রাখেন ইসমাঈল। এর অনেক বছর পরে আরেক পুত্র সন্তানের বাবা হন তিনি। তাঁর নাম রাখেন ইসহাক।

একজন অশীতিপর বৃদ্ধ সন্তানের মুখ দেখলে কত খুশি ও আনন্দিত হবে- সহজেই অনুমেয়। হযরত ইবরাহীম আ. শুধু আনন্দিতই হননি; সন্তানদাতা দয়াময় আল্লাহর শোকরে তাঁর হৃদয়জগৎ ভরে যায়। তিনি শোকর আদায় করে বলেন-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ وَهَبَ لِيْ عَلَي الْكِبَرِ اِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ اِنَّ رَبِّيْ لَسَمِيْعُ الدُّعَآءِ.

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাকে বৃদ্ধ বয়সে ইসমাঈল ও ইসহাক দান করেছেন। নিশ্চয় আমার রব দুআ শ্রবণকারী। -সূরা ইবরাহীম (১৪) : ৩৯

এ দুআর বার্তা হল, সন্তানের নিআমত পেলে অহংকার ও উদাসীনতা সমীচীন নয়; বরং সন্তানদাতার শোকর আদায় করা চাই।

এ দুআর আরো বার্তা হল, আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও ভরসা রাখা চাই, তিনি দুআ কবুল করতে পরিপূর্ণ সক্ষম এবং আমার দুআ কবুল করবেন। আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া উচিত নয়।

হযরত ইবরাহীম আ. শামে বসবাস করতেন। ইসমাঈল আ.-এর জন্মের পর তিনি স্ত্রী ও সন্তানকে মক্কায় রেখে যান। মক্কায় তখন না জনবসতি ছিল, না জীবন যাপনের উপায়-উপকরণ ছিল। তারপরও তিনি সন্তানকে কেন এখানে রেখে গেলেন- শুনুন কুরআনের ভাষায়-

رَبَّنَآ اِنِّيْٓ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ اَفْـِٕدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِيْٓ اِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ.

হে আমাদের রব! আমি আমার কতক সন্তানকে আপনার সম্মানিত ঘরের কাছে শস্যহীন উপত্যকায় (এনে) বসবাস করিয়েছি। হে আমাদের রব! যাতে তারা নামায কায়েম করে। সুতরাং আপনি মানুষের অন্তর তাদের প্রতি অনুরাগী করে দিন এবং তাদেরকে ফলমূল থেকে রিযিক দান করুন, হয়তো তারা শোকর করবে।

-সূরা ইবরাহীম (১৪) : ৩৭

জনবসতি ও জীবন-উপকরণহীন মরুদ্যান মক্কায় কলিজার টুকরোকে রেখে যাওয়ার কারণ হল, এখানে পবিত্র বাইতুল্লাহ অবস্থিত। এর বরকতে সন্তান-সন্ততি নামাযী হবে। দ্বীনী পরিবেশে থাকবে। এ দুআর শিক্ষা হল, সন্তান-সন্ততির জন্য যতটা সম্ভব সুন্দর পরিবেশের ব্যবস্থা করা চাই, যেখানে তারা নামায কায়েম করতে পারবে, দ্বীনের উপর সুন্দরভাবে চলতে পারবে।

আরেকটি শিক্ষা হল, সন্তান-সন্ততির প্রয়োজনীয় রিযিকের জন্যও দুআ করা চাই, যাতে তারা সম্মানজনক জীবন যাপন করতে পারে।

হযরত ইবরাহীম আ. সন্তানের জন্য আল্লাহর কাছে আরো অনেক দুআ করেছেন।

সে সবের একটি হল-

رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا وَّاجْنُبْنِيْ وَبَنِيَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ رَبِّ اِنَّهُنَّ اَضْلَلْنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ.

হে আমার রব! এই শহরকে নিরাপদ করুন এবং আমাকে ও আমার সন্তান-সন্ততিকে মূর্তিপূজা থেকে দূরে রাখুন। হে আমার রব! ওরা বহু লোককে পথভ্রষ্ট করেছে। -সূরা ইবরাহীম (১৪) : ৩৫-৩৬

এ দুআর শিক্ষা হল, সন্তানাদির জন্য নিরাপদ স্থানের দুআ করা চাই, যেখানে তারা নিরাপদে শান্তিতে বসবাস করতে পারবে।

এ দুআ আরো শিক্ষা দেয়, এ ব্যাপারে পূর্ণ সতর্ক থাকতে হবে, যেন সন্তান-সন্ততি কিছুতেই কুফর ও শিরকে লিপ্ত না হয়; বরং তাওহীদের দৃঢ় ও পরিপূর্ণ বিশ্বাসী হয়।

তিনি আরো দুআ করেন-

رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ.

হে আমার রব! আমাকে নামায কায়েমকারী বানান এবং আমার সন্তান-সন্ততির মধ্য থেকেও। হে আমাদের রব! আর আমার দুআ কবুল করুন। -সূরা ইবরাহীম (১৪) : ৪০

এ দুআর শিক্ষা হল, নিজেও নামাযী হতে হবে, সন্তান-সন্ততি ও বংশধরের নামাযের ব্যাপারে সচেষ্ট হতে হবে। এজন্য আল্লাহর কাছে দুআ করতে হবে।

হযরত ইবরাহীম আ.-এর একমাত্র পুত্র ইসমাঈল আ. বেড়ে ওঠা শুরু করেন। যখন পিতার সঙ্গে ছোটাছুটি করার বয়সে উপনীত হয় তখন পিতা স্বপ্নে দেখেন, তিনি কলিজার টুকরোকে যবেহ করছেন। যদিও এটা স্বপ্ন ছিল; কিন্তু নবীগণের স্বপ্ন ওহী হয়ে থাকে; তাই ইবরাহীম আলাইহিস সালাম একে আল্লাহ তাআলার আদেশ সাব্যস্ত করেন।

স্বপ্নের কথা তিনি একমাত্র পুত্রকে জানিয়ে বলেন-

يٰبُنَيَّ اِنِّيْٓ اَرٰي فِي الْمَنَامِ اَنِّيْٓ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَا ذَا تَرٰي قَالَ يٰٓاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِيْٓ اِنْ شَآءَ اللهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ فَلَمَّآ اَسْلَمَا وَتَلَّهٗ لِلْجَبِيْنِ.

হে আমরা বৎস! আমি স্বপ্নে দেখি, তোমাকে যবেহ করছি। তাই তুমি চিন্তা করে দেখ, তোমার অভিমত কী? সে বলল, হে আমার পিতা! আপনাকে যে আদেশ করা হয়েছে তা করে ফেলুন। আপনি আমাকে আল্লাহ চাহেন তো অবশ্যই ধৈর্যশীল পাবেন। অতঃপর যখন তারা উভয়ে আদেশ মান্য করল এবং পিতা পুত্রকে উপুড় করে শুইয়ে দিল। -সূরা সাফফাত (৫৫) : ১০২-১০৩

ইবরাহীম আ. মনে মনে এমন সন্তানের কথাই ভাবতেন এবং আল্লাহর কাছেও এমন সন্তানই প্রার্থনা করতেন, যে আল্লাহর পূর্ণ অনুগত হবে, আল্লাহর জন্য জীবন দিতেও বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবে না। আল্লাহ তাআলা ঘুমের মধ্যে তাঁর পুত্রকে যবেহ করতে দেখিয়ে তাঁকে পরীক্ষা করেন, তিনি আসলে এমন সন্তান চান কিনা। ইবরাহীম আ. প্রমাণিত করেছেন, তিনি হৃদয়ের গভীর থেকেই এমন সন্তান চান এবং এর জন্য যা দরকার তা করতে তিনি প্রস্তুত। এমন সন্তান তৈরি করতে প্রয়োজন প্রজ্ঞা, কোমলতা, সচেতনতা, সহনশীলতা ও দুআ-কাতরতা। এখানে আমরা দেখেছি, ইবরাহীম আ. বৃদ্ধ বয়সে লব্ধ সম্পদকে আল্লাহর পথে কুরবান করার জন্য কীভাবে প্রস্তুত করেছেন।

আল্লাহ হযরত ইবরাহীম আ.-কে কা'বাঘর নির্মাণের নির্দেশ দেন। তখন তিনি পুত্র ইসমাঈলকে বলেন, আল্লাহ আমাকে একটি কাজের আদেশ করেছেন।

ইসমাঈল বলেন, আপনার রব আপনাকে যে আদেশ করেছেন তা পালন করুন।

তিনি বললেন, তুমি কি আমাকে সহযোগিতা করবে?

ইসমাঈল বললেন, জী, আপনাকে সহযোগিতা করব।

এরপর পিতা-পুত্র মিলে বাইতুল্লাহ নির্মাণ করেন। ইসমাঈল আ. পাথর যোগান দেন আর ইবরাহীম আ. নির্মাণ কাজ করেন। দেয়াল যখন উঁচু হয়ে গেল তখন ইসমাঈল আ. একটি পাথর আনলেন। ইবরাহীম আ. তার উপর দাঁড়িয়ে নির্মাণ কাজ করেন আর ইসমাঈল আ. পাথর যোগান দেন। এ সময় তাঁরা বলছিলেন-

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَآ اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

হে আমাদের রব! আমাদের পক্ষ থেকে কবুল করুন। নিশ্চয় আপনিই সর্বশ্রোতা, পরিজ্ঞাতা। হে আমাদের রব! আর আমাদের আপনার পূর্ণ অনুগত বানান এবং আমাদের সন্তান-সন্ততির মধ্যেও আপনার অনুগত একটি জামাত বানান এবং আমাদের হজ্বের নিয়মাবলি শিক্ষা দিন এবং আমাদের তওবা কবুল করুন। নিশ্চয় আপনিই তওবা কবুলকারী, অতি মেহেরবান। -সূরা বাকারা (২) : ১২৭-২৮

এ দুআর একটি শিক্ষা হল, সন্তানকে কল্যাণের কাজে অংশ গ্রহণ করতে উৎসাহিত করা চাই, এতে অভ্যাস গড়ে উঠবে।

এ দুআর আরেকটি শিক্ষা হল, কেবল সন্তান নয়; বংশধরের জন্যও দুআ করা উচিত, আল্লাহ যেন কিয়ামত পর্যন্ত তাদের মধ্যে সৎ ও যোগ্য লোক তৈরি করেন, যারা আল্লাহর পূর্ণ অনুগত হবে এবং তাওহীদ ও একত্ববাদে দৃঢ় বিশ্বাসী হবে।

সারকথা হল, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম নেক সন্তানের স্বপ্ন দেখতেন। আল্লাহর পূর্ণ অনুগত সন্তানের স্বপ্ন দেখতেন। তাওহীদের প্রতি দৃঢ় ও পরিপূর্ণ বিশ্বাসী সন্তানের স্বপ্ন দেখতেন। নামাযী সন্তানের স্বপ্ন দেখতেন। পিতা-মাতার অনুগত সন্তানের স্বপ্ন দেখতেন। স্বপ্ন-দেখা সন্তানের জন্য আল্লাহর কাছে কাতর হয়ে দুআ করতেন এবং স্বপ্নপথের যাত্রায় সন্তানকে সহযোগিতা করতেন।

ফুট নোট (মাসিক আল কাউসার)

কিছু বেসিক করণীয়:

• পিতামাতার একজন নীরব রেকর্ডার হওয়া উচিত । যেন সন্তান কখনও ভুল কিছু করলেও বাবা মা হিসেবে রাগারাগি না করে ঠান্ডা মাথায় তার সমাধান করতে পারে।

• একটি শিশু একজন মানুষ। তার দোষ গুণ থাকবে এইটাই স্বাভাবিক তাকে তার গুণ গুলো এপ্রিশিয়েট করে দোষ গুলো কে বুঝানোর মাধ্যমে ছাড়াতে হবে।

• তাদের সময় দিন, একটি দৈনিক সময়সূচী তৈরি করে তাদের সাথে সময় কাটানো । বাচ্চাদের সাথে বাবা মা যত বেশি সময় কাটবে তত তাদের সব কিছুতে জানা বুঝা সহজ হবে ।

• পিতামাতার কাছ থেকে পরামর্শ খুব মূল্যবান। সব বিষয়ে অন্যকে বলার আগে বাবা মা কে বলার আন্তরিকতা তৈরি করতে হবে।

• টেলিভিশন / ইন্টারনেট সন্তান লালন-পালন করে না, বাবা-মা সন্তান লালন-পালন করে তাই এগুলো বাসা থেকে সরাতে হবে । এগুলো না কিনা ই ভালো ।

• 'বাবা-মা দুজনেই ডাবল শিফটে কাজ করেন' একজন মুসলমান হিসেবে মায়েদের ঘরে এবং বাবাদের বাহিরে কাজ করতে হয়। সন্তান বাবার থেকে মার সাথে বেশি সময় থাকে । বাবা মা দুজনই চাকুরীজীবী হলে সেই সন্তান টা তখন একা একা বড় হয় হেলপিং হ্যান্ড এর কাছে যেটা সচরাচর অনেক ফ্যামিলি তেই হয় । অন্য মানুষ বাচ্চাটাকে অভাবে ভালো গাইড দিতে পারেনা যেমন টা বাবা মা দেয় টাই সন্তানের ভালোর জন্য মায়েদের ঘরে থাকা ই ভালো একান্তই জব এর প্রয়োজন হলে ডাবল শিফটে জব করা উচিত তাহলে যখন বাবা থাকেনা মা টাইম দিতে পারে সন্তান কে আবার মা না থাকলে বাবা ।

আমরা আমাদের সন্তানদের কাছ থেকে যা চাই

সন্তান এমন সব কিছু হওয়ার কথা যা আমরা হতে পারিনি এর জন্য প্রশিক্ষণ এবং তারবিয়া লাগে, যা ভালবাসার সাথে আসে

তাদের এমন কিছু শেখাবেন না যা আপনি তাদের সন্তানদের সাথে করতে দেখতে চান না । তাই সবসময় তাদের ঐটাই শিখানো উচিত যেটা তাদের এবং তাদের সন্তান এর জন্য ভালো এবং দুনিয়া ও আখিরাত এ কল্যাণ নিয়ে আসে ।

সন্তানের অধিকার

উমর রা: কে একজন পিতা ও পুত্র দ্বারা পরিদর্শন করা হয়েছিল।ছেলের বিরুদ্ধে অবাধ্য হওয়ার অভিযোগ আনা হয়। পুত্র বলেছে যে তার বাবা তার অধিকার পূরণ করেনি ।"একজন ভাল, ধার্মিক মহিলাকে বিয়ে করা" একটি ভাল নাম দ্বারা সন্তানের নাম রাখা দ্বীন ও কুরআনের জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া" এগুলো সন্তানের অধিকার এবং এগুলো প্রত্যেক বাবা মা দায়িত্ব । যখন কোনো অভিভাবক এই দায়িত্ব গুলো অবহেলা করে তখন ই সন্তান অবাধ্য হয়ে কথা শুনেনা ।

আখিরাতে সন্তানদের লাঞ্ছনার মাধ্যম হতে দেবেন না

ফোন, গাড়ি, অর্থ ইত্যাদির প্রতি ভালবাসা খুব তাড়াতাড়ি শেখানো হয়। আখলাকের জন্য ট্রেডিং আইটেম । আদাবের জন্য কাপড়ের কেনাবেচা । ভাল কাজের জন্য ট্রেডিং গেমস । পাছে তারা সামান্য দুনিয়ার বিনিময়ে আখিরাতে ব্যবসা করে। এগুলো থেকে সন্তান কে সরাতে হবে একবার এসব বিলাসিতার অভ্যাস হয়ে গেলে সেই সন্তান টা তখন আর ভালো মন্দ কিছুই দেখেনা তার চোখে তখন এসব এর নেশা লেগে যায় । তাই সন্তান কে অপচয় আর বিলাসিতার জীবন না দিয়ে মধ্যম পন্থায় জীবন চালানো শিখাতে হবে ।

কি করতে হবে

নীতি

-ইসলামী জ্ঞান এবং একটি সঠিক লালন-পালন পিতামাতার কাছ থেকে আসা প্রয়োজন । এর জন্য প্রথমে নিজেকে ধার্মিক পিতা মাতা বানাতে হবে তারপর ই সন্তান ধার্মিক হবে ।

-সহনশীলতা, সহনশীলতা, সহনশীলতা থাকতে হবে ।
- ইসলামী জীবনব্যবস্থা তৈরি করতে হবে ।
-সুন্নাহ চাবিকাঠি। তাই জীবনের প্রতিটা পর্যায় এ নবীজীর সুন্নাত এর উপর আমল করতে হবে ।

গঠনমূলক বছর

• বয়স ০-১১
• আলকামা (র:)"যৌবনে আমি যে জ্ঞান শিখেছি তা কাগজে লেখার মতো"
• মনসুর (র:) "কাদামাটি ভিজে গেলে খেলনা তৈরি করা যেতে পারে, কিন্তু যখন এটি শুকিয়ে যায়, তখন এটি থেকে কিছুই তৈরি করা যায় না। ঠিক তেমন ই সন্তান কে ছোট বেলায় ভালো শিক্ষা দিতে হবে বড় হলে সে এইটা পালন করবে । ছোট বেলায় শিক্ষা না দিলে বড় হওয়ার পর আর সেটা তারা মানতে চায়না ।
• তাদেরকে শালীনতা ও উত্তম আচরণ সম্পর্কে শিক্ষা দেয়া। সবার সাথে ভালো ব্যবহার এবং সব ক্ষেত্রে শালীনতা বজায় রেখে চলার শিক্ষা দিতে হবে ।

√ তাদেরকে সুন্নাহ শিক্ষা দিন _

"যে আমার সুন্নাতকে পুনরুজ্জীবিত করবে সে আমাকে ভালবাসবে, আর যে আমাকে ভালবাসল সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে" (তিরমিজি, ২৬৭৮)

√ তাদের সাথে দ্বীন সম্পর্কে কথা বলুন_

শিশুরা জন্মসূত্রে নবী সম্পর্কে জানে না! নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আমাদের অতীতের আইকন সম্পর্কে গল্পগুলি খুব গুরুত্বপূর্ণ তাদেরকে এগুলো শুনান । তারা এগুলো থেকে ইন্সপায়ার হয়ে তাদের জীবনে টা এপ্লাই করবে ।

মসজিদ ও উলামায়ে কেরামকে ভালোবাসা

তাদেরকে জ্ঞানী ও জ্ঞানী মানুষকে ভালোবাসতে শেখান । আলেম উলামাদের সম্মান করতে শিখান । তাদেরকে মসজিদ এনে ৫ ওয়াক্ত নামাজ পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলুন মসজিদকে ভালোবাসতে শেখান ।অন্য কিছু শেখানোর আগে কুরআন শিক্ষা দিন । কুরআন মানুষের জীবনে ঔষধ , সব কিছুর সমাধান এই কুরআন এ আছে। তাদের মাসনূন দুআ বড় দুয়া ও সূরা শেখান । অল্প বয়সে মুখস্থ করলে সব কিছুই মনে থাকে ।

সালাহ

যখন বাবা কিংবা মা নামাজ পড়ে তখন বাচ্চারা সেটার সাথে সাথে দেখে পরে তাই বাচ্চাকে নামাজ শিখাতে হলে আগে নিজে নামাজ সঠিক ভাবে পড়া শিখতে হবে আপনার সন্তানের সালাহ সঠিক কিনা তা নিশ্চিত করুন , আপনার সন্তান আপনার নামাজ দেখেই শিখবে । সাত/দশ বছর অপেক্ষা করবেন না । ১৩ বছর বয়সের পর তাদের পরিত্যাগ করবেন না , ছাড় দিবেননা মনে রাখবেন, এটি একটি ফরয কাজ এবং দায়িত্ব। ছুটির দিনগুলো মসজিদেই কাটান আপনার সন্তান কে নিয়ে । তাহলে মসজিদ এর প্রতি তার ভালোবাসা তান বৃদ্ধি পাবে ।

ভালবাসা , সহানুভূতি এবং বিশ্বাস

আপনাকে এটি বলতে হবে না, এটি আসলে প্রদর্শন করা ভাল। একটি প্রাকৃতিক আত্মবিশ্বাস রয়েছে যা এই বয়সে অবশ্যই তৈরি করা উচিত সন্তানের মধ্যে । বিশ্বাস তৈরি করা , পিতামাতার উচিত বাচ্চাদের সাথে বিশ্বাস গড়ে তোলা এতে সন্তানদের মনে বাবা মার সাথে সব কিছু শেয়ার করার মানসিকতা হবে এবং এতে একটা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক হবে ।

পোশাক

"হায়া ঈমানের একটি বড় অংশ" (মুসলিম, ৩৫)

"সরলতা ঈমানের অংশ" (আবু দাউদ, ৪১৬১)

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক, ছবিযুক্ত পোশাক এড়িয়ে চলুন

ছেলেদের পোশাক_

সুন্নাহ পোশাকের প্রতি ভালোবাসা রাখা । ইসলামের নিদর্শন হিসেবে শিরস্ত্রাণ। পায়ের গোড়ালির উপরে প্যান্ট পড়ার অভ্যাস করা । সাদা পোশাকের প্রতি ভালোবাসা রাখা । লাল-হলুদ রঙের পোশাক থেকে দূরে থাকা সেগুলো ছেলেদের পড়তে না দেওয়া । ছোট থেকেই সন্তানদের পোশাকের ক্ষেত্রে ইসলামিক রীতি অনুসরণ করা অভিবাবক হিসেবে বাবা মার দায়িত্ব ।

মেয়ে ও হিজাব_

মেয়ে বাচ্চাদের ছোট থেকেই হিজাব পড়ানো এতে বাচ্চাটা বড় হলেও হিজাব এর প্রতি তার মোহাব্বত টা ধরে রাখবে । টাইট-ফিটিং পোশাক এবং ছোট পোশাক এড়ানো । মেয়ে বাচ্চাদের সবসময় ঢিলা ও লম্বা পোশাক পরানো যেন শরীরের গঠন না বুঝা যায় ।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা

"তাহারাহ ঈমানের অর্ধেক" (মুসলিম, ৪১) ।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার ক্ষেত্রে অধ্যবসায় ।সন্তানকে সবসময় পরিপাটি থাকা মাথা ঢেকে রাখার শিক্ষা দেওয়া । সন্তানকে দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে প্রত্যেক সময় সুন্নাহ এর উপর চলার শিক্ষা দেওয়া প্রত্যেক বাবা মা হিসেবে দায়িত্ব ।

শিষ্টাচার ও চরিত্র

আপনার সন্তানকে জুতো দূরে রাখা । জামাকাপড় সঠিক জায়গায় ঝুলিয়ে রাখা । অন্যের শুকরিয়ায় জাযাকাল্লাহ বলা অন্যকে সাহায্য করা । সৌজন্য শিক্ষা দেওয়া অভিবাবক হিসেবে এসব দায়িত্ব পালন করা । দায়িত্ব অর্পণ করুন সন্তানদের মাঝে । বাড়িতে মাশওয়ারা করুন সন্তানদের সাথে । খুব অল্প বয়স থেকেই কাজের জন্য তাদের উৎসাহ দিন। কখনই তাকে

অলস হতে দিবেননা , নিজের বিছানা নিজে ঠিক করতে বলুন , পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে বলুন। ঘরের কাজ করা , ঘরের কাজে সাহায্য করা সুন্নাহ তাকে শিক্ষা দিন ।

করণীয় এবং বর্জনীয়

• কিছু দেওয়া বা শাস্তি দেওয়ার বিষয়ে কখনই মিথ্যা বলবেন না এতে সন্তান এর মাঝে বিশ্বাস এর দিক টা হালকা হয়ে যায় ।

• বাচ্চাদের উদারতার শিক্ষা দিন যেন সে দেওয়া ক্ষেত্রে কৃপণতা না দেখায়।

• স্বাভাবিক সীমার মধ্যে দান করুন।

• "আল্লাহ আপনাকে শাস্তি দেবেন" বলা থেকে বিরত থাকুন। বরং আল্লাহ আপনাকে ভালবাসেন, এবং আল্লাহ্ এর অবাধ্যতায় আল্লাহ অসন্তুষ্ট হবেন এইভাবে বলুন ।

• গোপনীয়তা এড়িয়ে চলুন

• অপমান এড়িয়ে চলুন

• বাচ্চা যদি ভাল কাজ করে তবে তার প্রশংসা করুন, তাকে গর্বিত করুন কখনও তার খারাপ কাজ এ তাকে শক্ত ভাবে শাসন করার বদলি কুরআন ও সুন্নাহ দিয়ে বুঝান তাহলে তার মধ্যে খারাপ কাজ এর অনুশোচনা আসবে ফলে সে আর পরবর্তীতে খারাপ কাজ করবেনা ।

• শাস্তি দেওয়ার পরে খেলা নয়।

• রাগের বশে কখনও আঘাত করবেন না, এতে বাচ্চারা মানসিক ভাবে আঘাত পায় । ঠান্ডা হওয়ার জন্য অপেক্ষা করুন, তারপরে তিনবার চিন্তা করুন এবং দুআ করুন।

ভিডিও গেম এবং ফোন

একটি পুরো পরিবারকে ধ্বংস করার জন্য একটি মাত্র ফোনই যথেষ্ট । সন্তানকে বই দিন, বই পড়তে ভালবাসতে শেখান । ইসলামিক গল্পের বই কিনে দিন । বাসা থেকে সব রকম ডিভাইস সরিয়ে ফেলুন এবং নিজেদের ব্যক্তিগত মোবাইল প্রয়োজনীয় কল ছাড়া বাচ্চাদের সামনে ব্যবহার করবেননা । সন্তানকে ফোনের ভিতরে না নিয়ে বাইরে নিয়ে যান ঘুরতে নিয়ে যান এতে সে মোবাইল এবং ভিডিও গেম থেকে দূরে থাকতে পারবে।

অনুমতি চাওয়া

বাহির থেকে ঘরে ঢোকার সময় সালাম দেওয়া সুন্নাহ্ শিখান বাচ্চাদেরকে । নিজের সেটা করুন তাহলে বাচ্চারা দেখেই শিখতে পারবে প্রাক্টিক্যালি আরো ভালো ভাবে । বাবা মার বেডরুমে ঢোকার অনুমতি চাওয়ার শিক্ষা দিন যেন তারা যে কারো রুম এ ঢুকার আগে অনুমতি নেয়। বাবা-মায়ের গোপনীয়তার প্রয়োজন

এই বিষয় এ তাদের কে শিক্ষা দেওয়া উচিত যে বাবা মার অনুমতি ছাড়া তাদের রুম এ বা তাদের কোনো জিনিস ধরা উচিত নয়।

আরো কিছু সুন্নাহ

সন্তানদের ছোট থেকেই খাবার ঘুম এর সুন্নাহ শিখানো যেন তারা খাবারের আগে মাঝখানে খাবার শেষের সুন্নাহ্ গুলো পালন করে । ঘুমাতে যাওয়ার আগের দোয়া ঘুমানোর সুন্নাহ ঘুম থেকে উঠার সুন্নাহ এগুলো সব শিখান যেন তারা তাদের জীবনের প্রত্যেকটা মুহূর্তে সুন্নাহ মোতাবেক চলার অভ্যাস গড়ে তাহলে বড় হলেও তারা এইটাকে মেইনটেইন করে চলতে পারবে ইন শা আল্লাহ্।

বাসায় তর্ক

সন্তানের সামনে কখনও স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন না । কখনই শিশুকে কোনও পক্ষ নেওয়ার চেষ্টা করবেন না । সর্বদা বন্ধ দরজার পিছনে তর্ক ছেড়ে দিন, এবং কখনই এত জোরে করবেন না যাতে বাচ্চারা শুনতে পায় । অন্য পিতামাতার বিরুদ্ধে কখনও সন্তানের পাশে দাঁড়াবেন না। এতে তারা ঘরে সম্মান এবং বাহিরে বড়দের অসম্মান করবে টাই সবসময় সব বড়দের সম্মান করতে শিখান।

সন্তানদের সাথে সদয় হওয়া

শিশুরা তাদের স্বভাবগত ভাবে পিতামাতাকে ভালবাসে যারা তাদের প্রতি সদয় এবং তাদের সাহায্য করে এবং যারা তাদের যত্ন নেয়, তবে এটি যতটা সম্ভব চিৎকার এবং রাগ ছাড়াই হওয়া উচিত; বরং এটা প্রজ্ঞা এবং ধৈর্যের সাথে হওয়া উচিত।

শিশুটি এমন একটি বয়সে যেখানে তার অবসর এবং খেলার প্রয়োজন; তিনি এমন একটি বয়সে আছেন যেখানে শৃঙ্খলা এবং শিক্ষা উপযুক্ত। তাই সবকিছুকে যথাযথ মনোযোগ দিতে হবে, সংযমের মধ্যে।

যেহেতু শিশুরা সদয় পিতামাতাকে ভালবাসে, এই ভালবাসা তাদের পিতামাতার বাধ্য হওয়ার জন্য একটি শক্তিশালী প্রেরণা দেয় । বিপরীত পরিস্থিতিতে, যদি দয়া অনুপস্থিত থাকে এবং সহিংসতা এবং কঠোরতা থাকে, তবে এটি বিচ্ছিন্নতার দিকে পরিচালিত করবে, যা ফলস্বরূপ হঠকারীতা এবং অবাধ্যতা বা ভয়ের প্রসার ঘটাবে যা শিশুর মধ্যে মিথ্যা এবং প্রতারণার মনোভাব তৈরি করবে।

সন্তানের মাঝে তুলনা না করা

১। বাচ্চাদের মাঝে কখনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি করবেন না। তাদের চেহারা সুরত, রঙ, আচারব্যবহার ইত্যাদি নিয়ে কখনো তুলনা করবেন না অন্য সন্তানের সাথে। যেমন ও তোমার থেকে ভাল, ও তোমার আগে খাওয়া শেষ করে, বা পড়া শেষ করে। কিংবা ও ঘর নোংরা করে না। আপনি হয়ত ভাববেন যে আপনি আপনার সন্তানকে শেখাচ্ছেন যেন ও তার ভাই/বোনের মত ভাল হয়, তাকে দেখে শিখে। কিন্তু বাস্তবে এমনটা হবে না। শিশুমন এই কম্পারিজম মেনে নিতে পারে না। তার ভিতর হিংসা সৃষ্টি হয়। আর শয়তান সেই হিংসার আগুনে কেরোসিন ঢেলে দিয়ে দাউদাউ করে জ্বালিয়ে দেয়। এই বয়সের হিংসা এমন ভাবেই মনে গেঁথে যায় যা কিনা আজীবন থাকতে পারে। আজীবন মনে এই ধারণা থাকতে পারে যে মা বাবার চোখে আমার থেকে ও বেশি ভাল। এই ভাবনা বাচ্চাদেরকে গুনাহের কাজ করতেও সাহায্য করে খুব। যখন তারা পরিণত বয়সে পৌঁছে তখন তাদের মনে হয়, আমি তো আগে থেকেই খারাপ। ভাল তো হতে পারলাম না। এখন খারাপ কাজ করলেও বা কার কী, আর এই ভাবনা একটা বাচ্চাকে নেশা, অসৎ সঙ্গ, প্রেম, শারীরিক সম্পর্ক ইত্যাদির মত গুনাহের পথে অবলীলায় নিয়ে যায়।

ভেবে দেখুন সামান্য একটা ভুলে কত বড় ক্ষতি হতে পারে!
ভাই বোনের মাঝে মায়া থাকবে সব সময়, বন্ধুসুলভ আচরণ থাকবে, কাউকেই কারও মত হতে বলবেন না। কারণ বাস্তবেই কেউ কারও মত না। একেকজন একেকরকম তাই তাদের প্রতি তারবিয়াতও হবে ভিন্ন রকম।

২। যেমন তাদের মাঝে তুলনা করবেন না ঠিক তেমনই ভালবাসা বা আদরের ক্ষেত্রেও কম বেশি করবেন না। মাঝে মাঝে কোনো কোনো সন্তানের বেশি খেদমতে, বা আচরণে তাকে অন্যদের থেকে বেশি ভাল লাগে। অনেক সময় একটা বাচ্চা বেশি সুন্দর হলেও অন্যদের তুলনায় তাকে বেশি ভাল লাগে। ওতে দোষের কিছু নাই। কিন্তু দোষটা তখনই হবে যখন মা বাবা এটা প্রকাশ করবেন যে তাদের এই সন্তান থেকে ঐ সন্তানকে বেশি প্রিয়।

আমরা সবাই ইউসুফ আলাইহিসসালামের কাহিনী জানি। ইউসুফ আলাইহিসসালামকে উনার ভাইয়েরা মেরে ফেলতে চেয়েছিল। এক ভাইয়ের দয়া হওয়ায় উনাকে না মেরে কুপে ফেলে দেয়, এরপর দাসী হিসেবে ছোটোভাইটাকে বিক্রি করে দেয় অচেনা এক পথচারীর কাছে। অর্থাৎ আজীবনের জন্য উনাকে বিদায় করে দেয় জীবন থেকে।

একটু কল্পনা করে দেখুন। আপনার সন্তানেরা কিংবা আপনারা ভাইবোনেরা মিলে প্লান করছেন আপনার একটি ভাইকে মেরে ফেলবেন। মেরে তাকে গোপনে দাফন করে দিবেন যেন সে আর কখনো আপনাদের মাঝে না থাকে। আর কেনো করবেন এই কাজটা? কারণ তাকে আপনার মা বাবা বেশি পছন্দ করেন।

শুধু মাত্র এই একটা কারণে, অর্থাৎ আম্মু আব্বু ওকে বেশি ভালবাসে এই একটা কারণে খুনি হয়ে যাচ্ছি আমরা। খুন করার চিন্তা করছি। ভেবে দেখুন কী ভয়ানক এই হিংসা। ইয়াকুব আলাইহিসসালাম একজন নবী ছিলেন। একজন নবী অবশ্যই উত্তম কথা বলেন, উত্তম তারবিয়াত দেন। তাও শয়তানের কঠিন ওয়াসওয়াসা থেকে একজন নবীর আউলাদরা বাদ পড়ে নাই। আর আমরা হলাম গুনাহগার নাফরমান মানুষ, আমাদেরকে তো আর আগেই শয়তান কাবু করবে।

সন্তানদের মাঝে কারও প্রতি বেশি ভালবাসা প্রকাশ করা বা সন্তানদের মাঝে তুলনা করার ব্যাপারে মা বাবাকে খুব কঠোরতা অবলম্বন করতে হবে।

এই সুক্ষ্ম বিষয়গুলো আমাদের নজর এড়িয়ে যায়, অথচ এই সুক্ষ্ম বিষয়গুলোই এমন দানা বাঁধে যার ফল সরূপ ভাই বোন একে অপরকে হিংসা করে, একে অপরের খারাপ চায়, একে অপরের সুখ সহ্য করতে পারে না, একে অপরের শত্রুতে পরিণত হয় এমনকি মা বাবা মারা গেলেও একে অপরকে সম্পদ- জমি থেকে বঞ্চিত করতে চায়! অনেকে তো আজীবনের জন্য

সম্পর্কই ছিন্ন করে। একই মায়ের পেটের সন্তান সবাই, কতটা মিলেমিশে থাকার কথা অথচ এরাই একেকজন এত বড় শত্রু হয় যে দুনিয়াতে আর কোনো সম্পর্ক এত জঘন্য হয় না

মোট কথা, কারও প্রতি কম কারও প্রতি বেশি ভালবাসা প্রকাশ করা যাবে না। আর তাদের মাঝে তুলনা করা যাবে না।

আমার তারবিয়াতুল ইসলাম- দারস থেকে সন্তান তারবিয়াতে মা-বাবার জন্য জরুরী দুটো পয়েন্ট! (যায়নাব আল গাজী আপুর লিখা থেকে নেওয়া)

দুআ করা

আপনার সন্তানদের ধার্মিক করার জন্য আল্লাহর কাছে আন্তরিক দুআ করুন
আপনাকে ক্রমাগত দু'আ করতে হবে, বিশেষ করে যখন প্রার্থনার উত্তর দেওয়া হয়, যেমন রাতের শেষ তৃতীয়াংশ, সিজদা করার সময় এবং শুক্রবারে। মহান আল্লাহকে ডাকুন, তিনি মহান হতে পারেন এবং তাঁর কাছে আপনার সন্তানদেরকে ধার্মিক করার জন্য এবং তাদের সরল পথে পরিচালিত করার জন্য দুআ করুন । সন্তানদের জন্য দোয়া করা আল্লাহর নেক বান্দাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً

হে আমাদের রব! তুমি আমাদেরকে এমন স্ত্রী-সন্তান দান কর যাদের দর্শনে আমাদের চক্ষুশীতল হয়ে যাবে। তুমি আমাদেরকে পরহেযগার লোকদের ইমাম (অভিভাবক) বানিয়ে দাও।

সূরাঃ আল-ফুরকান [25:74]

বাচ্চাদের তারবিয়াতে যতটা সময় দিবেন তার থেকে বেশি সময় দিবেন দুয়াতে।

আল্লাহ যেন বাচ্চাকে আদব- আখলাক, শান্ত-ভদ্র, অনুগত, গুনধর, সুস্থ-সবল, ঈমান ও তাকওয়া দিয়ে পূর্ণ করে দেন। বাচ্চা যদি কান্না করে, ঘুম-খাবার নিয়ে জ্বালাতন করে, এসব

ঠিক করতে তার পেছন যতটা সময় দিবেন তার থেকে বেশি সময় দিবেন দুয়াতে, আল্লাহ যেন তার এসব দূর করে দেন।

জন্মের আগেও দুয়া করবেন, পরেও করবেন, প্রতিদিন করবেন। বাচ্চা পালায় আপনার একমাত্র হেল্পার যদি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা হয়ে যান তবে আপনার আর পেরেশানি কিসে?

বাচ্চার জন্য ঘুমাতে পারেন না, বা কাচা ঘুম ভেংগে যাচ্ছে, মাথা ব্যথা করছে, মেজাজ চটে যাচ্ছে, আল্লাহর কাছে দুয়া করেন, আল্লাহ যেন কাচা ঘুম থেকে উঠলেও আপনাকে সম্পূর্ণ সুস্থ রাখেন, আল্লাহ যেন মাথা ব্যথা না দেন, আল্লাহ যেন আপনার মাথা ও দিলে সুকুন দেন, বাচ্চার প্রতি যেন অনেক মায়া দেন।

সন্তান মা-বাবার উপর ভয়াবহ কঠিন এক দায়িত্ব। বাবা থেকে মায়ের বেশি, এই দায়িত্ব আমরা একা কোনোদিন সুন্দরভাবে পালন করতে পারব না যদি না আল্লাহ আমাদের সহায়তা করেন।
লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ এই দুয়াটা বেশি বেশি পড়বেন যখন বাচ্চার প্রতি কোনো কারণে অধৈর্য হয়ে পড়েন।

১০ বছরের আগে বাচ্চার শরীরে আঘাত করা, তাকে খুব তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে বকা দেওয়া এটা তার প্রতি জুলুম, তার হক নষ্ট করার শামিল। হাদিসে বাচ্চাদের শাসন করার কথা এসেছে সর্বপ্রথম নামাজের জন্য। যদি ১০ বছর হয়ে যায় তাও নামাজে গাফেল থাকে তবে তখন তাকে প্রহার করা যাবে। আর সেটা কীভাবে? মিসওয়াক দিয়ে হাতে বা পিঠে। তাও প্রথম ২ মাইর নিজের হাতে দিয়ে এরপর ৩য় মাইর বাচ্চাকে দিতে হবে। প্রথম ২ মাইর কেন নিজের হাতে জানেন? এর হিকমা কী?

আমাদের যখন রাগ উঠে, আমরা প্রহার করতে চাই তখন আমাদের হিতাহিতজ্ঞান লোপ পায়। আমরা জোরে আঘাত করি। আর সেই জোরে আঘাতটা যাতে নিজের হাতেই হয় তাই প্রথম ২ আঘাত নিজেকে করতে হবে, এতে রাগও কমবে, ব্যথাটা নিজে পেলে হিতাহিতজ্ঞানও ফিরে আসবে যে বাচ্চার উপর জুলুম যেন না হয়।

আবারও বলি, সন্তান আমাদের কাছে আল্লাহর আমানত। আমরা তাদেরকে কিনে নেই না আল্লাহর থেকে। তাদেরকে উত্তম তারবিয়াত দেওয়া, উত্তম আচরণ করা, সমর্থ্য অনুযায়ী তাদের ভরনপোষণ করা আমাদের দায়িত্ব, এইগুলো পাওয়া তাদের হক।

তাই আমরা বাচ্চার জন্মের আগে থেকে তাদের তারবিয়াত শুরু করব, যাতে তারা শয়তানের প্ররোচনায় না পড়ে। অবাধ্য, বেয়াদব, অশান্ত, ঈমানহীন ইত্যাদি না হয়।

তারা যেন ছোটো থেকেই মা-বাবার বাধ্য থাকে, তাদের জীবনের প্রতিটা গতিপথে যেন মা-বাবার নজর থাকে। কী করছে, কী ভাবছে, কী করবে, কার সাথে মিশবে ইত্যাদি সব কিছুতে সব সময় মা-বাবার তদারকি, সাপোর্ট ও নাসিহা থাকবে। সব সময় কড়া শাসন, রাগ প্রকাশ, লঘু পাপে গুরু দন্ড, তাচ্ছিল্য, নিচু করা এসব যেন না থাকে। বাচ্চাদের সবচেয়ে কাছের বন্ধুটা, আশ্রয়ের জায়গা, শান্তির জায়গাটা যেন মা-বাবা হয় সেটা নিশ্চিত করা মা-বাবার দায়িত্ব।

আমাদের সময়গুলোর হকদার আমাদের সন্তানরা। দৈনন্দিন যত জরুরী কাজকর্ম আছে, সব শেষে যে সময়টুকু থাকে তা শুধুমাত্র তাদেরই প্রাপ্য। তাদের শরীর ও মনের স্পর্শে থাকা খুব জরুরী।

আর এই সমস্ত কিছু আল্লাহ সহজ করে দিবেন যখন আপনি প্রতিনিয়ত আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইবেন। বাচ্চা পালার ক্ষেত্রে সবর চাইবেন না। বরং সাহায্য চাইবেন ও যে সমস্যা সেটা থেকে দ্রুত মুক্তি চাইবেন।

(যায়নাব আল গাজী আপুর পেরেনটিং টিপস থেকে কিছু অংশ)

সন্তানের জন্য কীভাবে উত্তম দুয়া করতে পারি?

সন্তানের জন্য মা বাবার দুয়া আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কবুল করেন। এক মুসলমানের জন্য অপর মুসলমানের দুয়া আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কবুল করেন, এই সুযোগ উত্তমভাবে কীভাবে কাজে লাগানো যায়?

৪০ হাদিসের মাঝে একটি হাদিস আছে মায়ের পেটে বাচ্চার বেড়ে ওঠা নিয়ে, প্রতি ৪০দিন অন্তর ফিরিস্তা আল্লাহকে বলতে থাকেন বাচ্চা এখন কোন হালতে আছে। এই হাদিস পড়ার পর মনে হয়েছে, সন্তান যখন গঠন হতে থাকে তখনই তার জন্য দুয়া করার সবচেয়ে উত্তম সময়! কিংবা সন্তান গর্ভে আসার আগে যখন সন্তান চেয়ে আমরা দুয়া করি তখনই সুযোগ সব কিছু আদায় করে নেওয়া রব্বে কারীমের কাছ থেকে।

হাদিসটি-

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ اللَّهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ وَكَّلَ بِالرَّحِمِ مَلَكًا يَقُولُ يَا رَبِّ نُطْفَةٌ، يَا رَبِّ عَلَقَةٌ، يَا رَبِّ مُضْغَةٌ. فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْضِيَ خَلْقَهُ قَالَ أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى شَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ فَمَا الرِّزْقُ وَالأَجَلُ فَيُكْتَبُ فِي بَطْنِ أُمِّه ". ِ

আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত :
তিনি বলেন : রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন : আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা মাতৃগর্ভের জন্য একজন মালা'ইকা নির্ধারণ করেছেন। তিনি (পর্যায়ক্রমে) বলতে থাকেন,
"হে রব! এখন বীর্য-আকৃতিতে আছে।"
"হে রব! এখন জমাট রক্তে পরিণত হয়েছে।"
"হে রব! এখন মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়েছে।"

অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা যখন তার সৃষ্টি পূর্ণ করতে চান, তখন জিজ্ঞেস করেন : "পুরুষ, না স্ত্রী? সৌভাগ্যবান, না দুর্ভাগা? রিজিক ও বয়স কত?"
আল্লাহর রাসুল ﷺ বলেছেন : তার মাতৃগর্ভে থাকতেই তা লিখে দেয়া হয়। *

সন্তান এর জন্য এইভাবে দুয়া করা উচিত ,

"ইয়া লাতিফ, ইয়া কারিম, ইয়া রাহিম, ইয়া রাজ্জাক, ইয়া হাইয়ু ইয়া কায়ুইম, ইয়া জুল জালালি ওয়াল ইকরাম, ইয়া আল্লাহ, ইয়া রব্বি, তোমার রাসুলের আহলিয়া আর কন্যাদের মত নাসিব, ঈমানী জজবা, সবর, শোকর, ইবাদাত, পবিত্রতা, মর্যাদাওয়ালা আউলাদ দাও। শহিদি মর্যাদাপ্রাপ্ত সাহাবিদের মত শারীরিক ও মানসিক শক্তিওয়ালা আউলাদ দেও।
শারীরিক ও মানসিক সম্পূর্ণ সুস্থতা দাও, প্রতিটা অংগের পরিপূর্ণতা দাও ও আজীবন সুস্থতা দাও, পর্যাপ্ত উচ্চতা, সৌন্দর্য এবং সুস্বাস্থ্য দাও(এখানে আরও বিস্তারিত চাইতাম, যেমন ঘন সুন্দর চুল, সুন্দর গঠনের চোখ, নাক, কান, ঠোঁট, গাল, নখ, লম্বা-পাতলা আঙুল ইত্যাদি)।

সব ধরনের বিপদআপদ, পরীক্ষা ও অসুস্থতা থেকে মুক্ত রাখো আজীবন। শয়তান, শয়তানের ওয়াসওয়াসা, শিরক, রিয়া, অহংকার, কুফুরি থেকে আজীবন পানাহ দেও, মানুষের বদ নজর, হাসাদ, নামিমা, গিবত থেকে পানাহ দাও। অভাব ও গরিবি হালত থেকে পানাহ দেও, খাইর ও বরকতময় সম্পদের অধিকারি দাও। রাগ, বদ মেজাজি, নিকৃষ্ট আখলাক, তর্কবাজি থেকে পানাহ দেও এবং উত্তম আখলাক, আদবি বানাও, বিচক্ষণ, বুদ্ধিদীপ্ত বানাও, আলসে ও বোকা হতে পানাহ দাও। পরোপকারী ও দ্বীনের দায়ী বানাও, জামানার ঈমাম বানাও, দ্বীনের খাদেম বানাও। উত্তম জীবনসঙ্গী মিলিয়ে দেও ও তার নাসিবে যা যা চাচ্ছি, তা তা তার সন্তানের নাসিবেও দেও। তার জীবনসঙ্গীর নাসিবেও দাও। বরং আমার চাওয়া থেকেও আরও উত্তম দেও। তাকে বাধ্য ও চক্ষুশীতলকারি সন্তান বানাও। তাকে ও তার আউলাদদেরকে মাদিনাবাসী বানাও। তাকে ও তার আউলাদদেরকে বাকীতে দাফন হওয়ার নাসিব দাও। তাকে ও তার আউলাদদেরকে জান্নাতুল ফিরদাউসে মাকামে মাহমুদের পাশে মাজলিস দেও ও তোমার দিদার দেখার নাসিব দাও।

বাচ্চা পেটে আসার আগে বা পেটে আসার পর, রুহ আসার আগে, যখন আল্লাহ লিখেন তার নাসিব, আমার মন বলে ঐ সময় এইসব দুয়া করলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা নিজ গুনে তা কবুল করলে সন্তানের জন্য এর থেকে উত্তম আর কিছু হতে পারে না।

*[সহিহ বুখারী- ৩১৮]

(যায়নাব আল গাজী আপুর প্যারেন্টিং এর টিপস থেকে দুয়ার আরও কিছু অংশ)

ইসলামে পিতামাতা কী?

ইসলামে পিতামাতা কুরআনের শিক্ষা এবং নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর সুন্নাহ দ্বারা পরিচালিত হয়। এটিকে একটি পবিত্র দায়িত্ব এবং একজন মুসলিমের জীবনের একটি অপরিহার্য দিক হিসেবে দেখা হয়।
ইসলামী অভিভাবকত্বের লক্ষ্য হলো শিশুদেরকে দৃঢ় নৈতিক চরিত্র, তাদের বিশ্বাসের সাথে গভীর সংযোগ এবং সমাজে ইতিবাচক অবদান রাখার ক্ষমতা দিয়ে গড়ে তোলা। তাকে ইসলামিক ভাবে বড় করা ।

ইসলামে পিতামাতার প্রধান নীতিমালা

১. ইসলামী মূল্যবোধ ও নৈতিকতা:

ছোটবেলা থেকেই সন্তানদের মধ্যে ইসলামী মূল্যবোধ এবং নৈতিক নীতিমালা স্থাপনের জন্য পিতামাতাদের উৎসাহিত করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে সততা, দয়া, উদারতা, নম্রতা এবং অন্যদের প্রতি শ্রদ্ধা।

২. তাওহীদ (আল্লাহর একত্ব):

বাবা-মায়ের দায়িত্ব হলো তাদের সন্তানদের আল্লাহর একত্ব (তাওহীদ) সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া এবং ইসলামের মৌলিক নীতির প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস গড়ে তোলা। আল্লাহ্ এক তার কোনো শরিক নেই এইটা বিশ্বাস করানো । এখন অনেক বাবা মা আছে যারা সন্তান কে আল্লাহ্ আছে এইটা তো শিখায় কিন্তু শির্ক সম্পর্কে কোনো শিক্ষা দেয়না যার ফলে ওই সন্তান টা কখন তার দ্বীন থেকে সরে যায় বা ইসলাম থেকে মুরতাদ হয়ে যায় নিজেও জানেনা ।

৩. প্রার্থনা ও উপাসনা:

সন্তানদের জীবনে নিয়মিত নামাজ এবং ইবাদতের প্রবর্তন এবং উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে পিতামাতারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। নামাজের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে সংযোগ স্থাপন করাকে ইসলামী পিতামাতার একটি ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। নামাজে সব কিছুর সমাধান আছে এইটা মনে প্রাণে বিশ্বাস করার শিক্ষা দিতে হবে । যেন কঠিন সময় এও সে হায় হুতাশ না করে নামাজে সিজদাহ তে আল্লাহ্ এর কাছে সাহায্য চায় ।

ইসলামে পরিবারের অভিভাবকত্বের মূল্যবোধ কী?

ইসলামে, পরিবারের মূল্যবোধ অনেক, কিন্তু এগুলো সহজাত এবং বেশিরভাগ মানুষের জন্য স্বাভাবিকভাবেই আসে; তাই, আপনার পরিবারের সদস্যদের ভালোবাসুন, তাদের সাহচর্য উপভোগ করুন এবং তাদের সাথে ন্যায্য আচরণ করুন।

কিন্তু যদি আপনি ভাবছেন, তাহলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মুসলিম পারিবারিক মূল্যবোধগুলির মধ্যে রয়েছে: বিশ্বাস, সহানুভূতি, সমর্থন এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধা।

১- বিশ্বাস:

পরিবারের সদস্যদের মধ্যে বিশ্বাস হল মৌলিক গুণাবলীর মধ্যে একটি, এবং এটি মানুষকে একত্রিত করার ক্ষেত্রে একটি আশ্চর্যজনক প্রভাব ফেলে; কারণ এটি পরিবারের সদস্যদের একে অপরের উপর নির্ভর করতে এবং একে অপরের কাছে তাদের দুর্বলতা প্রকাশ করতে সাহায্য করে। অভিভাবক হিসেবে পিতামাতার উচিত বিশ্বাস টা ধরে রাখা পরিবার এর মধ্যে ।

সততা পরিবারের বিভিন্ন সদস্যের মধ্যে বিশ্বাসের সুতো তৈরি করতে পারে; কারণ তারা আপনার সাথে মিথ্যা বলবে না, আপনার কাছ থেকে কিছু গোপন করবে না, অথবা কখনও প্রতারণা করবে না, এই বিষয়টি নিশ্চিতভাবে জানা আপনাকে গভীরভাবে বিশ্বাস করতে সাহায্য করবে যে তারা বিশ্বাসযোগ্য। তাই সবসময় সত্যি কথা বলতে হবে মিথ্যা বলা পাপ এইটা শিখাতে হবে বাচ্চাদের কে এইভাবেই তারা ছোট থেকে সত্য বলার শিক্ষা পাবে।

২- করুণা:

পরিবারের সাথে সহানুভূতিশীল হওয়ার ক্ষেত্রে সহানুভূতি বিভিন্ন আকারে আসে এবং কাজ করে। হাদিস আল-কিসা এর প্রমাণ; কারণ এটি আমাদের দেখায় যে পরিবারের সদস্যরা কীভাবে একে অপরকে সহানুভূতির সাথে সম্বোধন করে, একে অপরকে সহানুভূতির সাথে অভিবাদন জানায়, একে অপরের প্রতি সহানুভূতির সাথে মন্তব্য করে এবং একে অপরের প্রতি সহানুভূতির সাথে যত্ন নেয়।

মুচকি হাসি সুন্নাহ তাই, যখন তুমি ঘরের আশেপাশে তোমার পরিবারের সদস্যদের সাথে দেখা করো, তখন মুখে একটা প্রশস্ত হাসি রাখো, এবং তাদের ভালোবাসা এবং মিষ্টি কথা দিয়ে স্বাগত জানাও। পরিবারের অন্য সদস্য তোমার জন্য যে ভালো কাজ করেছে তার প্রতি ইতিবাচক মন্তব্য করতে ভুলো না এবং আন্তরিকভাবে তাদের ধন্যবাদ জানাও।

৩- সহায়তা:

আপনার সন্তানদের দেখান যে আপনি সর্বদা তাদের সমর্থন করেন, এবং যাই হোক না কেন। এটা নিশ্চিতভাবে আশ্বস্ত করবে যে তারা আপনার সমর্থন পেয়েছে, এবং যখনই তাদের প্রয়োজন হবে তখন সাহায্য করেছে।

তাদের সবসময় আশ্বস্ত করতে ভুলবেন না যে, আপনি তাদের উপর বিরক্ত হলেও, অথবা এই মুহূর্তে আপনার অবস্থা ভালো না থাকলেও, তারা আপনার কাছে সাহায্যের জন্য আসতে পারে; কারণ তাদের উপর বিরক্ত হলেই তোমাদের মধ্যে চিরস্থায়ী বন্ধন ভেঙে যাবে না।

৪- পারস্পরিক শ্রদ্ধা:

পারস্পরিক শ্রদ্ধা হলো ইসলামী পারিবারিক মূল্যবোধের মধ্যে একটি যা পরিবারকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে সাহায্য করে এবং শয়তানকে আপনার কাছে পৌঁছানোর সুযোগ দেয় না।

সন্তানদের শিখাতে হবে বড়দের সম্মান এবং ছোটদের আদর করতে পরিবারের সকল সদস্যের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা থাকা উচিত, তাদের বয়স, লিঙ্গ, অথবা পরিবারের মধ্যে কর্তৃত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব নির্বিশেষে। এবং পিতামাতার দায়িত্ব হল পরিবারের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধার নিয়ম প্রতিষ্ঠা করা, তাদের ছোট সন্তানকে সম্মান করা এবং তাদের সন্তানদেরও তাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে শেখানো।

৫. তাকওয়া (আল্লাহর প্রতি সচেতনতা):

তাকওয়া বলতে আল্লাহর প্রতি সচেতনতা এবং নিজের কর্মের প্রতি সচেতন থাকাকে বোঝায়। ইসলামী অভিভাবকত্ব শিশুদের মধ্যে সচেতনতার অনুভূতি জাগিয়ে তোলার উপর জোর দেয়, যাতে তারা বুঝতে পারে যে আল্লাহ তাদের কর্মের প্রতি সর্বদা নজর রাখেন। এই মূল্যবোধ শিশুদের নৈতিক পছন্দ করতে এবং একটি শক্তিশালী নৈতিক চরিত্র বজায় রাখতে সাহায্য করে।

6. তারবিয়াহ (শিক্ষা ও লালন-পালন):

তারবিয়াহ হলো শিশুর সার্বিক বিকাশ এবং লালন-পালনের সাথে জড়িত, যার মধ্যে তাদের শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক সুস্থতা অন্তর্ভুক্ত। পিতামাতাদের দায়িত্ব হলো ইসলামী

শিক্ষা, নৈতিক মূল্যবোধ এবং ব্যবহারিক জীবন দক্ষতা সহ একটি ব্যাপক শিক্ষা প্রদান করা ।

৭. রহমা (করুণা এবং করুণা):

নবী মুহাম্মদ (সা.)-কে "জগতের প্রতি করুণা" হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং পিতামাতার ক্ষেত্রে এই গুণটির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। মুসলিম পিতামাতাদের তাদের ভূমিকাকে করুণা এবং দয়ার সাথে পালন করতে উৎসাহিত করা হয়, তাদের সন্তানদের জন্য একটি প্রেমময় এবং লালন-পালনের পরিবেশ তৈরি করতে।

৮. আদব (ভালো আচরণ এবং শ্রদ্ধা):

আদব বলতে ভালো আচরণ এবং সঠিক শিষ্টাচারকে বোঝায়। ইসলামী অভিভাবকত্ব শিশুদের কেবল বড়দের প্রতিই নয়, বরং সমবয়সীদের এবং সমাজের অন্যদের প্রতিও শ্রদ্ধাশীল এবং ভদ্র হতে শেখানোর উপর জোর দেয়। এর মধ্যে রয়েছে ভদ্রতা, কৃতজ্ঞতা এবং নম্রতা প্রদর্শন।

৯. শুরা (পরামর্শ):

শুরার ধারণার মধ্যে রয়েছে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় পরিবারের সদস্যদের, যার মধ্যে শিশুরাও অন্তর্ভুক্ত, তাদের সাথে পরামর্শ এবং যোগাযোগ করা। যদিও পিতামাতার কর্তৃত্ব রয়েছে, ইসলাম তাদের সন্তানদের আলোচনায় জড়িত করতে, তাদের মতামত শুনতে এবং পরিবারকে প্রভাবিত করে এমন বিষয়ে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি বিবেচনা করতে উৎসাহিত করে। তাই পরামর্শের সময় সন্তানদের মতামত নেওয়া টা কে তারা গুরুত্বের সাথে দেখবে ।

১০. সবর (ধৈর্য ও অধ্যবসায়):

পিতামাতার জন্য অপরিসীম ধৈর্য এবং অধ্যবসায় প্রয়োজন। ইসলাম পিতামাতাদের চ্যালেঞ্জের মুখে ধৈর্য ধরতে, সৎ সন্তান লালন-পালনের প্রচেষ্টায় অধ্যবসায় করতে এবং তাদের শ্রমের ফল প্রকাশ পেতে সময় লাগতে পারে তা বুঝতে শেখায়। ইসলামে ধৈর্যকে একটি গুণ হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং পিতামাতার যাত্রায় এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সন্তান ছোট

গাছের চারার মতো এইটাতে নিয়ম মত সুন্দর করে পরিচর্যা করলে এইটা আস্তে আস্তে ভালো ফল বা ফুল দিবে । যত্ন করলে এর থেকে ভালো কিছু পাওয়া যাবে তাই সবসময় ধর্যের সাথে সবরের সাথে সন্তান এর তারবিয়াহ করতে হবে তারহুরা করা যাবেনা।

পিতামাতা সম্পর্কে কুরআন কী বলে?

ইসলামে পিতামাতার প্রতিপালন সম্পর্কে কুরআন অনেক কিছু বলে। প্রকৃতপক্ষে, এটি একজন পিতামাতার তাদের সন্তানকে কীভাবে লালন-পালন করা উচিত তার একটি পূর্ণাঙ্গ নির্দেশিকা প্রদান করে । আরও ভালো বিষয় হল এটি কঠোর উপদেশের আকারে নয়, বরং লুকমান এবং তার ছেলের মাধ্যমে একটি উদাহরণ স্থাপনের মাধ্যমে।

১. লুকমান (আ:) ও তার পুত্র:

আল্লাহ পবিত্র কুরআনে একটি সম্পূর্ণ সূরা উৎসর্গ করেছেন এবং এর নামকরণ করেছেন লুকমানের নামে, যেখানে লুকমান (আ:) সক্রিয়ভাবে পিতামাতার দায়িত্ব পালন করছেন এবং তার ছেলেকে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দেওয়ার চেষ্টা করছেন।

নতুন বাবা-মায়ের জন্য লুকমান (আ:) হলেন এক জীবন্ত উদাহরণ, কীভাবে বাচ্চাদের সাথে ধৈর্যশীল ও বন্ধুত্বপূর্ণভাবে কথা বলতে হয়, কেবল ব্যাখ্যাতীত আদেশ না দিয়ে তাদের পরামর্শ দিতে হয়।

এই সূরার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা লুকমান (আ:) এর চরিত্রের মাধ্যমে আমাদের বাচ্চাদের শেখানোর জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি তুলে ধরেছেন। তাই, আপনার সন্তানকে লালন-পালনের সময় এই ইসলামী বিষয়গুলিতে বিশেষ মনোযোগ দিতে ভুলবেন না।

২. বিশ্বাস ও ধার্মিকতা শিক্ষা:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবারবর্গকে সেই আগুন থেকে রক্ষা করো যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর, যার উপর নিয়োজিত আছে কঠোর ও কঠোর

ফেরেশতাগণ; তারা আল্লাহর আদেশ অমান্য করে না, বরং তারা যা আদেশ করা হয় তাই করে।" (কুরআন ৬৬:৬)

এই আয়াতে বিশ্বাস ও ধার্মিকতার ভিত্তি লালন করে অন্যায়ের পরিণতি থেকে তাদের পরিবারকে রক্ষা করার জন্য পিতামাতার দায়িত্বের উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

৩. পিতামাতার প্রতি দয়া:

"আর দয়ার বশে তাদের সামনে বিনয়ের ডানা অবনত করো এবং বলো, 'হে আমার পালনকর্তা, তাদের প্রতি দয়া করো যেমন তারা আমাকে ছোটবেলায় লালন-পালন করেছে।" (কুরআন ১৭:২৪)

কুরআন শিশুদের তাদের পিতামাতার সাথে দয়া, নম্রতা এবং করুণার সাথে আচরণ করার নির্দেশ দেয়, লালন-পালনে পিতামাতার ত্যাগ স্বীকার করে। এগুলো সন্তান কে শুনানো যেন তারা অভিবাবক হিসেবে আপনাদের সম্মান এর জায়গা টা চিনে রাখতে পারে । এখন অনেক বাচ্চারা ভালো শিক্ষা না পাওয়ার ফলে বাবা মার সাথে বেয়াদবি করে বাবা মার হক বুঝেনা জানেনা এইটার পিছনে বাবা মা ই দায়ী যে তারা ভালো শিক্ষা দিতে পারেনি তাই পিতা মাতার উচিত সন্তান কে বাবা মার হক সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া।

৪. ন্যায়বিচারের সাথে শৃঙ্খলা:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবারবর্গকে সেই আগুন থেকে রক্ষা করো যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর, যার উপর নিয়োজিত আছে কঠোর ও কঠোর ফেরেশতাগণ; তারা আল্লাহর আদেশ অমান্য করে না, বরং তারা যা আদেশ করা হয় তাই করে।" (কুরআন ৬৬:৬)

পিতামাতাদের তাদের সন্তানদের ন্যায়বিচারের সাথে শাসন করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, কঠোরতা বা নিষ্ঠুরতা এড়িয়ে চলা এবং ভালোবাসা ও করুণার পরিবেশে তাদের লালন-পালন করা। এইটা সন্তান এর হক।

৫. শিশুদের ধার্মিকতার দিকে পরিচালিত করা:

"আর তোমার পরিবারবর্গকে [এবং লোকদের] নামাযের আদেশ দাও এবং তাতে অবিচল থাকো। আমরা তোমার কাছে রিযিক চাই না; আমরা তোমাকে রিযিক দিই, এবং [সর্বোত্তম] পরিণতি [সৎকর্মশীলদের] জন্য।" (কুরআন ২০:১৩২)

এই আয়াতটি পরিবারকে নামাজ এবং ধার্মিকতার উপর আঁকড়ে ধরার গুরুত্ব তুলে ধরে, কারণ এটি একটি অনুকূল ফলাফলের দিকে পরিচালিত করে। সন্তান কে ধার্মিকতার শিক্ষা না দিলে একসময় সে ইসলাম কে বিশ্বাস করতে ভুলে যায় তার জীবন টা তখন একটা পাখির মতো হয়ে যায় ভালো মন্দের কোনো জ্ঞান থাকেনা । তাই প্রত্যেক বাবা মার উচিত সন্তান কে ধার্মিকতার উপর পরিচালনা করা ।

৬. ভালো উদাহরণের উৎস হওয়া:

"এবং যারা বলে, 'হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের স্ত্রীদের এবং আমাদের সন্তানদের মধ্য থেকে আমাদের চোখের শীতলতা দান করুন এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্য আদর্শ করে তুলুন।" (কুরআন ২৫:৭৪)

বিশ্বাসীরা ধার্মিক স্বামী/স্ত্রী এবং সন্তানদের জন্য প্রার্থনা করেন যারা তাদের চোখে প্রশান্তি আনে এবং অন্যদের জন্য ইতিবাচক উদাহরণ হিসেবে কাজ করে। সন্তান এর প্রথম হক দীনদার মা পাওয়া তাই প্রত্যেক বাবার উচিত বিয়ের আগে দ্বীনদারীতা দেখে বিয়ে করা যেন তার সন্তান ও দ্বীন এর পথে চলতে পারে । একজন দীনদার মা তার সন্তানদের দ্বীন এর পথে চলতে সাহায্য করে ।

৭. শিশুদের আল্লাহ সম্পর্কে শিক্ষিত করা:

"আর যখন তোমাদের প্রতিপালক ঘোষণা করলেন, 'যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো (আমার দানকৃত অনুগ্রহের জন্য), তাহলে আমি তোমাদের আরও দেব; আর যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও, তাহলে দেখো! আমার শাস্তি কঠিন।'" (কুরআন ১৪:৭)

পিতামাতাদের তাদের সন্তানদেরকে আল্লাহর দানকৃত নেয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞতা ও কৃতজ্ঞতা শিক্ষা দিতে উৎসাহিত করা হয়। অল্প তে সবর শুকুর করে থাকার অভ্যাস গড়ে তোলা উচিৎ

তাহলে তারা কখনোই কোনো বিষয় এ পেরেশান না হয়ে আল্লাহ্ এর উপর ভরসা করে সবর করে চলতে পারবে ।

পিতামাতার প্রতি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ঐতিহ্য

ইসলামে পিতামাতা মহানবী (সা.)-এর আদর্শ জীবন দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত। তাঁর বাণী, কর্ম এবং অনুমোদন, যা হাদিস নামে পরিচিত, সন্তান লালন-পালনের নীতি সম্পর্কে গভীর নির্দেশনা প্রদান করে। পিতামাতার উপর সমৃদ্ধ নবীর ঐতিহ্য অন্বেষণ করুন, যা মুসলিম পিতামাতাদের জন্য চিরন্তন জ্ঞান প্রদান করে।

১. দয়ার উপর নবীর গুরুত্ব:

"যে ব্যক্তি ছোটদের প্রতি দয়া করে না এবং আমাদের বৃদ্ধদের সম্মান করে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।" (সহীহ আল-বুখারী)

নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ছোট এবং বয়স্ক উভয়ের প্রতি দয়া ও করুণা প্রদর্শনের গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছিলেন, করুণাময় ও শ্রদ্ধাশীল লালন-পালনের তাৎপর্যের উপর জোর দিয়েছিলেন।

2. উদাহরণের মাধ্যমে শিক্ষাদান:

"তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই উত্তম যে তার পরিবারের কাছে উত্তম, আর আমি তোমাদের মধ্যে আমার পরিবারের কাছে সর্বোত্তম।" (তিরমিযী)

পরিবারের মধ্যে নবীর নিজস্ব আচরণ পিতামাতার জন্য একটি আদর্শ হিসেবে কাজ করে। উদাহরণ দিয়ে তিনি পরিবারের সাথে অত্যন্ত সদয় এবং শ্রদ্ধার সাথে আচরণ করার গুরুত্ব প্রদর্শন করেছিলেন।

৩. নৈতিক শিক্ষার গুরুত্ব:

"আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় কাজ হলো সবচেয়ে নিয়মিত এবং স্থায়ী, যদিও তা অল্পই হয়।" (সহীহ আল বুখারী)

শিশুদের নৈতিক ও ইসলামী শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা তুলে ধরা হয়েছে, জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, এমনকি ছোট, ধারাবাহিক কাজও আল্লাহর দৃষ্টিতে অনেক মূল্যবান । তাই আমল এর ক্ষেত্রে ছোট হলেও করতে বলা হয়েছে ।

৪. শিশুদের অধিকার পূরণ:

"তোমার উপর তোমার সন্তানদের অধিকার আছে। তোমার উপর তোমার অতিথির অধিকার আছে। আর তোমার উপর তোমার স্ত্রীর অধিকার আছে।" (সহীহ মুসলিম)

নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিশুদের অধিকার সম্পর্কে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন, তাদের চাহিদা পূরণ, তাদের নৈতিক দিকনির্দেশনা এবং মানসিক সহায়তা প্রদানের গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছেন।

৫. ভদ্রতার সাথে শৃঙ্খলার ভারসাম্য বজায় রাখা:

"মানুষের জন্য কাজ সহজ করো, তাদের কঠিন করো না, এবং মানুষকে উৎসাহিত করো, তাদের তাড়িয়ে দিও না।" (সহীহ আল-বুখারী)

নবীজী পিতামাতার ক্ষেত্রে ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষে কথা বলেছেন, পিতামাতাদের তাদের সন্তানদের লালন-পালনের ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা বজায় রেখে কোমল ও সহানুভূতিশীল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

৬. ইতিবাচক শক্তিবৃদ্ধিকে উৎসাহিত করা:

"যে ব্যক্তি তিনটি কন্যা সন্তানের লালন-পালন করে, তাদের শাসন করে, বিয়ে দেয় এবং তাদের দ্বারা সৎকর্ম করে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (আবু দাউদ)

নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাদের কন্যাদের প্রতি ভালোবাসা, যত্ন এবং ইতিবাচক মনোবলের সাথে আচরণকারীদের জন্য পুরস্কারের কথা তুলে ধরেন, পিতামাতার ক্ষেত্রে লিঙ্গ সমতার গুরুত্ব তুলে ধরেন।

৭. ধার্মিক বংশধরের জন্য প্রার্থনা:

"হে আল্লাহ, আমি জেনেশুনে তোমার সাথে কাউকে শরীক করা থেকে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং অজান্তে যা করি তার জন্য তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।" (সহীহ আল-বুখারী)

নবীর দোয়ায় সৎ ও ধার্মিক সন্তানদের জন্য প্রার্থনা করার তাৎপর্যের উপর জোর দেওয়া হয়েছে, পিতামাতার ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্দেশনা চাওয়ার গুরুত্ব স্বীকার করা হয়েছে।

৮. কৃতজ্ঞতা এবং তৃপ্তি শেখানো:

"ধনী সে নয় যার প্রচুর সম্পত্তি আছে, বরং ধনী সে যার হৃদয় সন্তুষ্ট।" (সহীহ আল বুখারী)

নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিশুদের মধ্যে কৃতজ্ঞতা ও সন্তুষ্টির মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলার উপর জোর দিয়েছিলেন, তাদের যা আছে তা উপলব্ধি করতে এবং আল্লাহর আশীর্বাদে সন্তুষ্ট থাকতে শেখাতেন।

এই নবী-রসূলদের ঐতিহ্য পিতামাতার জন্য চিরন্তন নির্দেশনা প্রদান করে, যা পরবর্তী প্রজন্মের মুসলিমদের লালন-পালনে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করুণাময় ও জ্ঞানী দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটায় ।

পরিবারে ভালোবাসা:

আমাদের ঘরে ভালোবাসা প্রচুর পরিমাণে প্রবাহিত হয়। আমরা ভালোবাসা প্রকাশ করি , একসাথে সময় কাটানো এবং আমাদের পারিবারিক বন্ধনকে শক্তিশালী করে এমন

কার্যকলাপে অংশগ্রহণের মাধ্যমে। যখন ভালোবাসা আমাদের ঘরে ভরে ওঠে, তখন আমরা নিরাপদ, সমর্থিত এবং খুশি বোধ করি।

নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিশুদের প্রতি তাঁর স্নেহ এবং তাঁর পরিবারের প্রতি তাঁর দয়ার জন্য পরিচিত ছিলেন। তাঁর উদাহরণ অনুকরণ করে এবং একটি প্রেমময় এবং লালন-পালনমূলক পরিবেশ তৈরি করে, আমরা নিশ্চিত করি যে আমাদের শিশুরা লালিত এবং মূল্যবান বোধ করে বেড়ে উঠবে।

খাদিমাহ দের সাথে ভালো ব্যবহার সম্পর্কে সন্তান কে আদেশ করা

মুসলমান হিসেবে মানুষ হিসেবে আমাদের প্রত্যেক এর প্রত্যেক এর উপর কিছু হক্ক আছে । ঠিক তেমন ই আমাদের বাসায় যারা কাজ করে তাদের ও হক্ক আছে আমাদের থেকে ভালো ব্যবহার পাওয়ার । আমাদের অনেক এর বাসায় খাদিমাহ্ কাজ করে এদের সাথে ভালো ব্যবহার করার আদেশ দিতে হবে আমাদের বাচ্চাদের । আমাদের নিজেদেরকে ও ভাল ব্যবহার করতে হবে তাদের সাথে তাহলেই সন্তানরা সেটা দেখে আমল করবে । অনেক ফ্যামিলি তে খাদিমাদের সাথে বড়রা অনেক খারাপ ব্যবহার করে সেটা বাচ্চাদের সামনেই করে যেটা দেখে বাচ্চারা ও শিখে এবং পরবর্তীতে তারাও খারাপ ব্যবহার করে এইটা সম্পূর্ণ আদাব এর খেলাফ। অনেক খদিমাহ বয়স এ বড় হয় তাদের সাথে আদাব এর সহিত কথা বলা উচিত ।এইটা বাবা মা হিসেবে প্রত্যেক অভিভাবক এর শিক্ষা দেওয়া দায়িত্ব। সন্তানদেরকে শিখাতে হবে ছোট বড় ধনী গরীব প্রত্যেক এর সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে প্রত্যেক এর দুয়া নিতে হবে একটা সুন্দর জীবন এরজন্য মানুষের দুয়া খুব ই জরুরি। মানুষের সাথে এমন ব্যবহার করতে হবে যেন দুনিয়াতে না থাকলেও তারা তোমাকে তোমার ব্যবহার এর জন্য মনে করে মন থেকে দুয়া করে। নিজের সন্তান কে অন্যের কষ্টের কারণ না বানিয়ে অন্যের দুয়া তে যেন আজীবন থাকে সেভাবে শিক্ষা দিতে হবে এতেই দুনিয়া ও আখিরাত এ শান্তি পাবে ইন শা আল্লাহ্

প্রেম এবং বোধগম্যতার সাথে শাসন করুন:

কখনও কখনও, আমাদের ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়ার জন্য আমাদের নির্দেশনার প্রয়োজন হয়। ইসলামে, আমরা সঠিক এবং ভুল কী তা শেখানোর জন্য কোমল পদ্ধতি ব্যবহার করি। আমরা ভালোবাসা এবং বোঝাপড়ার মাধ্যমে বৃদ্ধি এবং শেখার ক্ষমতা বৃদ্ধিতে বিশ্বাস করি, আমাদের শিশুদের উন্নতির জন্য একটি ইতিবাচক পরিবেশ গড়ে তুলি।

জামে আত-তিরমিযী ১৯১৯
নবী (সাঃ) বলেছেন: "যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের প্রতি দয়া করে না এবং আমাদের বড়দের সম্মান করে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।" (জামে আত-তিরমিযী ১৯১৯)

ইসলাম আমাদের উৎসাহিত করে আমাদের সন্তানদের জ্ঞান ও ধৈর্যের সাথে শাসন করতে, তাদের মানসিক সুস্থতার ক্ষতি করতে পারে এমন কঠোর পদ্ধতি এড়িয়ে চলতে। আমরা তাদের কর্মের পরিণতি ব্যাখ্যা করি এবং তাদের আরও ভালো পছন্দের দিকে পরিচালিত করি। ভালোবাসার সাথে শাসন করার মাধ্যমে, আমরা তাদের দায়িত্বশীল এবং শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তি হিসেবে বেড়ে উঠতে সাহায্য করি।

কৃতজ্ঞতার শক্তি:

ইসলামিক অভিভাবকত্বের টিপস আমাদের জীবনে কৃতজ্ঞ হতে শেখায়। আমরা আমাদের বাচ্চাদের মধ্যে কৃতজ্ঞতার মূল্যবোধ জাগিয়ে তুলি, তাদের যা আছে তার জন্য কৃতজ্ঞ হতে উৎসাহিত করি। আমরা তাদের লোভ এড়াতেও শেখাই। কৃতজ্ঞতা আমাদের হৃদয়ে শান্তি ও তৃপ্তি নিয়ে আসে। কুরআন আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে যারা কৃতজ্ঞ তারা সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছ থেকে আরও দয়া পাবে।

আমরা আমাদের বাচ্চাদের ছোট ছোট আনন্দকে লালন করতে এবং আল্লাহ এবং অন্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে শেখাই। কৃতজ্ঞ হৃদয় গড়ে তোলা তাদের জীবনকে ইতিবাচকতা এবং তৃপ্তিতে সমৃদ্ধ করে। কৃতজ্ঞতা বৃদ্ধির মাধ্যমে, আমরা তাদের জীবনের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে এবং কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হৃদয় গড়ে তুলতে সাহায্য করি।

একজন আদর্শ শিক্ষক এবং আদর্শবান হোন:

মনে রাখবেন, বাচ্চারা যা শোনে তার চেয়ে যা দেখে তা বেশি শেখে। তাই তাদের জন্য আদর্শবান হোন। তাদের সামনে নামাজ পড়ুন এবং তাদেরকে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করতে শুনাতে দিন। এতে তারা বুঝতে পারবে যে আপনি গুরুত্বপূর্ণ কিছু করছেন এবং তারা আপনাকে অনুসরণ করার চেষ্টা করবে। তাদের আপনার সাথে ইবাদত করতে উৎসাহিত করুন।

আপনার সন্তানকে আপনার সাথে নিয়মিত ইবাদতে অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করুন, যার মধ্যে রয়েছে সকাল-সন্ধ্যার আযকার এবং ইবাদত।।

তাদের শেখান যে মুসলিম হিসেবে আমরা আমাদের বিশ্বাস ও নীতিতে অমুসলিমদের থেকে অনেক আলাদা এবং মুসলিম হিসেবে আমরা জান্নাতে পৌঁছানোর আশায় পূর্ণ থাকতে পারি। নিজেকে এবং আপনার সন্তানদের ইসলামী ঐতিহ্য অনুসারে পোশাক পরুন যাতে তারা তাদের মুসলিম পরিচয় বিকাশে সহায়তা করতে পারে।

আপনার সন্তানের জীবনের কেন্দ্রবিন্দুতে কুরআন রাখুন। তরুণ মন খুবই গ্রহণযোগ্য, তাই শিশুদের ছোটবেলা থেকেই পড়তে এবং মুখস্থ করতে বাধ্য করা উচিত। তাদের আরবি ভাষায় কুরআন তেলাওয়াত করতে শেখান এবং আপনার মাতৃভাষায় এর অর্থ বুঝতে সাহায্য করুন।

৭ বছর বয়সের মধ্যে শিশুটি ফরজ নামাজ সঠিকভাবে আদায় করতে শিখে যাবে। ১০ বছর বয়স থেকে, শিশুটিকে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ সঠিকভাবে এবং সময়মতো আদায় করতে হবে। যদি শিশুটি নামাজে কোনও অসাবধানতা বা অনিচ্ছা দেখায়, উদাহরণস্বরূপ ফজরের জন্য উঠতে অস্বীকৃতি জানায়, তাহলে তাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের যেভাবে শিক্ষা দিয়েছেন, সেইভাবে তিরস্কার করা উচিত। এটি শিশুর আল্লাহর কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা।

তোমাদের সন্তানদের শেখাও যে, যখনই আমাদের জীবনে কিছুর প্রয়োজন বা চাও, তা যাই হোক না কেন, আমাদের উচিত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে তাঁর নাম ও গুণাবলী ব্যবহার করে আস্থা এবং ধৈর্যের সাথে দুআ করা যে তিনি আমাদের উত্তর দেবেন। তাদের বলো যে আমাদের ভালো কাজের দ্বারা আমাদের দুআ উন্নত হবে এবং ভালো ও খারাপ উভয় সময়েই আমাদের আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা উচিত।

তাদেরকে সারাদিন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দোয়াগুলো শিখতে এবং তেলাওয়াত করতে উৎসাহিত করুন, উদাহরণস্বরূপ যখন তারা বাথরুমে প্রবেশ করে এবং

বের হয় এবং খাবারের সময়, এবং তাদের মনে করিয়ে দিন যে এগুলো একটি সুন্দর ইবাদত যা আমাদের হৃদয়কে পবিত্র রাখতে সাহায্য করে।

শিশুটিকে বুঝতে হবে যে, যেহেতু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের অনেক কিছু দেন, কিন্তু বিনিময়ে খুব কমই চান, তাই আমাদের কর্তব্য হলো আমাদের ইবাদতগুলো গভীর আন্তরিকতার সাথে এবং আমাদের সর্বোচ্চ ক্ষমতা দিয়ে সম্পন্ন করা।

তাদের বুঝতে সাহায্য করুন যে ইসলাম এমন একটি জীবনব্যবস্থা যা আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, যার মধ্যে আমাদের বিশ্বাস, পারিবারিক সম্পর্ক, আইন এবং সামাজিক ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত, আমাদের পথ দেখায়।

তাদের ঘুমানোর সময় নবীদের এবং ইসলামের প্রাথমিক যুগের গল্প বলুন:

এগুলো কেবল আকর্ষণীয়ই নয়, বরং এর মধ্যে অত্যন্ত শক্তিশালী নৈতিক বার্তাও রয়েছে। এই গল্পগুলো শিশুদের অবচেতন মনকে লালন করতে অনেক সাহায্য করবে এবং তাদের মধ্যে নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা গড়ে তুলতে এবং তিনি আমাদের যেভাবে শিক্ষা দিয়েছেন সেভাবে জীবনযাপন করার আকাঙ্ক্ষা তৈরি করতে সাহায্য করবে।

আপনার সন্তানদের নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে বিভিন্ন ধরণের ইবাদত পালন করতেন সে সম্পর্কে শিক্ষা দিন এবং তাদের দৈনন্দিন জীবনে সেগুলি গ্রহণ করতে উৎসাহিত করুন। নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জীবনী সম্পর্কে কিছু হাদিস তাদের কাছে পড়ে শোনান যাতে তারা তাঁর আদর্শ অনুসরণ করতে অনুপ্রাণিত হয়। নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নাম উচ্চারিত হলে তাদেরকে "সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম" (তাঁর উপর আল্লাহর শান্তি ও দুয়া বর্ষিত হোক) বলতে বাধ্য করুন। আপনার সন্তানদের প্রতিদিন নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপর বহুবার দরুদ পাঠ করতে শেখান।

তাদেরকে সর্বদা সুন্নাহের উপর আমল করতে উৎসাহিত করুন এবং যখন তারা নবীর চরিত্র প্রদর্শন করে তখন তাদের প্রশংসা করুন।

আপনার সন্তানদের জান্নাত সম্পর্কে শিক্ষা দিন এবং তাদের পরকালের প্রতি মনোযোগী থাকতে উৎসাহিত করুন। জাহান্নামের বর্ণনা তরুণদের জন্য ভীতিকর হতে পারে, কিন্তু যখন তারা সালাত শেখা শুরু করবে তখন তাদের এই বাস্তবতা বুঝতে হবে যে আল্লাহ সুবহানাহু

ওয়া তা'আলা কাফেরদের জন্য চিরন্তন গন্তব্য হিসেবে আগুন সৃষ্টি করেছেন এবং যে মুসলিমরা তাদের ইবাদত অবহেলা করে বা অবাধ্য হয় তারাও সেখানে সময় কাটাতে পারে। তোমাদের সন্তানদের বলো যে আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ উপহারগুলির মধ্যে একটি হল নিয়মের একটি ব্যবস্থা (শরীয়াহ) যা মানব কল্যাণ এবং একটি নিরাপদ সমাজকে উৎসাহিত করে, আমাদের একসাথে জীবনযাপনের সীমানা নির্ধারণ করে। তোমাদের সন্তানদের এমন গল্প শোনাও যাতে দেখা যায় যে, নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম) আল্লাহর আইন ও শাস্তি প্রয়োগ করে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এটি তাদেরকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার আনুগত্যের গুরুত্ব এবং তা না করার প্রকৃত পরিণতি বুঝতে সাহায্য করবে। আপনার সন্তানদের মধ্যে এই বোধগম্যতা গেঁথে দিন যে আল্লাহর নিয়ম-কানুন সর্বদা প্রশ্ন ছাড়াই মেনে চলতে হবে, এমনকি যদি তারা প্রশ্নবিদ্ধ নিয়মটি না বোঝে বা তার সাথে একমত না হয়। যদি আপনি মনে করেন যে তাদের শাসন করা প্রয়োজন তবে তা সর্বদা ইসলামী সীমার মধ্যে থাকা উচিত যাতে তারা ভবিষ্যতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অবাধ্য হওয়ার ভয় পায়।

তাদের শেখান যে ইসলামী আইন স্থায়ী এবং কখনও পরিবর্তন বা উন্নত করা যাবে না।

তাদের সাথে সময় কাটান:

তাদের ভালো স্কুলে ভর্তি করান যেখানে তারা ইসলাম পালন করতে পারে, বিশেষ করে নামাজ। তাদের স্কুলের দিন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করুন এবং যখন তারা যথেষ্ট বড় হবে, তখন পরীক্ষা করে দেখুন যে তারা সময়মতো নামাজ আদায় করেছে কিনা। যদি তাদের কোনও সমস্যা হয়, তাহলে তাদের সবকিছু আপনার সাথে ভাগ করে নিতে উৎসাহিত করুন। প্রায় ৫ বছর বয়স থেকে সমস্ত মুসলিম শিশুদের কুরআন ক্লাসে যোগদান করা উচিত। তারা মাদ্রাসাকে ধর্মনিরপেক্ষ স্কুলের চেয়ে বেশি কঠোর মনে করতে পারে তবে এটি তাদের অন্যান্য সমলিঙ্গের শিশুদের সাথে ভাগাভাগি করতে অভ্যস্ত হতে সাহায্য করবে এবং ইসলাম সম্পর্কে জানতে অনুপ্রাণিত করবে এবং তাদের মধ্যে আজীবন শেখার অভ্যাস গড়ে তুলবে। তাদের মনে করিয়ে দিতে থাকুন যে তাদের জীবনের উদ্দেশ্য হল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উপাসনা এবং সেবা করা।

পুরো পরিবারের লক্ষ্য রাখা উচিত প্রতি সন্ধ্যায় একসাথে ১৫ থেকে ৩০ মিনিট সময় ব্যয় করে কুরআন তেলাওয়াত করা এবং মাদ্রাসায় তারা যা শিখেছে তা অধ্যয়ন করা - এটি ছোট বাচ্চাদের বুঝতে সাহায্য করবে যে কুরআন পারিবারিক জীবনের কেন্দ্রবিন্দুতে নিহিত।

শিশুদের মন খুবই গ্রহণযোগ্য, তাই ছোটবেলা থেকেই কুরআন মুখস্থ করা এবং তাজবীদ (সঠিক উচ্চারণ) শেখার উপর খুব বেশি জোর দেওয়া উচিত।

আপনার বাচ্চাদের স্থানীয় মসজিদে নামাজের জন্য নিয়ে যাওয়া, বিশেষ করে শুক্রবার জুমার নামাজের জন্য, তাদের মুসলিম সম্প্রদায়ের অংশ বোধ করতে সাহায্য করবে এবং তাদের উপর তাদের দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের তাৎপর্য বোঝাবে।

আপনার সন্তানদের একই লিঙ্গের অন্যান্য মুসলিমদের সাথে ভ্রাতৃত্ববোধ এবং ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তুলতে উৎসাহিত করুন। এটি তাদের ঈমানকে শক্তিশালী করবে এবং তাদের ধর্ম অধ্যয়ন ও অনুশীলন এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি আনুগত্য বজায় রাখার জন্য একটি যৌথ সংকল্প গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।

মনে রাখবেন যে কিছু দেশের রাষ্ট্র পরিচালিত স্কুলগুলি ইসলাম সহ অনেক ধর্মের দ্বারা অনৈতিক হিসাবে বিবেচিত আচরণগুলিকে স্বাভাবিক করে তোলে এবং এমনকি উৎসাহিত করে, যেমন লিঙ্গের মধ্যে অবাধ মেলামেশা, ডেটিং, সমলিঙ্গের বিবাহ এবং বিবাহের বাইরে যৌন কার্যকলাপ। আপনার অবস্থানের উপর নির্ভর করে, যদি আপনি মনে করেন যে এটি ইসলামের শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক, তাহলে আপনি আপনার সন্তানকে সম্পর্ক এবং যৌনতা সম্পর্কিত পাঠ থেকে সরিয়ে নিতে পারেন।

একটি উৎসাহব্যঞ্জক এবং সহায়ক পরিবেশ গড়ে তুলুন:

আপনার ঘরের পরিবেশ এমন হওয়া উচিত যাতে বাচ্চারা উপহাসের ভয় ছাড়াই তাদের ধারণা, দৃষ্টিভঙ্গি এবং চিন্তাভাবনা প্রকাশ করতে পারে, যতক্ষণ না তারা শ্রদ্ধাশীল এবং ইসলামী শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। সর্বদা জোর দিয়ে বলুন যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদের আশা এবং আনন্দের উৎস, তবে তাকে ভয়ও করতে হবে।

প্রতিদিন তাদের মনে করিয়ে দিন যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদের ভালোবাসেন এবং তাঁর ভালোবাসা নিঃশর্ত, তাই তাদের অবশ্যই তাদের আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করতে হবে এবং তাকে ভালোবাসতে হবে।

তারা বড় হওয়ার সাথে সাথে, তাদেরকে আল্লাহর সাথে তাদের সম্পর্ককে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য উৎসাহিত করার চেষ্টা করুন। কুরআনের অনেক আয়াত পড়ে তাদের মনে আল্লাহর অসন্তুষ্টির ভয় জাগিয়ে তুলুন, যেখানে কাফের ও সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যে শাস্তি নির্ধারণ করেছেন তার সতর্কীকরণ এবং বর্ণনা রয়েছে।

যদি তারা কখনও ইসলামের কোন অসম্মান করে, উদাহরণস্বরূপ হিজাবের অবমাননা করে অথবা মুশফ (কুরআনের অনুলিপি) ব্যবহার না করে, তাহলে তাদের সতর্ক করে দেওয়া উচিত যে এর পরিণতি ইহকাল এবং পরকাল উভয় জীবনেই হতে পারে। এই পরিণতি এড়াতে আপনার সন্তানদের প্রতিদিন তাদের ভুলের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে উৎসাহিত করুন।

যদি ধর্মীয় কারণে আপনার সন্তানকে শাসন করার প্রয়োজন হয়, তাহলে তা সর্বদা ভালোবাসা এবং ধারাবাহিকতার সাথে করা উচিত, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম) কর্তৃক নির্ধারিত সীমার কথা উল্লেখ করে। এতে বাবা-মা উভয়েরই ভূমিকা পালন করা উচিত এবং তাদের কারোরই 'নরম স্পর্শ' হিসেবে দেখা উচিত নয়। আপনার সন্তানদের আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অসংখ্য উপহার, যেমন দৃষ্টিশক্তি, খাদ্য ও পানির সহজলভ্যতা, নিরাপদ বাসস্থান ইত্যাদি, চিনতে এবং স্বীকৃতি দিতে শেখান। উদাহরণ ব্যবহার করে তাদেরকে বুঝতে সাহায্য করুন যে আমরা আল্লাহর উপর কতটা নির্ভরশীল। নিজেদের নিজস্ব উদাহরণ দিয়ে তাদেরকে উৎসাহিত করা যেন তারা যখনই এমন কিছু দেখে যার জন্য তারা কৃতজ্ঞ হতে পারে, তখনই "আলহামদুলিল্লাহ" বলে। ইসলাম সবসময় সবর শুকুর ও কৃতজ্ঞ হতে শেখায় এইটা সন্তানদের বুঝানো।

সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করুন:

যদি আপনার বাচ্চাদের সৃজনশীল প্রবণতা থাকে, তাহলে তাদের নিজেদের প্রকাশ করতে উৎসাহিত করুন। তারা যা করে তা নিয়ে গর্বিত হোন এবং তাদের কাজ নিয়ে হাসবেন না বা উপহাস করবেন না। উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনার বাচ্চা একটি কবিতা লিখে থাকে, তাহলে দেখান যে আপনি তাদের কাজকে মূল্য দেন। সম্ভবত এটি দেয়ালে বা ফ্রিজে ঝুলিয়ে রাখুন।

তা সত্ত্বেও, তাদের শেখান যে ইবাদতে সৃজনশীলতা বা উদ্ভাবন ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ এবং এটি জাহান্নামের দিকে পরিচালিত করে - নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ইবাদতের নিখুঁত উপায় দেখিয়েছেন, তাই আমাদের সর্বদা তাঁর উদাহরণ অনুসরণ করে কোন পরিবর্তন ছাড়াই ইবাদত করতে হবে। তাদের জীবন্ত প্রাণী (প্রাণী এবং মানুষ) আঁকতে নিষেধ করুন। পরিবর্তে, তাদের ফুল, পাহাড়, বস্তু এবং এর মতো জিনিস আঁকতে শেখান।

আপনার বাচ্চাদের গান শোনার বিপদ থেকে দূরে রাখুন কারণ এটি কুরআন থেকে মনোযোগ বিচ্যুত করে। বরং তাদের তাজবীদের সাথে তেলাওয়াত করা কুরআনের সুন্দর শব্দের প্রশংসা করতে উৎসাহিত করুন।

অনেক মুসলিম বাবা-মা তাদের সন্তানদের টেলিভিশনের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করার জন্য তাদের বাড়ি থেকে টেলিভিশন সরিয়ে ফেলেন অথবা শিক্ষামূলক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে এর ব্যবহার সীমাবদ্ধ রাখেন।

আপনার বাচ্চাদের অবসর সময় এমন কার্যকলাপে পূর্ণ করার চেষ্টা করুন যা তাদের ইহকাল এবং পরকাল উভয় জীবনেই উপকারী হবে, বিশেষ করে ইসলাম অধ্যয়ন এবং তারা যা শিখেছে তা প্রয়োগ করে।

বাচ্চাদের মেলামেশার দিকে নজর রাখা:

বন্ধুদের বাচ্চাদের ব্যক্তিত্বের উপর বিরাট প্রভাব থাকে, তাই তারা কার সাথে বন্ধুত্ব করে সেদিকে খেয়াল রাখো। শিশুদের লিঙ্গ মিথস্ক্রিয়া সম্পর্কে ইসলামের নিয়ম সম্পর্কে সচেতন করা উচিত এবং ছোটবেলা থেকেই তাদের শেখানো উচিত যে বিপরীত লিঙ্গের সাথে সময় কাটানোর সময় তাদের দৃষ্টি নিচু রাখা উচিত। বাবা-মায়ের উচিত নিশ্চিত করা যে ছেলেরা কেবল অন্য ছেলেদের সাথে খেলতে পারে এবং একইভাবে, মেয়েরা কেবল মেয়েদের সাথে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "একজন মানুষ তার বন্ধুর ধর্ম অনুসরণ করে; তাই প্রত্যেকেরই বিবেচনা করা উচিত যে সে কাকে বন্ধু বানাবে" [2] ,

যার অর্থ হল আমাদের সন্তানদের উৎসাহিত করা উচিত যেন তারা অন্য মুসলিম শিশুদের জন্য ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব সংরক্ষণ করে। নিশ্চিত করুন যে তাদের বন্ধুরা তাদের উপর খারাপ প্রভাব ফেলছে না এবং আপনার সন্তান যেন ভালো আচরণ ও নৈতিকতার সাথে বেড়ে ওঠে।

ছেলে-মেয়েদের মধ্যে অবাধ মেলামেশার জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যে সীমা নির্ধারণ করেছেন - অর্থাৎ অপ্রয়োজনীয় আড্ডা এবং ছেলে-মেয়েদের মধ্যে বন্ধুত্ব থাকা উচিত নয় - এবং এর কারণগুলি যেন আপনার সন্তানরা ছোটবেলা থেকেই বুঝতে পারে তা নিশ্চিত করুন।

ছেলেরা মাঝে মাঝে মেয়েদের সামনে নিজেকে জাহির করতে আগ্রহী হয় এবং এমনটা করার জন্য তাদের তিরস্কার করা উচিত।

ইসলামে বিনয়ের বিস্তৃত অর্থ এবং মুসলিম চরিত্রের মূল কথা হলো এটি কীভাবে তা শিশুদের শেখানো উচিত। মেয়েদের হিজাবকে ভালোবাসতে শেখানো উচিত, যা ছোটবেলা থেকেই

পরলে সহজেই সম্ভব হবে এবং পুরুষদের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে কথা বলতে উৎসাহিত করা উচিত।

আপনার বাচ্চাদের সাথে ডিজিটাল জগতের বিপদ নিয়ে আলোচনা করুন। ইন্টারনেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে যথাযথ নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করুন - ব্রাউজিং ইতিহাস এবং সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার পর্যবেক্ষণ করা উচিত, ব্লক করা উচিত এবং প্রয়োজনে শিশুর সাথে পর্যালোচনা করা উচিত যাতে সামগ্রীর একটি ইসলামী মূল্য রয়েছে এবং হারাম ছবি দেখা হচ্ছে না তা নিশ্চিত করা যায়।

অনলাইনে সময় নষ্ট করার চেয়ে ইবাদত, কুরআন অধ্যয়ন এবং ঈমান (বিশ্বাস) গড়ে তোলাকে সর্বদা অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত।

বয়ঃসন্ধিকালে এবং কিশোর বয়সে সন্তানকে সহায়তা করুন:

জীবনের এই পর্যায়টি কঠিন হতে পারে এবং বিশেষ মনোযোগের প্রয়োজন। বয়ঃসন্ধি আসার আগেই বাবা-মায়ের উচিত তাদের সাথে শারীরিক, মানসিক, সামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কে কথা বলা এবং তাদের বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করা। তাদের আন্তরিক এবং বিব্রতকর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে উৎসাহিত করা - ইসলাম যৌনতার মতো সংবেদনশীল বিষয়গুলিকেও বিনয় এবং খোলামেলাভাবে সমাধান করে। কিশোর-কিশোরীদের বোঝা উচিত যে তারা যে শারীরিক আকাঙ্ক্ষা অনুভব করে তা স্বাভাবিক এবং বিবাহ এবং সন্তান ধারণের জন্য আল্লাহর পথনির্দেশনা, তবে ইসলাম ধর্মের মতে, বিবাহের বাইরে তাদের উপর কাজ করা শরীয়ত অনুসারে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।আমাদের সন্তানদের সাথে খোলামেলা আলোচনা করা উচিত নফস ও জিনা সম্পর্কে কথা বলার ক্ষেত্রে সৎ হতে হবে । তোমার কিশোর-কিশোরীদের বলো যে, যখন তারা প্রস্তুত হবে, তখন তুমি তাদের জীবনসঙ্গী খুঁজে পেতে সাহায্য করবে। এই সময়ের মধ্যে তাদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দাও এবং প্রলোভন এড়িয়ে, পড়াশোনা, ইবাদত এবং রোজা রেখে আত্মনিয়ন্ত্রণের দিকে পরিচালিত করো। তাদের মনে করিয়ে দেওয়া উচিত যে, নিজেদের উপর করা যেকোনো ইচ্ছাকৃত অপরাধ লিপিবদ্ধ করা হবে এবং কিয়ামতের দিন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে তার জবাবদিহি করতে হবে, এবং ইসলামী দেশগুলিতে অবিবাহিত, পুরুষ এবং মহিলা, যারা তাদের আকাঙ্ক্ষাকে দমন করতে অক্ষম, তাদের শরিয়াহ অনুসারে শাস্তি দেওয়া যেতে পারে।

আপনি হয়তো লক্ষ্য করবেন যে আপনার সন্তান একা থাকে এবং তাদের অনুভূতি নিজের মধ্যে রাখে; তাদের রাগ, দুঃখ বা বিদ্রোহের অনুভূতি হতে পারে । এই সময়ে তাদের আপনার

সমর্থনের প্রয়োজন, তবে তাদের সচেতন করাও প্রয়োজন যে তারা এখন প্রতিটি পাপের জন্য দায়ী, তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে অসন্তুষ্ট করার ভয়ে আত্ম-শৃঙ্খলা গড়ে তুলতে হবে।

কিছু পাপ আসক্তিকর বলে পরিচিত, তাই অভ্যাস গঠন রোধ করার জন্য প্রাথমিক পর্যায়েই তা বন্ধ করা উচিত। বারবার পাপ করা হলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তা ঘৃণা করেন। যৌন প্রকৃতির যেকোনো অনুমোদিত কাজ বা এর দিকে পরিচালিত করে এমন যেকোনো কাজ, যেমন অনুপযুক্ত ইন্টারনেট ব্যবহার, দৃষ্টি অবনত না রাখা বা বিপরীত লিঙ্গের সাথে আড্ডা দেওয়া, মুসলিম পিতামাতাদের জন্য বিশেষ উদ্বেগের বিষয় হওয়া উচিত।

মুসলিম কিশোর-কিশোরীদের আচরণ ও আচরণের উপর নজর রাখা গুরুত্বপূর্ণ। তারা ইসলামের শিক্ষা থেকে দূরে সরে যাওয়ার জন্য মুসলিম এবং অমুসলিম উভয়ের কাছ থেকে সমবয়সীদের চাপের সম্মুখীন হতে পারে, তাই সতর্কতামূলক লক্ষণগুলির দিকে নজর রাখতে ভুলবেন না।

নিশ্চিত করুন যে তারা তাদের ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করে এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন:

বয়ঃসন্ধির সাথে সাথে শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত সীমার মধ্যে থাকা বাধ্যতামূলক হয়ে যায়, যার মধ্যে রয়েছে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়া এবং রমজানে রোজা রাখা। যদি আপনি তাদের ছোটবেলা থেকেই আল্লাহর শাস্তির ভয় করতে শিখিয়ে থাকেন তবে আপনার কোনও সমস্যা হওয়ার কথা নয়। যদি না হয়, তবে তাদের শেখান যে কিছু ইবাদত এখন ফরজ এবং অবহেলা করলে পাপ হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হবে।

যতক্ষণ না তারা সকল ভালো মুসলমানের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আত্ম-শৃঙ্খলা গড়ে তোলে, ততক্ষণ কিশোর-কিশোরীদের মাঝে মাঝে তাদের ইবাদত অবহেলা করার জন্য অথবা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নির্ধারিত সীমানা অতিক্রম করার জন্য সংশোধনের প্রয়োজন হতে পারে, তবে এটি সর্বদা নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের যে নীতি শিখিয়েছেন তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া উচিত।

তাদের সাথে আখেরাতের প্রস্তুতি সম্পর্কে কথা বলা হল শিশুদের জবাবদিহিতা শেখানোর এবং সকল মুসলমানের কাছ থেকে প্রত্যাশিত আনুগত্যের শিক্ষা দেওয়ার সবচেয়ে কার্যকর উপায়। তাদের মনে করিয়ে দিন যে জাহান্নাম হল একটি আসল স্থান যা আল্লাহ সুবহানাহু

ওয়া তা'আলা তাঁর অবাধ্যদের জন্য তৈরি করেছেন, এবং তবুও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদের জান্নাতে পৌঁছানোর একমাত্র আশার উৎস।

সন্তানদের শয়তান এবং মানুষকে অবিশ্বাস ও সীমালঙ্ঘনের দিকে প্ররোচিত করার তার লক্ষ্য সম্পর্কে বলা । শয়তান আমাদেরকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা থেকে দূরে সরিয়ে জাহান্নামের দিকে ঠেলে দেওয়ার জন্য যেসব সূক্ষ্ম কৌশল ব্যবহার করে, সে সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করা।

সন্তানের হৃদয়ে দ্বীনকে ধারণ করুন এবং তাদের জীবনকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সন্তুষ্টির উপর কেন্দ্রীভূত করতে উৎসাহিত করুন:

পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ সম্পর্কে তাদের জ্ঞান এবং বোধগম্যতা বৃদ্ধির জন্য আপনার স্থানীয় মসজিদে তাদের ক্লাস চালিয়ে যান। এটি তাদের কেবল তাদের নিজস্ব ইবাদত উন্নত করতেই নয়, বরং বড় হওয়ার সাথে সাথে তাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বাণী ছড়িয়ে দিতেও সক্ষম করবে।

আপনার কিশোর-কিশোরীদের সাথে সময় কাটান যাতে তারা বুঝতে পারে যে কুরআন ও সুন্নাহ তাদের জীবনে কীভাবে প্রযোজ্য এবং ইসলামের শিক্ষা অনুসরণ করলে কীভাবে তারা রক্ষা পাবে।

নিশ্চিত করুন যে তারা এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার প্রতি অতিমাত্রায় আচ্ছন্ন হয়ে তাদের ধর্ম থেকে দূরে সরে না যায়, উদাহরণস্বরূপ, পরীক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়ে এবং ইবাদতের চেয়ে বস্তুগত সম্পদ অর্জন করে। তাদের আজীবন ধর্মীয় শিক্ষা এবং আধ্যাত্মিক বিকাশের প্রয়োজনীয়তার কথা মনে করিয়ে দিন।

আপনার নিজের উদাহরণের মাধ্যমে তাদের বিশ্বাস বিকাশে উৎসাহিত করুন - যদি তারা আপনাকে নিয়মিত ইবাদত করতে দেখে, যেমন রোজা ও নামাজ, এবং ইসলামী বিজ্ঞান অধ্যয়ন এবং কুরআন মুখস্থ করার মাধ্যমে আত্ম-উন্নতির জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, তাহলে তাদেরও একই কাজ করার সম্ভাবনা বেশি থাকবে।

আপনার সন্তানদের ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তার পাশাপাশি অতিরিক্ত ইবাদতের জন্য যে পুরষ্কার পাওয়া যায়, যেমন নফল নামাজ, যিকির (আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার স্মরণ) এবং কুরআন পাঠ এবং তেলাওয়াত, সে সম্পর্কে শিক্ষা দিন। যখনই তাদের একটু স্বস্তির প্রয়োজন মনে হবে, তখনই তাদের সারাদিন দুআ করতে উৎসাহিত করুন।

বড় বাচ্চাদের দাওয়াতে অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করুন, অমুসলিম স্কুল সহকর্মীদের ইসলাম সম্পর্কে জানতে অথবা তাদের মুসলিম বন্ধুদের তাদের ধর্ম আরও নিবিড়ভাবে অনুশীলন করতে আমন্ত্রণ জানান।

তাদের অবিশ্বাসের পরিণতি সম্পর্কে মনে করিয়ে দিন এবং তাদের বুঝতে সাহায্য করুন যে তাদের ভালো কাজগুলো মহান প্রতিদান বয়ে আনবে এবং পরিণামে তাদের রক্ষা করবে। সবচেয়ে সহজ ভালো কাজ হলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রশংসা ও মহিমা ঘোষণা করা এবং তাই তাদের সারা দিন, বিশেষ করে নামাজের পরে নিয়মিত এটি করার লক্ষ্য রাখা উচিত।

যদি আপনি তাদের বয়স বাড়ার সাথে সাথে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নৈকট্য লাভের জন্য তারা যে সিদ্ধান্ত নিতে পারে, যেমন দাড়ি রাখা বা নেকাব পরা, তাতে সমর্থন করেন, তাহলে তাদের পিতামাতা হিসেবে আপনিও দুআ পাবেন।

আমাদের সন্তানকে বারবার ফিলি স্তিনের ইতিহাস শুনাবো, তাকে বারবার বলব কেন আমরা ফিলি স্তিনকে ভালোবাসি—

১.ফিলি স্তিন নবীদের পূণ্যভূমি।

২.ইবরাহীম আলাইহিস সালাম সর্বপ্রথম ফিলি স্তিনে হিজরত করেন এবং পরবর্তীতে স্ত্রী সারার সাথে সেখানে বসবাস করেন।

৩. লুত আলাইহিস সালামের কওমের ওপর পতিত গজব থেকে আল্লাহ তাআলা লুত আলাইহিস সালামকে রক্ষা করেন ফিলি স্তিনে।

৪.নবী ইসহাক আলাইহিস সালাম ও ইয়াকুব আলাইহিস সালাম ও ইউসুফ আলাইহিস সালামের জন্ম এই ফিলি স্তিনে।

৫.নবী মুসা আলাইহিস সালাম মিসর থেকে বনী ইসরাইলকে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন পবিত্র এই ভূমিতে প্রবেশ করার জন্য। যদিও ইহু দিরা তাদের চিরকালীন কাপুরুষোচিত স্বভাবের কারণে প্রবেশ করতে পারেনি। মুসা আলাইহিস সালাম এই ভূমিকে পবিত্র বলেন।

৬.নবী দাউদ আলাইহিস সালাম অত্যাচারী জালূতের কপালে পাথর ছুঁড়ে তখনকার মুমিনদেরকে ফিলি স্তিন পুনরুদ্ধারে সহযোগিতা করেন।

৭.নবী সুলাইমান আলাইহিস সালাম ফিলি স্তিনে বসেই জিন ইনসানসহ পৃথিবীবাসির ওপর রাজত্ব করেন।

৮.সুলাইমান আলাইহিস সালাম ও পিঁপড়ের যে বিখ্যাত কাহিনী কুরআনে বর্ণিত আছে তা এই শহরেই ঘটেছিল। বর্তমান city of ashkelon এ অবস্থিত আন্ট ভ্যালি আছে واد النمل নামে।

৭.নবী জাকারিয়া আলাইহিস সালাম ফিলি স্তিনেই বাস করতেন এবং তার মিহরাব এই ফিলি স্তিনেই ছিল।

৮.এই বায়তুল মাকদিসেই মারইয়াম আলাইহাস সালাম বসবাস করতেন এবং অলৌকিক খাদ্যভাণ্ডার প্রাপ্ত হতেন।

৯. এই ফিলি স্তিনেই মারইয়াম আলাইহিস সালাম কোনো পুরুষ ব্যতীত একটি শিশু গর্ভে ধারণ করার মতো আশ্চর্যজনক ঘটনার জন্ম দেন।

১০.নবী ঈসা ও ইয়াহইয়া আলাইহিস সালামের এই ফিলি স্তিনে জন্মগ্রহণ করেন এবং বেড়ে উঠেন।

১১.এই ফিলি স্তিনেই ঈসা আলাইহিস সালামকে হ ত্যার ষড়যন্ত্র হলে আল্লাহ তাআলা ঈসা আলাইহিস সালামকে আকাশে উঠিয়ে নেন।

১২.আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিরাজের রাতে আকাশের জগতে রওয়ানা হওয়ার আগে আল্লাহ তাআলা তাকে ফিলি স্তিনের বায়তুল মাকদিসে মেহমান করেন।

১৩.বায়তুল মাকদিসের দক্ষিণদিকে কোথাও আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য জগতের বাহন তাঁর বোরাককে বেঁধে রাখেন।

১৪.ফিলি স্তিনের বায়তুল মাকদিসেই আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল নবী রাসূলগণের নামাজের ইমামতি করেন।

১৫.মিরাজের রাতে নামাজ ফরজ হওয়ার পর মসজিদুল আকসাই ছিল মুসলমানদের প্রথম কিবলা। মুসলমানরা বায়তুল মাকদিসের দিকে মুখ করে নামাজ পড়তেন। পরবর্তীতে আল্লাহর আদেশে কিবলা পরিবর্তন করে আল্লাহর সবশ্রেষ্ঠ ঘর কাবার দিকে ফেরানো হয়।

১৬.কেয়ামতের আগে ঈসা আলাইহিস সালাম শামের পবিত্র শহরেই আসমান থেকে নেমে আসবেন।

১৭.ঈসা আলাইহিস সালাম দাজ্জালকে শামের বাবে লুদের কাছে হ ত্যা করবেন।

১৮.রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'বায়তুল মাকদিস হলো হাশরের ময়দান। পুনরুত্থানের জায়গা। তোমরা তাতে গিয়ে সালাত আদায় করো। কেননা, তাতে এক ওয়াক্ত সালাত আদায় করা অন্যান্য মসজিদে এক হাজার সালাত আদায়ের সওয়ার পাওয়া যায়।'

১৯.দুনিয়াতে নির্মিত দ্বিতীয় মসজিদ পবিত্র শহর ফিলিস্তিনে অবস্থিত। মসজিদটি হলো মসজিদুল আকসা। বলা হয়ে থাকে আদম আলাইহিস সালামই মসজদটি নির্মাণ করেছেন। আবু জর গিফারি রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু একদিন নবীজিকে বলেন, হে আল্লাহর রাসুল! দুনিয়াতে প্রথম কোন মসজিদটি নির্মিত হয়েছে? তিনি বলেন, মসজিদুল হারাম। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, তারপর কোনটি? প্রতিউত্তরে তিনি বললেন, তারপর হলো মসজিদুল আকসা। এরপর তিনি জানতে চাইলেন যে, উভয়ের মধ্যে ব্যবধান কত বছরের? তিনি বললেন চল্লিশ বছরের ব্যবধান। [সহিহ বুখারি]

২০.বুখারী শরিফে আছে পৃথিবীতে মাত্র তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য সকল মসজিদে ইবাদতের উদ্দেশ্য ভ্রমণ করা নিষিদ্ধ। এক.মসজিদুল হারাম। দুই.মসজিদে নববী তিন.মসজিদুল আকসা।

২১. সুরা বনি ইসরাইলে আল্লাহ তাআলা মসজিদুল আকসার পরিবেশকে বরকতময় বলেছেন।

২২.সুরা আম্বিয়ায় আল্লাহ তায়ালা এই ভূখন্ডের ব্যাপারে বলেন, ‘আর আমি তাকে ও লুতকে উদ্ধার করে নিয়ে গেলাম সেই ভূখণ্ডে, যেখানে আমি কল্যাণ রেখেছি বিশ্ববাসীর জন্য।’

২৩.সুরা আরাফে আল্লাহ তাআলা ফিলি স্তিনকে কল্যাণপ্রাপ্ত রাজ্য বলেছেন।

২৪.সূরা আম্বিয়ার আরেকটি আয়াতেও সুলাইমানের আলাইহিস সালামের ঘটনায় আল্লাহ তাআলা ফিলি স্তিনে কল্যাণ রেখেছেন বলে ঘোষণা দেন।

২৫.ফিলি স্তিনের এই ইতিহাস হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হেডলাইন। ফিলি স্তিনের আছে আরও অসংখ্য বিস্তারিত ইতিহাস, সাহাবাদের আমলের, তাবেয়ীদের আমলের, সালাফদের আমলের ইতিহাস, সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর ইতিহাস। এই ভূমির কল্যাণের ব্যাপারে আছে হাদিসও। এখানকার মানুষের ব্যাপারেও আছে হাদিস। এতসব কিছু ছাড়া ফিলি স্তিনের যে অধ্যায়টি আমাদের হৃদয়ের সাথে সংযুক্ত, সেটা হলো ফিলি স্তিন হচ্ছে– শ হী দদের ভূমি। এখানে নিয়মিত সেই অমূল্য নেয়ামত লাভে ধন্য হচ্ছে মানুষ, যে নেয়ামত পেলে জীন্দেগী অতিবাহিত করা

(কপি ফ্রম অনলাইন)

পেরেন্টিং এর ক্ষেত্রে ইসলামিক ভাবে সন্তান লালন পালন না করার ক্ষতির দিকগুলো

আমরা মুসলমান, মুসলিম হিসেবে আমাদের জীবনের প্রতিটা সেকেন্ডে আমরা আল্লাহ্ এর বিধান হুকুম আহকাম মেনে জীবন যাপন করব এইটা আমাদের সবার উপর ফরজ।
অভিভাবক হিসেবে আমরা আমাদের সন্তানদেরকে ইসলামিক ভাবে বড় না করলে ,
তারা বড়দের সম্মান করবে না
তারা আমাদের সম্মান করবে না
বাবা মার হক সম্পর্কে জানতে পারবে না
ভাই বোনের হক সম্পর্কে জানতে পারবে না
দাদা-দাদি নানা নানী আত্মীয়-স্বজন এর হক্ক সম্পর্কে জানতে পারবেন না ।
উস্তাদ দের হক্ক তাদের সম্মান করা এসব জানবেনা ।

বান্দার হ আল্লাহর হক সম্পর্কে জানতে পারবে না
এবং এতে আমাদের দুনিয়াতে অনেক কষ্ট হবে এবং আখেরাতেও কষ্ট হবে ।
তারা আখিরাতে জান্নাত জাহান্নাম সম্পর্কে জানতে পারবে না
আল্লাহর আজাব সম্পর্কে জানতে পারবে না ।
যদি সন্তানকে আমাদের ধর্ম সম্পর্কে আমাদের নবী সম্পর্কে নবীর সুন্নাহ সম্পর্কে না জানাই তাহলে সে সুন্দরভাবে বড় হতে পারবে না এবং ভালোভাবে জীবন যাপন করতে পারবে না।

আমাদের সন্তানেরা ইসলাম সম্পর্কে না জানলে তারা হারাম কাজে জড়িয়ে পড়বে । তাদের মধ্যে হায়া লজ্জা পর্দা কিছুই থাকবেনা । তারা বড়দের সম্মান করবেনা ছোটদের আদর স্নেহ করবেনা ,পড়াশুনার ক্ষেত্রে ফ্রিমিক্সিং বেড়ে যাবে । মাহরাম গায়রে মাহরাম মেইনটেইন করবেনা ।সে তার জীবনের প্রতিটা মুহূর্তে ইসলামকে অবমাননা করে চলবে ইসলাম এর প্রতিটা হুকুম কে তারা উপহাস করবে একসময় পর তারা আল্লাহ্ কে নিয়ে ও চিন্তা ভাবনা ছেড়ে দিবে ফলে খুব সহজেই শয়তান তাদের ঘায়েল করতে পারবে ।

মুসলমান হিসেবে আমাদের উপর দায়িত্ব যে তাদেরকে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে জানানো
দুনিয়া আখেরাত সম্পর্কে জানানো
আল্লাহর বিধান সম্পর্কে জানানো

সন্তানদেরকে পূর্ববর্তী ঘটনা সাহাবীদের সম্পর্কে খলিফাদের সম্পর্কে এবং নবীদের সম্পর্কে যদি না বলি তাহলে তারা ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে জানতে পারবে না এবং বুঝতে পারবেনা ফলে তাদের মনোবল কমে যাবে ।

সন্তানরা ইসলামিক ভাবে বড় না হলে মুসলিম উম্মাহ ধ্বংসের দিকে চলে যাবে এবং অভিভাবক হিসেবে আমরাও দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হব

আমাদের বর্তমান পরিস্থিতিতে সন্তানদেরকে ভালোভাবে লালন পালন করার ক্ষেত্রে আমাদের খুব সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এবং আমাদের সামনের ভবিষ্যতের খারাপ দিকগুলো সম্পর্কে তাদের জানাতে হবে। অভিভাবক হিসেবে আমাদের সন্তানের ভালোর জন্য তাদের জীবনের প্রতিটা সেকেন্ডে ইসলামকে ধারণ করাতে হবে এতেই আমাদের সন্তানের দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ এবং অভিভাবক হিসেবে আমরাও সফলকাম হব। মুসলিম বাবা-মা

হিসেবে আমাদের দায়িত্ব আমাদের সন্তানদেরকে খারাপ পথ থেকে ফিরিয়ে এনে ভালো পথে পরিচালনা করা । অভিভাবক হিসেবে আমরা আমাদের সন্তানদেরকে ইসলামিক ভাবে বড় করব এবং আমরা নিজেরাও সে অনুযায়ী আমল করব যেন আমাদের সন্তানরা আমাদেরকে দেখে ভালো কিছু শিখতে পারে এবং জানতে পারে এবং তারা সেটা আমল করতে পারে ইনশাআল্লাহ ।

উপসংহার

ইসলামিক প্যারেন্টিং টিপসের সুন্দর শিল্পে, আমরা সদাচরণ এবং ভালোবাসা গড়ে তুলি, সহানুভূতিশীল এবং দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করি। আল্লাহ এবং আমাদের বিশ্বাসের প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধি করে, উদাহরণের মাধ্যমে নেতৃত্ব দিয়ে, ভালো মূল্যবোধ গ্রহণ করে এবং শেখার আনন্দ বৃদ্ধি করে, আমরা আমাদের পরিবারের মধ্যে ভালোবাসা এবং দয়ার ভবিষ্যৎ গঠন করি। মুসলিম বাবা-মা হিসেবে, আমরা সদাচরণ এবং সীমাহীন ভালোবাসার শক্তিতে বিশ্বাস করে এই বরকতময় যাত্রা শুরু করি। সর্বশেষ সন্তানের মধ্যে এইটা বিশ্বাস করানো যে , আপনি এখানে আল্লাহর জন্য এসেছেন, দুনিয়ার জন্য নয় । আপনি এখানে আল্লাহর দ্বীনকে সাহায্য করতে এসেছেন, যেভাবেই হোক । আপনি এবং আমি মারা যাব, শিশুরা আমাদের উত্তরাধিকার বহন করবে । সন্তান দুনিয়াতে আমাদের সদকায়ে জারিয়া হিসেবে রয়ে যাবে আমাদের মৃত্যুর পর তারা আমাদের জন্য কি করবে? সেটাই করবে যেটা আমরা তাকে শিক্ষা দিয়ে যাব । সন্তান আমাদের জন্য জান্নাত জাহান্নাম এ যাওয়ার আরেক মাধ্যম । ভালো ভাবে তাদের তৈরি করে গেলে ইন শা আল্লাহ্ জান্নাত আর খারাপ ভাবে তৈরি করে গেলে জাহান্নাম । তাই অভিবাবক হিসেবে আল্লাহ্ যেই দায়িত্ব দিয়েছেন তা সঠিক ভাবে পালন করা প্রত্যেক বাবা মার উচিত । আল্লাহ আমাদের প্রচেষ্টাকে সফল করুন এবং আমাদেরকে এমন ধার্মিক, প্রেমময় সন্তান লালন-পালনের সাফল্য দান করুন যারা বিশ্বকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে।আল্লাহ্ সবাই কে সঠিক বুঝ দান করুক এবং প্রত্যেক এর সন্তান কে ইসলামের পথে চলার তওফিক দান করুক আমীন ।